মাসিক

আত-তাহরীক

আল্লাহ বলেন, ‘আমরা অবশ্যই তাদেরকে (আখেরাতে) কঠিন শাস্তির পূর্বে (দুনিয়াতে) লঘু শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাবো। যাতে তারা (আল্লাহ্র পথে) ফিরে আসে’ *(সূরা সাজদাহ ৩২/২১)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
www.at-tahreek.com
২৮তম বর্ষ ৫ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারী ২০২৫

দাবানলের অনলে
হোক উপলব্ধির জাগরণ

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية وأدبية
جلد : ٢٨ ، عدد : ٥ ، شعبان ١٤٤٦ هـ/ فبراير ٢٠٢٥م
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

مدرسة تربية البنات | MADRASAH TARBIATUL BANAAT

মাদরাসা তারবিয়াতুল বানাত

কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে
আদর্শ মুসলিম নারী গড়ার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত

মহিলা মাদরাসা

- ইসলামী শিক্ষা বিভাগ
- তাহফীযুল কুরআন বিভাগ
- বিশেষ কোর্স (এক বছর)

স্কুল পড়ুয়া/আরবীতে দুর্বল ছাত্রীদের জন্য

- আবাসিক
- অনাবাসিক
- ডে-কেয়ার

ছাত্রী ভর্তি চলছে

মাত্র ৯ বছরে ইবতেদায়ী ১ম বর্ষ হতে দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন করার সু-ব্যবস্থা, ইনশাআল্লাহ।

৭৯/০২/জি,
বিবির বাগিচা ০৩ নং গেইট,
উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।
(মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া সংলগ্ন ইবনে সিনা গলি)
০১৭১৩ ৮৬৩৪৯০, ০১৮৫৯ ৫৫৩৩৫৫

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত পাঠ্যবই সমূহ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

অর্ডার করুন ০১৭৭০-৮০০৯০০
www.hadeethfoundationbd.com

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক

আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية و أدبية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৮তম বর্ষ | ৫ম সংখ্যা

শা'বান	১৪৪৬ হি.
মাঘ-ফাল্গুন	১৪৩১ বাং
ফেব্রুয়ারী	২০২৫ খৃ.

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া
(আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

- সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
- সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
- হা.ফা.বা বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
- হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড : ০১৭৩০-৭৫২০৫০
- হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১
- তাওহীদের ডাক : ০১৭৬৬-২০১৩৫৩
- ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০
  (বিকাল ৪.০০ থেকে ৫.৩০ পর্যন্ত)

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

রাজশাহী অফিস : ০১৭৯৭-৯০০১২৩
ঢাকা অফিস : ০১৭৯৫-৯৪৬৮১৩
ওয়েবসাইট : www.ahlehadeethbd.org

হাদিয়া : ৩০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা

	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ		৪৫০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	১০৫০/-	২২৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৩০০/-	২৫০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৯০০/-	৩১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	২৩০০/-	৩৫০০/-

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয় :**
  - আল্লাহ ছাড় দেন কিন্তু ছাড়েন না! ০২
- **প্রবন্ধ :**
  - কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে শাম ও তার অধিবাসীদের গুরুত্ব ও ফযীলত *-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম* ০৩
  - পাপাচার থেকে পরিত্রাণের উপায় সমূহ *(৩য় কিস্তি)* *-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* ০৮
  - আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসে শিথিলতা : আমাদের করণীয় *(শেষ কিস্তি)* *-মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক* ১৪
  - তাক্বদীরের ফায়ছালায় সন্তুষ্ট থাকার ফলাফল *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ১৭
  - ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ২২
- **সাময়িক প্রসঙ্গ :** ২৩
  - রাসূল (ছাঃ)-এর শানে শব্দ প্রয়োগে সতর্কতা *-মুহাম্মাদ জুয়েল রানা*
- **অমর বাণী :** *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ২৫
- **হাদীছের গল্প :** ২৬
  - হযরত ওছমান (রাঃ) যেভাবে খলীফা মনোনীত হয়েছিলেন *-আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ*
- **মহিলা অঙ্গন :** ২৯
  - মহিলাদের দাওয়াতী কাজের পদ্ধতি *-সারওয়ার মিছবাহ*
- **সাহিত্যাঙ্গন :** ৩১
  - মধ্য ফেব্রুয়ারীর সংস্কৃতি *-মুহাম্মাদ মুবাশশিরুল ইসলাম*
- **শিক্ষাঙ্গন :** ৩৪
  - শিক্ষক ও কিতাবের আদব রক্ষা করুন! *-সারওয়ার মিছবাহ*
- **ভ্রমণস্মৃতি :** ৩৭
  - কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও দাওয়াতী সফর ২০২৪ *-আত-তাহরীক ডেস্ক*
- **ইতিহাস-ঐতিহ্য :** ৪১
  - আরাকানে ইসলাম *-মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ*
- **কবিতা :** ৪২
  - তোমার গুণগান
  - দাবানল
  - জাতিসংঘ
  - আত্মবোধ
  - উপদেশ
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৪৩
- **মুসলিম জাহান** ৪৪
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৪
- **সংগঠন সংবাদ** ৪৫
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

আল্লাহ ছাড় দেন কিন্তু ছাড়েন না!

গত ৭ই জানুয়ারী থেকে বিশ্বসেরা পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমে দাবানল এবং দক্ষিণে চলছে তুষারপাত। ৯৫% দাবানল মানুষের কার্যক্রমের মাধ্যমে শুরু হয় বলে ধারণা করা হয়। তবে এবারের দাবানলের সুনির্দিষ্ট কারণ এখনও জানা যায়নি। অবশ্য আবহাওয়াবিদদের মতে, এবারের বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টির দেখা না পাওয়ায় অতিমাত্রায় শুষ্ক পরিবেশই এই দাবানলের অন্যতম কারণ। গোটা শহর যেন জাহান্নামে পরিণত হয়েছে। কয়েকটি স্থানে দাবানলের আগুন কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এলেও পরিস্থিতি এখনো ভয়াবহ। ২১,৩১৭ একরজুড়ে জ্বলন্ত আগুন ১০ই জানুয়ারী শুক্রবার বিকেল পর্যন্ত মাত্র ৮% নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। দাবানলে এখন পর্যন্ত অন্তত ২৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। দাবানল আরো তীব্র হওয়ার শঙ্কা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এযাবৎ ধ্বংস হয়েছে ১২ হাযারের বেশি বিলাসবহুল বাড়ি ও অবকাঠামো। ১,৮০,০০০ মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এপর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১৫০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি।

ক্যালিফোর্নিয়ায় চলমান দাবানলের কারণে সৃষ্ট ধ্বংসযজ্ঞকে ফিলিস্তীনের গাযা ধ্বংসস্তূপের সঙ্গে তুলনা উঠেছে। যারা গাযা পোড়াতে চেয়েছিল, তারা আজ আল্লাহ্র গযবে নিজেরা পুড়ছে। আকাশজুড়ে কালো ধোঁয়ার স্তূপ, চারদিকে সাইরেনের শব্দ আর আতঙ্কিত মানুষের ছুটোছুটি। হাযার হাযার মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে অজানা গন্তব্যে ছুটে যাচ্ছে। আগুনের লেলিহান শিখা সবকিছু গ্রাস করছে। ফায়ার সার্ভিসের হেলিকপ্টার ও দমকল বাহিনীর অবিরাম চেষ্টা সত্ত্বেও আগুন নিয়ন্ত্রণে আসছে না। এ যেন গত এক বছরে গাযার ওপর ইস্রাঈলী বর্বরতার পরিণতি হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের উপর আল্লাহ্র প্রেরিত নগদ শাস্তি। কেননা আল্লাহ বলেছেন, 'আমরা অবশ্যই তাদেরকে (আখেরাতে) কঠিন শাস্তির পূর্বে (দুনিয়াতে) লঘু শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাবো। যাতে তারা (আল্লাহ্র পথে) ফিরে আসে' *(সাজদাহ ৩২/২১)*। গাযা আক্রমণে ইস্রাঈলকে সহযোগিতার জন্য গত এক বছরে যুক্তরাষ্ট্র ২২০০ কোটি ডলারের সামরিক সহায়তা দিয়েছে এবং বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক পাঠিয়েছে সেখানে। আগামী ২০শে জানুয়ারী ক্ষমতা ছাড়ার পূর্বে গত ৩রা জানুয়ারী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইস্রাঈলকে আরও ৮০০ কোটি ডলারের সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।

(২) পশ্চিমে স্মরণকালের ভয়াবহ দাবানল, দক্ষিণে একই সময়ে দেশের মোট ৫০টি অঙ্গরাজ্যের ২৬টিতে তীব্র গতির তুষারঝড়ের তাণ্ডবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও মধ্য-পশ্চিমের বিভিন্ন রাজ্যে ১৪ ইঞ্চি পর্যন্ত তুষারপাত হচ্ছে। নিউইয়র্ক সিটিতে ১ ফুট পর্যন্ত পুরু বরফ জমেছে। আটকে গেছে শত শত গাড়ী। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা প্রায় থমকে গেছে। বহু মানুষ গৃহবন্দী অবস্থায় দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। এই কঠিন পরিস্থিতিতে জাতীয় আবহাওয়া দফতর একাধিক রাজ্যে সতর্কতা জারি করেছে। টেক্সাস, ওকলাহোমা, নর্থ ক্যারোলিনা ও জর্জিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে স্কুলের কার্যক্রম বাতিল করা হয়েছে এবং লাখ লাখ শিশুকে ঘরে বসে অনলাইনে ক্লাস করতে হচ্ছে। বিভিন্ন অঞ্চলের অফিস-আদালত বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। হাযার হাযার ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। একদিকে দাবানল থেকে বাঁচার জন্য মানুষ দিক-বিদিক ছুটছে, অন্যদিকে তুষারপাত থেকে বাঁচার জন্য ঘরের মধ্যে আগুন জ্বালাচ্ছে। মানুষ কত অসহায়, এতেই তা প্রমাণিত হয়। এরপরেও কি মানুষের হুঁশ ফিরবে না?

(৩) একই সময়ে মক্কার দক্ষিণ-পূর্বে আল-আওয়ালী এলাকায় ভারি বৃষ্টিপাতের পর বন্যা দেখা দিয়েছে। সঊদী আরবের পরিবেশ, পানি ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, বদর প্রদেশের আল-শাফিয়াহতে সর্বোচ্চ ৪৯ মিলিমিটার, জেদ্দার আল-বাসাতীনে ৩৮ মিলিমিটার, মদীনায় মসজিদে নববীতে ৩৬.১ মিলিমিটার ও ক্বোবা মসজিদে ২৮.৪ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। গত ৭ই জানুয়ারী আকস্মিক বন্যার কারণে জেদ্দা ও মদীনায় 'হাই রেড অ্যালার্ট' জারি করা হয়েছে। এ ছাড়া রিয়াদসহ সঊদীর মধ্যাঞ্চল এবং দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় দুই প্রদেশ আসীর ও জীজানে অরেঞ্জ অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। এসব অঞ্চলের বাসিন্দাদের বন্যার ঝুঁকি এড়াতে সরকারের নিরাপত্তা নির্দেশনা মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, মক্কা-মদীনার রাস্তাঘাট প্লাবিত হয়েছে, গাড়ি ভেসে যাচ্ছে ও ভবন ডুবে যাচ্ছে। এ ছাড়া উপত্যকা ও নিচু এলাকাগুলোতে পানি জমে আছে।

বর্তমানে সঊদী আরবের বিভিন্ন স্থানে মাঝে মধ্যেই বিনোদনের নামে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ফ্যাশন শোর খবর পত্রিকায় আসছে। বিশেষত ২০৩৪ সালে বিশ্বকাপ ফুটবল আয়োজনের প্রেক্ষাপটে ইদানিং সেখানে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। যা সঊদী আরবের মতো একটি আদর্শস্থানীয় মুসলিম রাষ্ট্রের ভাবমূর্তির সাথে মোটেও সামঞ্জস্যশীল নয়। বিশ্ব মুসলিমের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে এমন কার্যক্রম অতীব হতাশাজনক। আশা করি তারা অচিরেই এসকল পদক্ষেপ থেকে ফিরে আসবেন ইনশাআল্লাহ।

দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সকল গযব আসে আল্লাহ্র হুকুমে অবাধ্য বান্দাদের সতর্ক করার জন্য এবং তাদেরকে আল্লাহ্র পথে ফিরিয়ে আনার জন্য। যে পানির অপর নাম জীবন, সেই পানিই বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসের হিংস্র রূপ নিয়ে মানব বসতি ধ্বংস করে আল্লাহ্র হুকুমে। যে মৃদুমন্দ বায়ু প্রাণীর জন্য অপরিহার্যভাবে কাম্য, সেই বায়ু হঠাৎ প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নিয়ে সর্বত্র প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়ে দেয় আল্লাহ্র হুকুমে। নিষ্প্রাণ এইসব বস্তুগুলি হঠাৎ কিভাবে প্রাণঘাতী হয়ে পড়ে, এর জবাব বস্তুবাদীদের কাছে নেই। কেবলমাত্র ঈমানদাররাই বলবেন যে, এগুলি স্রেফ আল্লাহ্র গযব। আল্লাহ বলেন, 'বস্তুত তোমার প্রতিপালকের সেনাবাহিনী সম্পর্কে কেউ জানেনা তিনি ব্যতীত' *(মুদ্দাছছির ৭৪/৩১)*। আল্লাহ আমাদেরকে এসব গযব থেকে শিক্ষা গ্রহণের তাওফীক দিন।- আমীন! *(স.স.)*।

কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে শাম ও তার অধিবাসীদের গুরুত্ব ও ফযীলত

-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম

ভূমিকা : মানবসৃষ্টির আদিকাল থেকেই শাম একটি তাৎপর্য মণ্ডিত স্থান। হাযারো নবী-রাসূলের পরশধন্য এ পবিত্র ভূখণ্ড। হযরত ইবরাহীম ও মূসা (আঃ) সহ অনেক নবীর হিজরতের স্থান হ'ল শাম ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। এখান থেকেই রাসূল (ছাঃ)-এর মি'রাজের সূচনা হয়। এখানে রয়েছে মুসলমানদের প্রথম ক্বিবলা 'মসজিদুল আক্বছা'। এ মসজিদ ছিল অতীত কালের সকল নবী-রাসূলের ক্বিবলা। শাম দেশই হবে আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠ বান্দাদের মিলন মেলা। এ দেশেরই বিস্তৃত অঞ্চল হবে হাশরের ময়দান। আর এ পবিত্র ভূমিকে ফেরেশতাগণ তাদের ডানা দিয়ে আচ্ছাদন করে রেখেছেন। এ দেশেরই মুজাহিদেরা হকের উপর অবিচল বলে ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। শামের আকাশ দিয়েই দামেশকের মসজিদে অবতরণ করবেন হযরত ঈসা (আঃ)। আর শামেই সংঘটিত হবে মালহামা বা কাফেরদের বিরুদ্ধে মহাযুদ্ধ। এজন্য শামের মাটি ও মানুষের রয়েছে বিশেষ গুরুত্ব ও মর্যাদা। নিম্নে শাম দেশের গুরুত্ব ও সেখানে অবস্থানকারীদের মর্যাদা বর্ণনা করা হ'ল-

বরকতময় ভূমি শাম :

শাম দেশ বরকতময়। এ দেশে বহু নবী-রাসূলের আগমন। এ দেশে উৎপাদিত বিভিন্ন ফলফলাদি ও স্থানের শপথ করে নাযিল হয়েছে কুরআনের একাধিক আয়াত। আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে মি'রাজের পূর্বে পবিত্র ভূমি বায়তুল মাক্বদাসে নিয়ে গেছেন এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বরকতময় হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন' *(ইসরা ১৭/০১)*। তাছাড়া কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে শাম দেশকে বরকতময় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، 'আর যাদেরকে দুর্বল ভাবা হ'ত সেই সম্প্রদায়কে (অর্থাৎ বনু ইস্রাঈলকে) আমরা উত্তরাধিকার দান করলাম পূর্ব ও পশ্চিমের। যাতে আমরা বরকত দান করেছি' *(আ'রাফ ৭/১৩৭)*।

অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে পূর্ব-পশ্চিম দ্বারা শামকে বুঝানো হয়েছে। তিনি আরো বলেন, 'আর আমরা তাকে ও (তার ভাতিজা) লূতকে উদ্ধার করে সেই দেশে (শামে) পৌঁছে দিলাম যেখানে আমরা বিশ্ববাসীর জন্য কল্যাণ রেখেছিলাম' *(আম্বিয়া ২১/৭১)*। তিনি আরো বলেন, 'আর আমরা প্রবল বায়ুকে সোলায়মানের অনুগত করে দিয়েছিলাম। যা তার নির্দেশ মতে পরিচালিত হ'ত সেই জনপদের দিকে, যেখানে আমরা কল্যাণ রেখেছিলাম। বস্তুত সকল বিষয়ে আমরা সম্যক অবহিত' *(আম্বিয়া ২১/৮১)*।

১. শামের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দো'আ :

আল্লাহ যেমন শামদেশকে বরকতময় হিসাবে ঘোষণা করেছেন তেমনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ দেশের বরকতের জন্য দো'আ করেছেন। যেমন হাদীছে এসেছে,

'আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا؟ قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا 'হে আল্লাহ! আমাদের জন্য শামে বরকত দান করুন, হে আল্লাহ! আমাদের জন্য ইয়ামানে বরকত দান করুন। ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, 'আর আমাদের নাজদে?' তিনি আবার বললেন, 'হে আল্লাহ! আমাদের জন্য শামে বরকত দান করুন, হে আল্লাহ! আমাদের জন্য ইয়ামানে বরকত দান করুন। ছাহাবায়ে কেরাম আবার বললেন, আর আমাদের নাজদে?' তখন তিনি বললেন, هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ، وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ, সেখানে (নাজদে) রয়েছে ভূমিকম্প ও ফিৎনা এবং সেখান থেকেই শয়তানের শিং উদয় হবে'।[১]

২. শামের নিরাপত্তায় ফেরেশতাগণ নিয়োজিত :

শামদেশ এমন বরকতময় ভূমি যে দেশের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য ফেরেশতারা নিজেদের ডানা বিছিয়ে রেখেছেন।

যায়েদ ইবনু ছাবেত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে চামড়ার উপরে কুরআন সংকলন করছিলাম। সে সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, طُوبَى لِلشَّأْمِ সিরিয়ার জন্য মঙ্গল। আমরা বললাম, কেন হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তিনি বললেন, لِأَنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَنِ بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَهَا عَلَيْهَا কেননা দয়াময় রহমানের ফেরেশতাগণ তার উপর নিজেদের ডানা বিস্তার করে রেখেছেন'।[২] মোল্লা আলী ক্বারী বলেন, শাম ভূখণ্ড ও তার অধিবাসীদেরকে কুফর থেকে রক্ষার জন্য ফেরেশতামণ্ডলী তাদের ডানা বিছিয়ে দেন।[৩] মানাবী (রহঃ) বলেন, এর অর্থ ফেরেশতাগণ ক্ষতিকর ও ধ্বংসকারী বস্তুকে দূরীভূত করা ও বরকত নাযিল করার মাধ্যমে শামকে সুরক্ষিত এবং পরিবেষ্টন করে রাখে।[৪]

৩। শামে একত্রিত হওয়ার নির্দেশনা :

শামদেশ সার্বিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতকে শামদেশে অবস্থান করে কাফির-মুশরিক ও ইহুদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার নির্দেশনা দিয়েছেন। যেমন হাদীছে এসেছে,

(১) আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, سَيَخْرُجُ نَارٌ مِنْ نَحْوِ حَضْرَ مَوْتَ، أَوْ مِنْ حَضْرَ مَوْتَ تُحْشَرُ النَّاسُ 'ক্বিয়ামতের পূর্বে হাযরা মাউত হ'তে অথবা হাযরা মাউতের সাগরের দিক হ'তে

১. *বুখারী হা/৭০৯৪; মিশকাত হা/৬২৬২।*
২. *তিরমিযী হা/৩৯৫৪; ছহীহাহ হা/৫০৩; ছহীহুত তারগীব হা/৩০৯৫।*
৩. *মিরকাত ৯/৪০৩৯।*
৪. *তুহফাতুল আহওয়াযী ১০/৩১৬।*

শীঘ্রই একটি অগ্নুৎপাত হবে এবং তা লোকদেরকে একত্র করবে। ছাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, يَا رَسُولَ اللهِ مَا تَأْمُرُنَا؟ হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তখন আমাদেরকে কী করার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন, عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ তোমরা শামে অবস্থান করাকে আবশ্যক করবে'।[৫]

(২) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, سَتَكُونُ هِجْرَةٌ بَعْدَ هِجْرَةٍ، فَخِيَارُ أَهْلِ الْأَرْضِ إِلَى مُهَاجَرِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، يَبْقَى فِيهَا شِرَارُ أَهْلِهَا، تَلْفِظُهُمُ الْأَرْضُ، وَتَقْذَرُهُمْ نَفْسُ اللهِ، فَيَبْعَثُ اللهُ عَلَيْهِمْ نَارًا تَحْشُرُهُمْ مَعَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ মদীনায় হিজরত সম্পন্ন হওয়ার পর আর একটি হিজরত সংঘটিত হবে। তখন মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে শ্রেষ্ঠ মুসলমান হবে যারা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর হিজরতের স্থান আঁকড়ে ধরবে। পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে নিকৃষ্ট মুসলমানগণ অবস্থান করবে। পৃথিবী তাদেরকে নিজ ভূগর্ভ থেকে বের করে দিতে চাইবে, আল্লাহ্র নিকট তারা ধিকৃত হবে। একটি আগুন তাদেরকে বানর ও শূকরের সঙ্গে জমায়েত করে দেবে।[৬]

মোল্লা আলী ক্বারী বলেন, মদীনায় হিজরতের পর শামের দিকে আর একটি হিজরত সংঘটিত হবে। তূরবিশতী (রহঃ) বলেন, এটি হবে ফিৎনা বিস্তৃতির সময়। যখন মুসলিম বিশ্বে দ্বীনের ওপর অটল মুমিনের সংখ্যা কমে যাবে। অমুসলিম বিশ্ব ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে দখলদারিত্ব কায়েম করবে। ইসলামী বাহিনী শামে অনেক ত্যাগের বিনিময়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। তারা বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি ডিঙ্গিয়ে দাজ্জালকে হত্যা করা পর্যন্ত বিজয়ী শক্তি হিসাবে টিকে থাকবে। এ সময়ে যারা সেখানে হিজরত করবে, দ্বীন রক্ষা ও পরকালের সংশোধনের জন্য হিজরত কারী হিসাবে গণ্য হবে। আল্লাহ্র দ্বীনের ওপর অটল-অবিচল নেককার বান্দাদের বিশাল একটি দল সেখানে অবস্থান করবে।[৭]

(৩) বাহয ইবনু হাকীম (রহঃ) হ'তে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত, তিনি (দাদা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে কোথায় যাওয়ার নির্দেশ দিবেন? আমার জন্য নির্বাচন করুন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শামের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ رِجَالاً وَرُكْبَاناً وَتُجَرُّونَ عَلَى وُجُوهِكُمْ তোমাদেরকে পদব্রজে ও সওয়ারী অবস্থায় সমবেত করা হবে এবং কতককে মুখের উপর (উপুড় করে) হেঁচড়িয়ে হাযির করা হবে।[৮] ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, يأتي على الناس زمان لا يبقى فيه مؤمن إلا لحق بالشام، 'মানুষের সামনে এমন একটি সময় আসবে, যখন পৃথিবীর সকল মুমিনরা শামে হিজরত করবে।[৯]

৪। শামবাসী দ্বীনের পথে অদম্য অজেয় :

বর্তমান শামদেশ বিপর্যয়ের মুখে থাকলেও শামের যোদ্ধারা থাকবে অজেয়। ইবলীসের নেতারা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে হাদীছ নিম্নোক্ত,

(১) আবুদ্দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ فِيكُمْ، لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ 'যদি শামের জনগণ বিপথগামী হয়ে যায়, তাহ'লে তোমাদের মধ্যে কোন কল্যাণ থাকবে না। আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা বিজয়ী থাকবে। যারা তাদেরকে পরিত্যাগ করবে, তারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।[১০]

(২) সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَا يَزَالُ أَهْلُ الْغَرْبِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ 'পশ্চিম দেশীয়রা (শামবাসী) বরাবর হক্বের উপর বিজয়ী থাকবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত'।[১১] হাদীছে উল্লিখিত পশ্চিম দেশীয়রা বলতে শামবাসীকে বুঝানো হয়েছে।[১২]

(৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُوْنَ عَلَى أَبْوَابِ دِمَشْقَ، وَمَا حَوْلَهُ وَعَلَى أَبْوَابِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَمَا حَوْلَهُ، لَايَضُرُّهُمْ خُذْلَانُ مَنْ خَذَلَهُمْ ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ إِلَى أَنْ تَقُوْمَ السَّاعَةُ، 'আমার উম্মতের একটি দল দামেশকের ফটকে অথবা তার আশে-পাশে, বায়তুল মুক্বাদ্দাসের গেইটে অথবা তার চারপাশে জিহাদ করতে থাকবে। দুর্বৃত্তদের কোন প্রকার চক্রান্ত তাদের ক্ষতি করতে পারবে না। তারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত সত্যের ওপর অবিচল থাকবে'।[১৩]

(৪) উমায়ের ইবনে হানী বলেন, 'আমি মু'আবিয়া ইবনু আবী সুফিয়ানকে এই মেম্বারের উপর খুৎবায় বলতে শুনেছি তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কে বলতে শুনেছি যে, لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةً بِأَمْرِ اللهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ فَقَامَ مَالِكُ بْنُ يَخَامِرِ السَّكْسَكِيُّ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَمِعْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، يَقُولُ: وَهُمْ أَهْلُ الشَّامِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: وَرَفَعَ صَوْتَهُ هَذَا مَالِكٌ، يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذًا،

---

৫. *ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৭৩০৫; ছহীহুত তারগীব হা/৩০৯৬।*
৬. *আবূদাঊদ হা/২৪৮২; মিশকাত হা/৬২৬৬; ছহীহাহ হা/৩২০৩।*
৭. *মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৯/৪০৪০।*
৮. *তিরমিযী হা/২৪২৪; ছহীহুত তারগীব হা/৩৫৮২।*
৯. *হাকেম হা/৮৪১৩; ইবনু আবী শায়বাহ হা/১৯৪৪৫।*
১০. *তিরমিযী হা/২১৯২; ছহীহ মুসলিম হা/১০৩৭।*
১১. *মুসলিম হা/১৯২৫; ছহীহাহ হা/৯৬৫।*
১২. *ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ১৩/২৯৫; ছহীহাহ হা/৯৬৫-এর আলোচনা।*
১৩. *আবু ইয়া'লা হা/৬৪১৭, আলবানী (রহ) এর সনদকে যঈফ বললেও মতন ছহীহ (যঈফাহ হা/৫৪১৯)।*

يَقُولُ: وَهُمْ أَهْلُ الشَّامِ ‘আমার উম্মাতের একটি জামা‘আত আল্লাহর আদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যারা তাদের সঙ্গ ত্যাগ করবে বা বিরোধিতা করবে, তারা তাদের কোনই ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। এভাবে আল্লাহর আদেশ তথা কিয়ামত এসে পড়বে আর তারা তখনও লোকের উপর বিজয়ী থাকবে’। মালেক বিন ইখামের সাকসাকী দাঁড়িয়ে বললেন, হে আমীরুল মুমেনীন, আমি মু‘আয বিন জাবালকে বলতে শুনেছি, আর তারা হচ্ছে শামবাসী। তখন মু‘আবিয়া (রাঃ) উচ্চস্বরে বললেন, এই যে মালেক বলছে, সে মু‘আয (রাঃ) কে বলতে শুনেছে যে, তারা শামবাসী।[১৪]

৫। শাম মুমিনদের জন্য নিরাপদ স্থান :

শামদেশ মুমিনদের জন্য নিরাপদ বলে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। বিশেষ করে শামে মুমনিদের ঈমান নিরাপদ। এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

(১) আব্দুল্লাহ ইবনু হাওয়ালাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, سَتَجْنُدُوْنَ أَجْنَادًا، جُنْدًا بِالشَّامِ، وَجُنْدًا بِالْيَمَنِ، وَجُنْدًا بِالْعِرَاقِ তোমরা অচিরেই বিভিন্ন সেনাদলে বিভক্ত হবে। একটি দল শামে, একটি ইয়ামনে, এবং একটি ইরাকে থাকবে। ইবনু হাওয়ালা (রাঃ) বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমাকে কোথায় থাকার পরামর্শ দিবেন?’ তিনি বললেন, عَلَيْكَ بِالشَّامِ، فَإِنَّهَا خِيرَةُ اللهِ مِنْ أَرْضِهِ، يَجْتَبِي إِلَيْهَا خِيرَتَهُ مِنْ عِبَادِهِ، فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَعَلَيْكُمْ بِيَمَنِكُمْ، وَاسْقُوا مِنْ غُدُرِكُمْ، فَإِنَّ اللهَ تَوَكَّلَ لِي بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ তোমরা শামে থাকো, কারণ এটি আল্লাহর পসন্দের ভূমি এবং সেখানে তিনি তাঁর পসন্দের বান্দাদের রাখবেন। তবে যদি তা সম্ভব না হয়, তাহ’লে ইয়ামানে থাকো এবং সেখানে তোমাদের পানির ব্যবস্থা কর। কারণ আল্লাহ আমাকে শামের এবং তার অধিবাসীদের বিষয়ে দায়িত্ব দিয়েছেন’।[১৫]

(২) অন্য বর্ণনায় রয়েছে, জনৈক লোক বলল, يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْكَ بِالشَّامِ عَلَيْكَ بِالشَّامِ عَلَيْكَ بِالشَّامِ ثَلاَثًا، عَلَيْكَ بِالشَّامِ فَمَنْ أَبَى فَلْيَلْحَقْ بِيَمَنِهِ وَلْيَسْقِ مِنْ غُدُرِهِ فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ تَكَفَّلَ لِى بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ– ‘হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমাকে কোথায় থাকার পরামর্শ দিবেন?’ তিনি বললেন, তোমরা শামে থাকো, তোমরা শামে থাকো, তোমরা শামে থাকো, তিনি এ কথা তিনবার বললেন। আর যে শামে যেতে অস্বীকার করবে, সে যেন ইয়ামানে থাকে এবং সেখান থেকে তোমাদের পানির ব্যবস্থা করে। কারণ আল্লাহ আমাকে শামের এবং তার অধিবাসীদের বিষয়ে দায়িত্ব দিয়েছেন’।[১৬]

(৩) সালামা ইবনু নুফায়ল কিন্দী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদিন) আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি বললেন, يَا رَسُولَ اللهِ، أَذَالَ النَّاسُ الْخَيْلَ، وَوَضَعُوا السِّلَاحَ، وَقَالُوا: لَا جِهَادَ قَدْ وَضَعَتِ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকেরা ঘোড়ার মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করেছে, অস্ত্রশস্ত্র রেখে দিয়েছে এবং তারা বলছে, যুদ্ধ তার অস্ত্রশস্ত্র রেখে দিয়েছে (এখন আর জিহাদ নেই, জিহাদ শেষ হয়ে গেছে)। এ কথা শুনে তিনি তার প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, كَذَبُوا الْآنَ، الْآنَ جَاءَ الْقِتَالُ، وَلَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ، وَيُزِيغُ اللهُ لَهُمْ قُلُوبَ أَقْوَامٍ، وَيَرْزُقُهُمْ مِنْهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، وَحَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللهِ، وَالْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَهُوَ يُوحَى إِلَيَّ أَنِّي مَقْبُوضٌ غَيْرَ مُلَبَّثٍ، وَأَنْتُمْ تَتْبَعُونِي أَفْنَادًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، وَعُقْرُ دَارِ الْمُؤْمِنِينَ الشَّامُ তারা মিথ্যা বলছে। এখনই জিহাদের আদেশ এসেছে। আর সর্বদা আমার উম্মতের একটি দল দ্বীনের জন্য যুদ্ধ করতে থাকবে। এখনই আল্লাহ তাদের জন্য লোকের অন্তর ঘুরিয়ে দিবেন। আর আল্লাহ তাদেরকে ওদের দ্বারা রিযিক দান করবেন ক্বিয়ামত পর্যন্ত। আল্লাহ তা‘আলা ক্বিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার ললাটের সাথে কল্যাণ ও মঙ্গলকে সম্পৃক্ত করে রেখেছেন। আমাকে এ কথা অহী দ্বারা জানানো হয়েছে যে, অচিরেই আমাকে তুলে নেয়া হবে (মৃত্যু হবে); (চিরদিন) আমাকে রাখা হবে না। আর তোমরা আমার পরে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। তোমরা একে অন্যের সাথে মারামারি কাটাকাটি করবে, এমন সময় ঈমানদারদের নিরাপদ ঠিকানা হবে শামে।[১৭]

৬। শাম হবে শেষ যামানায় মালহামা বা মহাযুদ্ধের ঘাটি :

শেষ যামানায় যে মালহামা বা মহাযুদ্ধ সংঘটিত হবে, সেই যুদ্ধে মুসলমানদের সেনাছাউনী হবে গূতা নামক একটি শহর, যা শামের সর্বোত্তম শহর দামেশকের নিকটবর্তী।[১৮]

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ فُسْطَاطَ الْمُسْلِمِيْنَ يَوْمَ الْمَلْحَمَةِ بِالْغُوْطَةِ إِلَى جَانِبِ مَدِيْنَةٍ يُقَالُ لَهَا دِمَشْقُ مِنْ خَيْرِ مَدَائِنِ الشَّامِ (দাজ্জাল ও তার বাহিনীর সাথে) যুদ্ধের দিন মুসলিমদের সমবেত স্থান (দুর্গ) হবে গূত্বাহ। তা দিমাশ্ক শহরের এক কিনারায় অবস্থিত। মূলতঃ শামের শহরসমূহের মাঝে দিমাশকই সর্বোত্তম শহর’।[১৯]

---

১৪. *আহমাদ হা/১৬৯৩২, সনদ ছহীহ।*
১৫. *আবুদাউদ হা/২৪৮৩; মিশকাত হা/৬২৬৭, সনদ ছহীহ।*
১৬. *আহমাদ হা/২০৩৭১; ছহীহুত তারগীব হা/৩০৮৮।*
১৭. *নাসাঈ হা/৩৫৬১; ছহীহাহ হা/১৯৩৫।*
১৮. *আবূদাঊদ হা/৪২৯৮, সনদ ছহীহ।*
১৯. *মিরকাতুল মাফাতীহ ৯/৪০৪০; আবূদাঊদ হা/৪২৯৮; মিশকাত হা/৬২৭২; ছহীহুল জামে‘ হা/২১১৬)।*

এই হাদীছের ব্যাখ্যায় আলকামী (রহঃ) বলেন, এ হাদীছের শেষ যামানায় দিমাশকের মর্যাদা ও তথাকার অধিবাসীর মর্যাদা প্রমাণিত হয়েছে। এ স্থান ফিৎনা থেকে রক্ষা পাওয়ার দুর্গ স্বরূপ। ইবনু আসাকির বলেন, 'এর অন্যতম ফযীলত হ'ল এই যে, এখানে দশ হাযার ছাহাবী প্রবেশ করেছিলেন, যারা নবী করীম (ছাঃ)-কে দেখেছেন। নবী করীম (ছাঃ) সেখানে নবুঅতের আগে প্রবেশ করেছেন। আর পরে তাবুক যুদ্ধের সময় ও মি'রাজের রাত্রিতে প্রবেশ করেন'।[২০]

(২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا وَقَعَتِ الْمَلَاحِمُ، بَعَثَ اللهُ بَعْثًا مِنَ الْمَوَالِي (من دمشق)، هُمْ أَكْرَمُ الْعَرَبِ فَرَسًا، وَأَجْوَدُهُ سِلَاحًا، يُؤَيِّدُ اللهُ بِهِمُ الدِّينَ 'যখন বড় বড় যুদ্ধ সংঘটিত হবে, তখন আল্লাহ তা'আলা (দিমাশকের) মাওয়ালীদের সমন্বয়ে গঠিত একটি সেনাবাহিনী পাঠাবেন। তারা হবে সমগ্র আরবে সর্বাধিক দক্ষ অশ্বারোহী এবং উন্নততর সমরাস্ত্রে সজ্জিত। আল্লাহ তা'আলা তাদের দ্বারা দ্বীন ইসলামের সাহায্য করবেন'।[২১]

৭। দাজ্জাল ও ঈসা (আঃ)-এর আবির্ভাবস্থল :

শেষ যামানায় দাজ্জালের উত্থানও হবে এই এলাকায় এবং তার পরপরই আসবেন হযরত ঈসা (আঃ)। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'দাজ্জাল ইরাক ও শামের মধ্যবর্তী এলাকা থেকে বের হবে এবং ডানে-বাঁয়ে গোটা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করতে থাকবে। তাই হে আল্লাহ্র বান্দারা! তোমরা ঈমানের ওপর অটল থাকবে'। অতঃপর তিনি বলেন, দীর্ঘ ৪০ দিন ধরে দাজ্জালের অনিষ্টতার পর আল্লাহ ঈসা ইবনু মারিয়াম (আঃ)-কে পাঠাবেন। তিনি দামেশকের পূর্ববর্তী এলাকার শুভ্র মিনারের কাছে আসমান থেকে দু'জন ফেরেশতার কাঁধে চড়ে অবতরণ করবেন। তখন তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস যে কাফেরের গায়ে লাগবে, সে মারা যাবে, আর তাঁর দৃষ্টিসীমার শেষ প্রান্তে গিয়ে তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস পড়বে। তিনি দাজ্জালকে তালাশ করবেন, অতঃপর শামের বাবে লুদ নামক স্থানে তাকে হত্যা করবেন'।[২২] রাসূল (ছাঃ) ঈসা (আঃ)-এর অবতরণস্থলের পরিচয় দিয়ে বলেন, إِذْ بَعَثَ اللهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ 'এ সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঈসা ইবনু মারইয়াম (আঃ)-কে প্রেরণ করবেন। তিনি দু'জন ফেরেশতার কাঁধের উপর ভর করে ওয়ারস ও জাফরান রং এর জোড়া কাপড় পরিহিত অবস্থায় দামেশক নগরীর পূর্ব দিকের উজ্জ্বল মিনারে অবতরণ করবেন'।[২৩]

৮। শামে আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠ বান্দাগণের মিলন মেলা :

ইসলামী বাহিনী শীঘ্রই কয়েকটি দলে বিভক্ত হবে। একটি দল শামে, একটি ইয়ামেনে ও অন্য একটি ইরাকে। ছাহাবী ইবনে হাওয়ালা (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি যদি সেই যুগ পাই, তখন আমি কোন দলটিতে যোগদান করব? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, عَلَيْكَ بِالشَّامِ، فَإِنَّهَا خِيرَةُ اللهِ مِنْ أَرْضِهِ، يَجْتَبِي إِلَيْهَا خِيرَتَهُ مِنْ عِبَادِهِ، 'তুমি শামের বাহিনীতে থাকবে, কেননা তা আল্লাহ্র পসন্দনীয় ভূমির একটি। সেখানে তিনি তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট বান্দাদের একত্র করবেন'।[২৪]

৯। শামদেশ হবে হাশরের ময়দান :

শামের বিস্তৃত ভূমি হবে হাশরের ময়দান। পৃথিবীর এই ভূমি সীমাহীন হ'লেও ক্বিয়ামতের পূর্বে একটি আগুন বের হবে যা লোকদেরকে হাকিয়ে শামের ভূমিতে নিয়ে যাবে।

(১) আবু যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল যে বায়তুল মাক্বদিসে ছালাত আদায় করা উত্তম, না মসজিদে নববীতে ছালাত আদায় করা উত্তম? তিনি বলেন, صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ فِيهِ، وَلَنِعْمَ الْمُصَلَّى فِي أَرْضِ الْمَحْشَرِ وَالْمَنْشَرِ وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ وَلَقَيْدُ سَوْطٍ أَوْ قَالَ: قَوْسُ الرَّجُلِ حَيْثُ يَرَى مِنْهُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ خَيْرٌ لَهُ أَوْ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا এই মসজিদে ছালাত আদায় করা সেখানে চার ওয়াক্ত ছালাত আদায় অপেক্ষা উত্তম। হাশরের মাঠ এবং সকলের একত্রিত হওয়ার ময়দানের মুছাল্লা কতই না উত্তম। আর লোকদের উপর এমন একটি সময় আসবে যখন একটি চাবুকের ছড়ি বা তিনি বলেছিলেন, একজন মানুষের ধনুক পরিমাণ জায়গা যেখান থেকে পবিত্র ঘর বায়তুল মাক্বদিস দেখা যায় তার জন্য দুনিয়ার সকল কিছু অপেক্ষা উত্তম'।[২৫]

(২) অন্য বর্ণনায় এসেছে, يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلَاثِ طَرَائِقَ رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَيَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمُ النَّارُ تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا وَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا، 'মানুষকে তিনভাবে একত্রিত করা হবে। (১) একদল লোককে আশা ও ভয় মিশ্রিত অবস্থায় হাঁকিয়ে নেয়া হবে। (২) দু'জনকে একটি উটের উপর, তিনজনকে একটি উটের উপর, চারজনকে একটি উটের উপর এবং দশজনকে একটি উটের উপর আরোহী অবস্থায় হাশরের দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে। (৩) বাকী সব মানুষকে আগুন হাঁকিয়ে নিবে। মানুষ যেখানে দুপুরের বিশ্রাম নেয়ার জন্য অবস্থান করবে আগুনও সেখানে থেমে যাবে। মানুষ যে

২০. *আযীমাবাদী, 'আওনুল মা'বূদ ১১/২৭৪।*
২১. *ইবনু মাজাহ হা/৪০৯০; ছহীহাহ হা/২৭৭৭।*
২২. *মুসলিম, হা/২৯৩৭।*
২৩. *মুসলিম হা/২৯৩৭; মিশকাত হা/৫৪৭৫।*
২৪. *আবূদাঊদ হা/২৪৮৩; ছহীহুত তারগীব হা/৩০৮৭, সনদ ছহীহ।*
২৫. *ছহীহুত তারগীব হা/১৭৭৯।*

স্থানে রাত অতিবাহিত করার জন্য অবস্থান করবে আগুনও সেখানে থেমে যাবে। এরপর আবার তাদেরকে নিয়ে চলবে। তারা যেখানে সকাল করবে আগুনও সেখানে থেমে যাবে। তারা যেখানে বিকালে অবস্থান করবে আগুনও সেখানে অবস্থান করবে। এরপর আবার তাদেরকে হাঁকিয়ে নিবে'।[২৬]

নবী করীম (ছাঃ) বলেন, تَخْرُجُ نَارٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ فَتَسُوْقُ النَّاسَ 'হাযরা মাওত থেকে একটি আগুন বের হবে অতঃপর মানুষকে হাঁকিয়ে নিবে'।[২৭] অন্য বর্ণনা এসেছে, আদানের গর্ত থেকে আগুন বের হবে এবং মানুষকে হাশরের দিকে তাড়িয়ে নিবে'।[২৮]

অন্য হাদীছে আছে, نَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنْ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ 'একটি আগুন মানুষকে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে জড়ো করবে'।[২৯] উক্ত হাদীছগুলোর মধ্যে এভাবে সমন্বয় করা সম্ভব যে, শাম হ'ল একত্রিত করার স্থান এবং এটি পূর্বের দেশগুলোর তুলনায় পশ্চিমে। অতএব ইয়ামানের আদানের গর্ত থেকে সর্বপ্রথম বের হবে। সেখান থেকে বের হয়ে পূর্ব দিকে ছড়িয়ে পড়বে। অতঃপর পূর্বের বাসিন্দাদেরকে পশ্চিমে তথা শামে একত্রিত করবে। সুতরাং শাম হবে দুনিয়ার হাশরের যমীন। হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, হাদীছগুলোর বর্ণনা প্রমাণ করে যে, এটি হবে আখেরী যামানায় দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমস্ত মানুষকে সিরিয়ার একটি স্থানে সমবেত করণ। তারা তিনভাগে বিভক্ত হবে। একশ্রেণীর লোক তখন পানাহার করবে, কাপড়-চোপড় পরিধান করবে এবং আরোহণ করবে। আরেক শ্রেণীর লোক কখনো পায়ে হেঁটে চলবে আবার কখনো আরোহণ করবে। তারা পালাক্রমে মাত্র একটি উটের উপর আরোহণ করবে। যেমন ছহীহ বুখারী ও মুসলিমের হাদীছ ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। দু'জন মিলে একটি উটের উপর আরোহণ করবে... তিনজন মিলে একটি উটের উপর আরোহণ করবে... দশজন একটি উটের উপর আরোহণ করবে। বাহন কম থাকায় এভাবেই তারা একই বাহনের উপর পালাক্রমে আরোহণ করবে। যেমনটি ইতিপূর্বে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে এবং হাদীছের শেষাংশে এসেছে যে, বাকীদেরকে আগুন হাঁকিয়ে নিবে। এ আগুনটি ইয়ামানের আদানের গর্ত থেকে বের হয়ে সমস্ত মানুষকে ঘেরাও করবে এবং প্রত্যেক দিক থেকে হাশরের যমীনের দিকে হাঁকিয়ে নিবে। যে কেউ পিছিয়ে থাকবে আগুন তাকে জ্বালিয়ে ফেলবে।[৩০]

১০। ঈমানের লালনভূমি শাম :

শামে ঈমান নিরাপদ থাকবে বলে একাধিক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنِّي رَأَيْتُ عَمُودَ الْكِتَابِ انْتُزِعَ مِنْ تَحْتِ وِسَادَتِي، فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ نُورٌ سَاطِعٌ عُمِدَ بِهِ إِلَى الشَّامِ، أَلَا وَإِنَّ الْإِيمَانَ إِذَا وَقَعَتِ الْفِتَنُ بِالشَّامِ আমি (দিব্যদৃষ্টি বা স্বপ্নে) দেখলাম যে, কিতাবুল্লাহকে আমার বালিশের নীচ থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে। অতঃপর আমি স্পষ্টরূপে দেখলাম যে তা যেন এক উজ্জ্বল আলোতে রূপান্তরিত হ'ল, যা গিয়ে শামে স্থীর হ'ল। জেনে রেখো! যখন ফিৎনা ছড়িয়ে পড়বে তখন ঈমান শামেই অবস্থান করবে।[৩১] অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'মি'রাজের রাতে আমি মুক্তোর ন্যায় স্বেত-শুভ্র কিছু খুঁটি দেখতে পেলাম। যা ফেরেশতারা বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। আমি তাঁদেরকে প্রশ্ন করলাম, আপনারা কি নিয়ে যাচ্ছেন? তারা জবাব দিলেন, ইসলামের খুঁটি। আমাদেরকে এটি শামে স্থাপন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[৩২]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, رَأَيْتُ عَمُودًا مِنْ نُورٍ خَرَجَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِي سَاطِعًا حَتَّى اسْتَقَرَّ بِالشَّامِ 'আমি (স্বপ্নে) দেখেছি, একটি আলোর খুঁটি আমার নীচ হ'তে বের হয়ে উপরে আলোকিত হয়েছে। অবশেষে তা শামে গিয়ে স্থির হয়ে গেছে'।[৩৩]

১১। শামে খেলাফতের স্থানান্তর :

ক্বিয়ামতের পূর্বে খেলাফত শামে চলে যাবে। আব্দুল্লাহ বিন হাওয়ালা (রাঃ) বলেন, 'একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার মাথার উপর স্বীয় হাত রেখে বললেন, يَا ابْنَ حَوَالَةَ، إِذَا رَأَيْتَ الْخِلَافَةَ قَدْ نَزَلَتْ أَرْضَ الْمُقَدَّسَةِ فَقَدْ دَنَتِ الزَّلَازِلُ وَالْبَلَابِلُ وَالْأُمُورُ الْعِظَامُ، وَالسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنَ النَّاسِ مِنْ يَدِي هَذِهِ مِنْ رَأْسِكَ 'হে ইবনু হাওয়ালা! যখন তুমি দেখবে খেলাফত (মদীনা থেকে স্থানান্তরিত হয়ে) পবিত্র ভূমিতে (শাম) পৌঁছে গেছে, তখন তুমি বুঝে নিবে যে, ভূমিকম্প, দুঃখ-দুর্দশা, বড় বড় নিদর্শনসমূহ খুবই কাছে এসে গেছে এবং আমার এই হাত তোমার মাথা থেকে যত নিকটে, ক্বিয়ামত সেদিন এটা অপেক্ষাও অতি নিকটবর্তী হবে'।[৩৪]

উপসংহার : উপরোক্ত হাদীছগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে, শামের ভূমি একটি বরকতময় পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এটি শুধু ইসলামের ঘাঁটি নয়, বরং এটি যেমন আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ ও রহমতের স্থান তেমনি এটিই হবে হাশরের ময়দান। শামের গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে জানা আমাদের ঈমান ও ইসলামের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহ্র বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরণা যোগায়। আল্লাহ তা'আলা শামকে হেফাযত করুন, আমাদেরকে শামের প্রতি ভালোবাসা দান করুন এবং তাঁর বরকত থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন- আমীন!

---

২৬. *বুখারী হা/৬৫২২; মিশকাত হা/৫৫৩৪।*
২৭. *আহমাদ হা/৪৫৩৬, সনদ ছহীহ।*
২৮. *আবুদাঊদ হা/৪৩১১, সনদ ছহীহ।*
২৯. *বুখারী হা/৩৩২৯।*
৩০. *ইবনু কাছীর, আল-নিহায়াতু ফিল ফিতান ওয়াল মালাহিম ১/২৩০।*
৩১. *ছহীহুত তারগীব হা/৩০৯২।*
৩২. *মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/১৬৬৪৪, বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ।*
৩৩. *ত্বাবারানী, মুসনাদুশ শামেঈন হা/১৫৬৬; মিশকাত হা/৬২৭১, সনদ ছহীহ*
৩৪. *আবুদাউদ হা/২৫৩৫; মিশকাত হা/৫৪৪৯, সনদ ছহীহ।*

পাপাচার থেকে পরিত্রাণের উপায় সমূহ

-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

(৩য় কিস্তি)

দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে নানা ধরনের পাপাচার হয়ে থাকে। সেজন্য এগুলো নিয়ন্ত্রণ করা যরূরী। যেসব অঙ্গের মাধ্যমে মানুষ অধিক হারে পাপে নিমজ্জিত হয়, সেগুলোর নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা উপস্থাপন করা হ'ল।-

ক. দৃষ্টি সংযত করা : দৃষ্টি অনেক পাপাচারের মূল। দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে বহু গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা যায়। এই দৃষ্টি সংযত করার ব্যাপারে মহান আল্লাহ্র নির্দেশ হচ্ছে, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، 'তুমি মুমিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এটা তাদের জন্য পবিত্রতর। নিশ্চয়ই তারা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে ভালভাবে খবর রাখেন' *(নূর ২৪/৩০)*।

হাত, চোখ ও লজ্জাস্থান হেফাযতের গুরুত্ব সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, উবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেনে, اضْمَنُوا لِى سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ اصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ. 'তোমরা তোমাদের পক্ষ থেকে আমার জন্য ছয়টি বিষয়ের যামিন হও, আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের যামিন হব; কথা বললে সত্য বল, অঙ্গীকার করলে তা পালন কর, তোমাদের নিকটে কোন আমানত রাখা হ'লে তা আদায় কর, তোমাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত কর, তোমাদের চক্ষুকে (হারাম দর্শন হ'তে) অবনত রাখ, আর তোমাদের হাতকে (অন্যায় হ'তে) সংযত রাখ'।[১]

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) উল্লেখ করেন, 'দৃষ্টি জৈবিক চাহিদার বার্তাবাহক ও রাহবার হয়ে থাকে। দৃষ্টির সংরক্ষণ মূলতঃ লজ্জাস্থান ও যৌনচাহিদা পূরণের অবাধ সুযোগের সংরক্ষণ হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি স্বীয় দৃষ্টিকে অবাধে বিচরণ করতে দিয়েছে সে নিজেকে ধ্বংসের মাঝে নিপতিত করেছে। মানুষ যেসব ফিতনায় নিমজ্জিত হয় তার মূলে হ'ল দৃষ্টি'।[২]

দৃষ্টির লাগামহীনতা বহু অপরাধের প্রধান উৎস। ইবলীস পরনারীর চেহারা, সূদের অর্থ, ঘুষের টাকা, অশ্লীলতা, গর্হিত কাজ ইত্যাদিকে অতীব নয়নাভিরাম করে মানুষের সম্মুখে উপস্থাপন করে। নফস তা চোখের মাধ্যেমে রিসিভ করে মজা লোটে এবং নিজের মধ্যে পুষে রাখে। সুযোগ পেলেই তা ফুলে-ফেঁপে বিশাল হয়ে ওঠে। এজন্যই পরনারী, তার ছবি কিংবা ভিডিওর প্রতি; অন্যের সম্পদের প্রতি, অন্যের ঘরের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া ইসলামে নিষিদ্ধ। কারণ দৃষ্টির এই হেফাযত নফসের জন্য শাসন। যেন সে যা চেয়েছে তা তুমি তাকে দাওনি; বরং তুমি তার উপর চপেটাঘাত করলে। এতে ইবলীস নিরাশ হবে আর অপরদিকে তোমার মালিক খুশি হবেন।

জানা আবশ্যক যে, মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমেও যেনার মত জঘন্য অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَا، مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الِاسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ বনু আদমের জন্য যিনার একটা অংশ নির্ধারিত রেখেছেন। সে তাতে অবশ্যই জড়িত হবে, (এছাড়া) কোন গত্যন্তর নেই। চোখের যিনা হ'ল দেখা, জিহ্বার যিনা হ'ল কথা বলা, হাতের যিনা (পরনারীকে খারাপ উদ্দেশ্যে) স্পর্শ করা, পায়ের যিনা (ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে) গমন করা। অন্তর চায় ও প্রত্যাশা করে এবং যৌনাঙ্গ তা সত্য অথবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে'।[৩]

এ হাদীছের ব্যাখ্যায় আল্লামা খাত্তাবী (রহঃ) বলেন, দেখা ও কথা বলাকে যিনা বলার কারণ হ'ল, দু'টোই প্রকৃত যিনার পূর্ববর্তী স্তর। কেননা দৃষ্টি হচ্ছে মনের গোপন জগতের উদ্বোধক আর জিহ্বা হচ্ছে বাণী বাহক, যৌনাঙ্গ হচ্ছে বাস্ত বায়নের হাতিয়ার তথা সত্য প্রমাণকারী।[৪]

হাফেয ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) উল্লেখ করেন, দৃষ্টিই যৌন লালসার উদ্রেককারী, বার্তা বাহক। কাজেই এ দৃষ্টির নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ মূলত যৌনাঙ্গেরই হেফাযত। যে ব্যক্তি দৃষ্টিকে অবাধ, উন্মুক্ত ও সর্বগামী করে সে নিজেকে নৈতিক পতন ও ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। মানুষ নৈতিকতার ক্ষেত্রে যত বিপদ ও পদস্খলনেই নিপতিত হয়, দৃষ্টিই হচ্ছে সেসবের মূল। কেননা দৃষ্টি প্রথমত আকর্ষণ সৃষ্টি করে; আকর্ষণ মানুষকে চিন্তা-বিভ্রমে নিমজ্জিত করে। আর এ চিন্তাই মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে লালসার উত্তেজনা। এ যৌন উত্তেজনা ইচ্ছা শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে, আর ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি শক্তিশালী হয়ে দৃঢ় সংকল্পে পরিণত হয়। এ দৃঢ় সংকল্প অধিকতর শক্তি অর্জন করে বাস্তব ঘটনা সংঘটিত করে। যখন কোন বাধাই থাকে না, তখন এ বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন না হয়ে কারো কোন উপায় থাকে না।[৫] অতএব বলা যায়, প্রথমটির অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে শেষেরটি অর্থাৎ দৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত হ'লেই লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ সম্ভব। অন্যথা নিঃসন্দেহে তাকে

১. *আহমাদ হা/২২৮০৯; ছহীহাহ হা/১৪৭০; মিশকাত হা/৪৮৭০।*
২. *হাফেয ইবনুল কাইয়িম, আল-জাওয়াবুল কাফী, পৃঃ ২০৪।*
৩. *বুখারী হা/৬২৪৩; মুসলিম হা/২৬৫৭; মিশকাত হা/৮৬।*
৪. *মা'আলিমুস সুনান ৩/২২৩ পৃঃ।*
৫. *আল-জাওয়াবুল কাফী, পৃঃ ২০৪।*

চরম নৈতিক অধঃপতনে নিমজ্জিত হ'তে হবে।

নবী করীম (ছাঃ) আলী (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, يَا عَلِيُّ لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ، 'হে আলী! একবার কোন পরনারীর প্রতি দৃষ্টি পড়লে পুনরায় তার প্রতি তাকাবে না। কেননা তোমার জন্যে প্রথমবার (ক্ষমাযোগ্য) দ্বিতীয়বার নয়'।[৬] এর কারণ সুস্পষ্ট। হঠাৎ কারো প্রতি দৃষ্টি পড়ে যাওয়া আর ইচ্ছাকৃতভাবে কারো প্রতি তাকানো সমান নয়। প্রথমবার দৃষ্টি পড়ে যাওয়া ব্যক্তির অনিচ্ছায় হয়ে থাকে; কিন্তু পুনর্বার তাকে দেখা ইচ্ছাক্রমেই হয়ে থাকে। এজন্য প্রথমবারের দেখায় কোন দোষ হবে না; কিন্তু দ্বিতীয়বার তাকানো ক্ষমার অযোগ্য। কারণ দ্বিতীয়বার দৃষ্টির পিছনে মনের কলুষতা ও লালসার পংকিল উত্তেজনা থাকাই স্বাভাবিক। আর এ ধরনের দৃষ্টিতে পরনারীকে দেখা সুস্পষ্ট হারাম। তবে এর অর্থ এটা নয় যে, পরস্ত্রীকে একবার দেখা জায়েয এবং এব্যাপারে অনুমতি দেয়া হচ্ছে। বরং পরনারীকে দেখা হারাম। এজন্য কুরআন-হাদীছে দৃষ্টি অবনত রেখে চলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, পরনারীর প্রতি হঠাৎ দৃষ্টি পড়া সম্পর্কে আপনার হুকুম কি? তিনি বললেন, اصْرِفْ بَصَرَكَ عَنْهُنَّ، 'তোমার চোখ তাদের থেকে অন্যদিকে ফিরিয়ে নাও'।[৭]

রাস্তার হক সম্পর্কিত এক প্রশ্নের উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বলেন, غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ– 'চক্ষু অবনত রাখা, কাউকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেয়া এবং সৎকাজের নির্দেশ দেয়া ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা'।[৮]

হারাম দেখা থেকে দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণের জন্য কারো ঘরের অভ্যন্তরে তাকানো নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে ইসলাম। হাদীছে এসেছে, আবূ যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ كَشَفَ سِتْرًا فَأَدْخَلَ بَصَرَهُ فِي الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَرَأَى عَوْرَةَ أَهْلِهِ فَقَدْ أَتَى حَدًّا لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ، لَوْ أَنَّهُ حِينَ أَدْخَلَ بَصَرَهُ اسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ فَفَقَأَ عَيْنَيْهِ مَا عَيَّرْتُ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَرَّ الرَّجُلُ عَلَى بَابٍ لاَ سِتْرَ لَهُ غَيْرِ مُغْلَقٍ فَنَظَرَ فَلاَ خَطِيئَةَ عَلَيْهِ، إِنَّمَا الْخَطِيئَةُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ. 'যে লোক পর্দা তুলে কারো ঘরের মধ্যে তাকালো এবং সম্মতি পাওয়ার আগেই ঘরের গোপনীয় বিষয় দেখে ফেলল, সে দণ্ডনীয় অপরাধী হয়ে গেল, যা করা তার পক্ষে বৈধ নয়। সে যখন ঘরের ভেতরে তাকিয়ে ছিল, তখন কেউ যদি এগিয়ে এসে তার দু'চোখ ফুড়ে বা সমূলে উপড়ে ফেলে দিত তবে তাকে আমি অপরাধী সাব্যস্ত করতাম না। আর কেউ উন্মুক্ত দরজার পাশ দিয়ে গমনকালে পর্দা বিহিন খোলা দরজা দিয়ে তাকালে তার কোন অপরাধ নেই, বরং অপরাধ বাড়িওয়ালার (পর্দা ঝুলানো তাদের দায়িত্ব)।[৯]

বস্তুতঃ ইসলামী সমাজ জীবনের পবিত্রতা রক্ষার্থে পুরুষদের পক্ষে যেমন ভিনমেয়েলোক দেখা হারাম, তেমনি হারাম মেয়েদের পক্ষেও ভিনপুরুষদের দেখা। এ সম্পর্কে কুরআন-হাদীছে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। উম্মে সালামা বর্ণিত এক হাদীছের ভিত্তিতে আল্লামা শাওকানী লিখেছেন, يحرم على المرأة نظر الرجل كما يحرم على الرجل نظر المرأة، 'পুরুষদেরকে দেখা মেয়েদের জন্য হারাম, ঠিক যেমন হারাম পুরুষদের জন্য মেয়েদের দেখা'।[১০]

এর কারণ স্বরূপ তিনি লিখেছেন, ولأن النساء أحد نوعي الآدميين فحرم عليهن النظر إلى النوع الآخر قياسا على الرجال ويحققه أن المعنى المحرم للنظر هو خوف الفتنة وهذا في المرأة أبلغ فإنها اشد شهوة وأقل عقلا فتسارع إليها الفتنة أكثر من الرجل 'কেননা নারীরা মানব জাতির অন্তর্ভুক্ত প্রজাতি। তাই পুরুষের মতই মহিলাদের জন্য তারই মত অপর প্রজাতি পুরুষদের দেখা হারাম করা হয়েছে। এ কথার যথার্থতা বোঝা যায় এ দিক দিয়েও যে, গায়র মাহরামের প্রতি তাকানো হারাম হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে যৌন বিপর্যয়ের ভয়। আর মেয়েদের ক্ষেত্রে এ ভয় অনেক বেশী। কেননা যৌন উত্তেজনা যেমন মেয়েদের বেশী, সে পরিমাণে বুদ্ধিমত্তা তাদের কম। আর পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের কারণেই অধিক যৌন বিপর্যয় ঘটে থাকে'।[১১]

মোটকথা, গায়র মাহরাম নারীর প্রতি দৃষ্টি দেয়া কিংবা লালসার দৃষ্টি নিক্ষেপ করা ইসলামে নিষিদ্ধ। এতে পারিবারিক জীবনে শুধু যে পঙ্কিলতার বিষবাষ্প জমে তা নয়, বরং এর কারণে ঘটতে পারে প্রলয়ঙ্করী ভাঙ্গন ও বিপর্যয়। স্মর্তব্য যে, কোন পুরুষের দৃষ্টিতে কোন পরস্ত্রী অতিশয় সুন্দরী ও লাস্যময়ী হয়ে দেখা দিল। পুরুষ তার প্রতি নিবেদন করল মন মাতানো হৃদয় ভুলানো প্রেম-ভালবাসা। মহিলা তাতে আত্মহারা হয়ে ঐ লোকের নিকটে নিজেকে সমর্পণ করল। ফলে যা হবার তা হচ্ছে- ঐ পুরুষ তার নিজ স্ত্রীর প্রতি বিরাগভাজন হবে। মহিলাও নিজের স্বামীর প্রতি অনাসক্ত, আনুগত্যহীন হয়ে পড়বে। আর এর বিষম ফল হ'ল উভয়ের পারিবারিক জীবনে কলংক এবং নিজ পরিবার থেকে সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হওয়া। এরূপ অবাঞ্ছিত ও অনভিপ্রেত ঘটনা

৬. *আবূদাঊদ হা/২১৪৯; তিরমিযী হা/২৭৭৭; ছহীহুল জামে' হা/৭৯৫৩।*
৭. *বুখারী তরজমাতুল বাব-২; আবূ দাঊদ হা/২১৪৮; ইরওয়াউল গালীল হা/১৭৮৮।*
৮. *বুখারী হা/৬২২৯; আবু দাঊদ হা/৪৮১৫; মিশকাত হা/৪৬৪০।*
৯. *তিরমিযী হা/২৭০৭; ছহীহাহ হা/৩৪৬৩।*
১০. *শাওকানী, নায়লুল আওত্বার, ৬/১৭৭ পৃঃ।*
১১. *নায়লুল আওত্বার, ৬/১৭৭ পৃঃ।*

আজকাল অহরহ ঘটছে।

দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণের ফযীলত সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, ثَلاَثَةٌ لاَ تَرَى أَعْيُنُهُمُ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَعَيْنٌ حَرَسَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَعَيْنٌ غَضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. 'তিন শ্রেণীর চোখ কিয়ামতের দিন জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করবে না; যে চোখ আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দন করে, যে চোখ আল্লাহ্র রাস্তায় পাহারা দেয় এবং যে চোখ আল্লাহ্র নিষিদ্ধ বস্তু থেকে অবনমিত থাকে'।[১২]

খ. কানের হেফাযত করা : ইসলাম অনর্থক ও অশ্লীল কথা শোনা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। মুমিনদের গুণাবলী উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন, وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ 'তারা যখন অসার বাক্য শ্রবণ করে তখন তা উপেক্ষা করে ও বলে, আমাদের কর্মফল আমাদের এবং তোমাদের কর্মফল তোমাদের। তোমাদের প্রতি সালাম (অর্থাৎ পরিত্যাগ)। আমরা মূর্খদের সাথে জড়াতে চাই না' *(ক্বাছাছ ২৮/৫৫)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ 'যারা অনর্থক কাজ হ'তে বিরত' *(মুমিনূন ২৩/৩)*।

ইসলামে যা বলা হারাম, তা শোনাও হারাম। অবলীলায় যে কোন কিছু শোনা অন্তরে মুনাফেকী সৃষ্টির অন্যতম কারণ। যেমন গান সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، 'লোকদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা অজ্ঞতা বশে বাজে কথা খরীদ করে মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুৎ করার জন্য এবং তারা আল্লাহ্র পথকে ঠাট্টার বস্তুরূপে গ্রহণ করে। এদের জন্য রয়েছে হীনকর শাস্তি' *(লোক্বমান ৩১/৬)*। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, الْغِنَاءُ وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، يُرَدِّدُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. 'সেটা হচ্ছে গান, আল্লাহ্র শপথ, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। কথাটি তিনি তিনবার পুনরাবৃত্তি করেন'। ইবনু ওমর (রাঃ)ও একই কথা বলেছেন। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, إِنَّ لَهْوَ الْحَدِيثِ فِي الْآيَةِ الِاسْتِمَاعُ إِلَى الْغِنَاءِ وَإِلَى مِثْلِهِ مِنَ الْبَاطِلِ. 'নিশ্চয়ই আয়াতে 'বাজে কথা' বলতে গান শ্রবণ করা এবং অনুরূপ বাতিল জিনিস শ্রবণ করা'। হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, لَهْوُ الْحَدِيثِ الْمَعَازِفُ وَالْغِنَاءُ. 'বাজে কথা হচ্ছে বাজনা ও গান'।[১৩] গান-বাজনার পার্থিব পরিণতি সম্পর্কে ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ، 'পানি যেমন ভূমিতে তৃণলতা উৎপন্ন করে তেমনি গান মানুষের অন্তরে নিফাক সৃষ্টি করে'।[১৪]

বস্তুত গান-বাজনা ও অশ্লীলতা শ্রবণ করা শয়তানী ধোঁকা ছাড়া কিছুই নয়। সে সৃষ্টির শুরু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষকে ধোঁকা দিয়ে পাপে নিমজ্জিত করার মাধ্যমে জাহান্নামী করার চেষ্টায় সদা তৎপর। যেমন ইবলীস আদম সন্তানকে ধোঁকা দেওয়ার আবেদন জানালে আল্লাহ ইবলীসকে সম্বোধন করে বলেন, وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، 'আর তাদের মধ্য থেকে যাকে পার তুমি সত্যচ্যুত কর তোমার আহ্বান দ্বারা এবং তুমি তাদের উপর হামলা কর তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা' *(ইসরা ১৭/৬৪)*। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যে সকল বস্তু পাপাচারের দিকে আহ্বান করে সেসবই ইবলীসের আওয়াজ। সুতরাং সকল পাপাচার থেকে কানের হেফাযত করা হ'লে এটাও হবে নফসের উপর শক্তিশালী শাসন এবং ইবলীসের জন্য পেরেশানির কারণ। এতে আল্লাহ খুশি হবেন। আল্লাহ বলেন, وَاتَّقُوا اللهَ وَاسْمَعُوا، 'অতএব তোমরা (সাক্ষ্য দানে) আল্লাহকে ভয় কর এবং (তাঁর বিধান সমূহ) শ্রবণ কর' *(মায়েদা ৫/১০৮)*। সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মোতাবেক কানের হেফাযত না করে নিষিদ্ধ বস্তু শ্রবণ করলে পরকালে শাস্তির সম্মুখীন হ'তে হবে। তখন তারা আফসোস করবে। আল্লাহ বলেন, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، 'তারা আরও বলবে, যদি আমরা সেদিন (নবীদের কথা) শুনতাম ও তা অনুধাবন করতাম, তাহ'লে আমরা আজ জাহান্নামবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হ'তাম না' *(মুলক ৬৭/১০)*। কোন মানুষের গোপনীয় কথা শোনার শাস্তি সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ يَكْرَهُونَهُ صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، 'যে ব্যক্তি কোন কওমের কথা কান পেতে শুনবে, অথচ তারা এটা অপসন্দ করে, কিয়ামতের দিন তার কানে গলিত সীসা ঢেলে দেয়া হবে'।[১৫] অতএব পরকালীন শাস্তির ভয়ে কানের হেফাযত করা যরূরী। এতে কানের মাধ্যমে সংঘটিত পাপ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

১২. *ত্বাবারাণী, ছহীহাহ হা/২৬৭৩; ছহীহুত তারগীব হা/১৯০০।*

১৩. *তাফসীরে কুরতুবী, (কায়রো : দারুল কুতুবিল মিছরিয়া, ২য় সংস্করণ, ১৩৮৪হিঃ/১৯৬৪ খ্রীঃ), ১৪/৫২ পৃঃ।*
১৪. *বায়হাক্বী হা/২১৫৩৬; তাফসীরে কুরতুবী ১৪/৫২ পৃঃ।*
১৫. *বুখারী হা/৭০৪২; আহমাদ হা/২২১৩; ছহীহুত তারগীব হা/২৭৩২; ছহীহাহ হা/২৩৫৯; মিশকাত হা/৪৪৯৯।*

গ. যবানের হেফাযত করা : মানবদেহে প্রয়োজনীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহ দান করেছেন। তিনি বলেন, أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ 'আমরা কি দেইনি তাকে দু'টি চোখ? এবং জিহ্বা ও দু'টি ঠোঁট'? *(বালাদ ৯০/৮-৯)*। সুতরাং মানব দেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ জিহ্বার হেফাযত অতীব যরূরী। কেননা যবানের লাগামহীনতা বহু গোনাহের কারণ। মিথ্যা বলা, গীবত করা, গালি দেয়া, ঝগড়া করা থেকে শুরু করে হেন অপরাধ নেই যা যবান দ্বারা সংঘটিত হয় না। এ অপরাধগুলোকে মোহনীয় করে ইবলীস নফসের সামনে পেশ করে। নফস তা যবানের মধ্যমে গ্রহণ করে। এজন্যই রাসূলুল্লাহ বলেছেন, إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ فَتَقُولُ اتَّقِ اللهَ فِينَا فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا، 'আদম সন্তান যখন সকালে উপনীত হয়, তখন তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জিহ্বাকে নিবেদন করে যে, তুমি আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। কারণ আমাদের ব্যাপারসমূহ তোমার সাথেই সম্পৃক্ত। যদি তুমি সোজা-সরল থাক, তাহ'লে আমরাও সোজা-সরল থাকব। আর তুমি যদি বাঁকা পথে যাও তাহ'লে আমরাও বাঁকা পথে যেতে বাধ্য হব'।[১৬]

সুতরাং যবানকে হারাম কথা ও হারাম খাদ্য থেকে হেফাযত করলে এটাও নফসের উপর একপ্রকার শাসন। এতে ইবলীস নিরাশ হয় এবং আল্লাহ খুশি হন। আর ঈমান দুরস্ত হয়। রাসূলুল্লাহ বলেন, لا يَسْتَقِيمُ إِيمانُ عبدٍ حتى يَسْتَقِيمَ قلبُهُ، ولا يَسْتَقِيمُ قلبُهُ حتى يَسْتَقِيمَ لسانُهُ، 'কোন বান্দার ঈমান সঠিক হয় না; যতক্ষণ না তার অন্তর ঠিক হয় এবং তার অন্তরও ঠিক হয় না যতক্ষণ না তার যবান ঠিক হয়'।[১৭]

জিহ্বার কারণেই মানুষ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। রাসূল (ছাঃ) একদা মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)-কে বললেন, أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَلَاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا نَبِيَّ اللهِ، فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ قَالَ: كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، 'আমি কি এসব কিছুর সার সম্পর্কে তোমাকে বলব না? আমি বললাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি তার জিহ্বা ধরে বললেন, এটা সংযত রাখ। আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহ্র নবী! আমরা যে কথাবার্তা বলি এগুলো সম্পর্কেও কি পাকড়াও (জবাবদিহি) করা হবে? তিনি বললেন, হে মু'আয! তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক! মানুষকে শুধুমাত্র জিহ্বার উপার্জনের কারণেই অধঃমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'।[১৮] অন্যত্র তিনি বলেন, وَهَلْ يُكَبُّ النَّاسُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي جَهَنَّمَ إِلا مَا نَطَقَتْ أَلْسِنَتُهُمْ فَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ عَنْ شَرٍّ قُولُوا خَيْرًا تَغْنَمُوا وَاسْكُتُوا عَنْ شَرٍّ تسلموا، 'মানুষের যবানে বলা কথা ছাড়া অন্য কিছু কি তাদেরকে নাক ছেঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে? সুতরাং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী ব্যক্তির উচিত উত্তম কথা বলা নতুবা মন্দ বলা হ'তে চুপ থাকা। তোমরা উত্তম বল, লাভবান হবে এবং মন্দ বলা হ'তে চুপ থাকো, নিরাপত্তা লাভ করবে'।[১৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, উকবা ইবনে আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার রাসূল (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করলাম, يَا رَسُولَ اللهِ مَا النَّجَاةُ؟ قَالَ: امْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، 'হে আল্লাহ্র রাসূল! (আল্লাহ্র আযাব-গযব থেকে) নাজাতের উপায় কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তুমি তোমার যবানের হেফাযত কর, তোমার ঘর যেন প্রশস্ত হয় এবং গোনাহের জন্য আল্লাহ্র দরবারে কান্নাকাটি কর'।[২০] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, مَنْ صَمَتَ نَجَا 'যে ব্যক্তি চুপ থাকল, সে মুক্তি পেল'।[২১]

জানা আবশ্যক যে, মুখ থেকে নির্গত প্রতিটি কথা-বাক্য লিপিবদ্ধ হয়। সেটা ভাল-মন্দ যাই হোক না কেন। তাই কথা বলার সময় সাবধান থাকতে হবে। আল্লাহ বলেন, مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، 'সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তা গ্রহণ করার জন্য তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী থাকে' *(ক্বাফ ৫০/১৮)*। এজন্যই রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، 'যে লোক আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে'।[২২] যায়েদ ইবনে আসলাম (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دَخَلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَهُوَ يَجْبِذُ لِسَانَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَهْ غَفَرَ اللهُ لَكَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ هَذَا أَوْرَدَنِي الْمَوَارِدَ، 'একদিন ওমর (রাঃ) আবূবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর নিকট আসলেন, তখন আবূবকর ছিদ্দীক (রাঃ) নিজের জিহ্বা টানছিলেন। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, থামুন, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন!

১৬. *তিরমিযী হা/২৪০৭; মিশকাত হা/৪৮৩৮; ছহীহুত তারগীব হা/২৮৭১; ছহীহুল জামে' হা/৩৫১।*
১৭. *আহমাদ হা/১৩০৭১; ছহীহাহ হা/২৮৪১; ছহীহুত তারগীব হা/২৫৫৪।*
১৮. *তিরমিযী হা/২৬১৬; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭৩; ছহীহাহ হা/১১৪৩।*
১৯. *হাকেম হা/৭৭৭৪; ছহীহাহ হা/৪১২।*
২০. *তিরমিযী হা/২৪০৬; মিশকাত হা/৪৮৩৭; ছহীহাহ হা/৮৯০।*
২১. *তিরমিযী হা/২৫০১; ছহীহাহ হা/৫৩৫।*
২২. *বুখারী হা/৬০১৮, ৬১৩৫; মুসলিম হা/৪৭; মিশকাত হা/৪২৪৩।*

তখন আবূবকর ছিদ্দীক (রাঃ) বললেন, এ জিহ্বাই আমাকে ধ্বংসের স্থানসমূহে নিক্ষেপ করেছে'।[২৩]

সাঈদ আল-জুরাইরী জনৈক ব্যক্তি হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ آخِذًا بِثَمَرَةِ لِسَانِهِ وَهُوَ يَقُولُ: وَيْحَكَ قُلْ خَيْرًا تَغْنَمْ، وَاسْكُتْ عَنْ شَرٍّ تَسْلَمْ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا لِي أَرَاكَ آخِذًا بِثَمَرَةِ لِسَانِكَ تَقُولُ: كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ هُوَ عَلَى شَيْءٍ أَحْنَقَ مِنْهُ عَلَى لِسَانِهِ. 'আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে জিহ্বার প্রান্ত ধরে রাখা অবস্থায় দেখেছি, তিনি বলেন, তোমার জন্য আফসোস! উত্তম কথা বল, লাভবান হবে এবং মন্দ কথা বলা হ'তে চুপ থাকো, নিরাপত্তা লাভ করবে। তখন তাকে লোকটি বলল, হে ইবনু আব্বাস! আমার কি হ'ল যে, আপনাকে জিহ্বার প্রান্ত ধরে এরূপ এরূপ বলতে দেখছি? তিনি বললেন, আমার নিকটে সংবাদ পৌঁছেছে যে, কিয়ামতের দিন বান্দা স্বীয় জিহ্বার উপরে এত অত্যধিক রাগান্বিত হবে যা অন্য কিছুর উপরে হবে না'।[২৪] অতএব গোনাহ থেকে বাঁচতে সালাফে ছালেহীনের ন্যায় জিহ্বার হেফাযত অতীব যরূরী।

ঘ. মুখের হেফাযত করা : পাপ থেকে বেঁচে থাকার জন্য মুখ হেফাযত করা আবশ্যক। কেননা মুখের মাধ্যমে গীবত-তোহমত, গালি দেওয়া, হারাম খাওয়া ইত্যাদি পাপ মানুষ করে থাকে। আর এই মুখের কারণে বহু মানুষ জাহান্নামী হবে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: التَّقْوَى، وَحُسْنُ الْخُلُقِ، وَسُئِلَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّارَ؟ قَالَ: الْأَجْوَفَانِ: الْفَمُ، وَالْفَرْجُ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করা হ'ল, কোন কর্মটি সর্বাধিক সংখ্যক মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। তিনি বললেন, আল্লাহভীতি, সদাচার ও উত্তম চরিত্র। আবার তাকে প্রশ্ন করা হ'ল, কোন কাজটি সর্বাধিক সংখ্যক মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। তিনি বললেন, মুখ ও লজ্জাস্থান'।[২৫] অন্য বর্ণনায় এসেছে, সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ، 'যে ব্যক্তি তার দু'চোয়ালের মাঝের বস্তু (জিহ্বা) এবং দু'উরুর মধ্যস্থলের বস্তু (লজ্জাস্থান)-এর হেফাযতের গ্যারান্টি দিবে, আমি তার জান্নাতের যিম্মাদার হব'।[২৬]

গায়র মাহরাম নারীকে স্পর্শ করা ও চুমু খাওয়া যিনার শামিল। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَالْفَمُ يَزْنِي فَزِنَاهُ الْقُبَلُ 'মুখও যিনা করে, মুখের যিনা হচ্ছে চুমু খাওয়া'।[২৭] সুতরাং এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকলে ব্যভিচারের ছিদ্রপথ বন্ধ হয় এবং সেসব থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

অনুরূপভাবে হারাম ভক্ষণ থেকে মুখকে হেফাযত করা যরূরী। কেননা হারাম ভক্ষণের কারণে মানুষের কোন আমল কবুল হয় না। তাই আল্লাহ হারাম ভক্ষণ নিষিদ্ধ করেছেন। আল্লাহ বলেন, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 'আর তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের সম্পদ ভক্ষণ করো না এবং অন্যের সম্পদ অন্যায় পন্থায় গ্রাস করার জন্য জেনে-শুনে তা বিচারকদের নিকট পেশ করো না' *(বাক্বারাহ ২/১৮৮)*। তিনি আরো বলেন, وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، 'আর তুমি তাদের মধ্যে এমন অনেককে দেখবে, যারা পাপকাজে, সীমালংঘনে ও হারাম ভক্ষণে প্রতিযোগিতা করে। কতই না মন্দ কাজ তারা করে! কেন তাদের আল্লাহওয়ালাগণ ও আলেমগণ তাদেরকে তাদের পাপের কথা হ'তে ও হারাম ভক্ষণ হ'তে নিষেধ করে না? কতই না মন্দ কাজ তারা করছে' *(মায়েদাহ ৫/৬২-৬৩)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ- ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟ 'আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র জিনিসকেই গ্রহণ করেন। আল্লাহ রাসূলদের প্রতি যে নির্দেশ করেছেন মুমিনদেরকেও একই নির্দেশ করেছেন। আল্লাহ বলেন, 'হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হ'তে ভক্ষণ কর এবং সৎকর্ম কর' *(মুমিনূন ২৩/৫১)*। তিনি আরো বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! আমরা তোমাদের যে রূযী প্রদান করেছি, সেখান থেকে পবিত্র বস্তু সমূহ ভক্ষণ কর' *(বাক্বারাহ ২/১৭২)*।

---

২৩. *মুওয়াত্ত্বা মালিক হা/৩৬২১; ছহীহুত তারগীব হা/২৮৭৩; ছহীহাহ হা/৫৩৫; মিশকাত হা/৪৮৬৯।*

২৪. *আহমাদ ইবনু হাম্বল, ফাযাইলুছ ছাহাবাহ (বৈরূত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৩ হিঃ/১৯৮৩ খ্রিঃ), ২/৯৫২ পৃঃ; আবূ নু'আইম, হিলয়াতুল আওলিয়া (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪০৯হিঃ), ১/৩২৭ পৃঃ।*

২৫. *তিরমিযী হা/২০০৪; ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৬; মিশকাত হা/৪৮৩২; ছহীহাহ হা/৯৭৭।*

২৬. *বুখারী হা/৬৪৭৪; মিশকাত হা/৪৮১২।*

২৭. *আবূদাঊদ হা/২১৫৩; ইরওয়া হা/২৩৭০, সনদ ছহীহ।*

www.at-tahreek.com

অতঃপর তিনি এক ব্যক্তির অবস্থা উল্লেখ করেন, যে দূর-দূরান্তের সফর করছে, তার মাথার চুল এলোমেলো, শরীর ধূলাবালুতে মাখা। এ অবস্থায় ঐ ব্যক্তি দু'হাত আকাশের দিকে উঠিয়ে কাতর কণ্ঠে ডাকছে, হে রব! হে রব! কিন্তু তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পরনের পোষাক হারাম। আর হারামই সে ভক্ষণ করে থাকে। তাই এ ব্যক্তির দো'আ কিভাবে কবুল হ'তে পারে?[২৮] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ، وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ، 'যে দেহের গোশত হারাম দ্বারা গঠিত, তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর হারাম দ্বারা পরিপুষ্ট দেহের জন্য জাহান্নামই উপযোগী'।[২৯] অতএব মুখের হেফাযত অতীব যরূরী।

ঙ. মস্তিষ্কের হেফাযত করা : মুমিন বান্দা চাইলে তার ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সব কাজকেই মস্তিষ্ক তথা চিন্তাশক্তির হেফাযতের মাধ্যমে নেকীর কাজে পরিণত করতে পারে। দুনিয়ার কাজকেও ইতিবাচক নিয়তের মাধ্যমে ইবাদতে পরিণত করা যায়। ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর বিখ্যাত হাদীছ গ্রন্থ নিয়তের হাদীছ দ্বারাই শুরু করেছেন। আলক্বামাহ ইবনু ওয়াক্কাছ আল-লায়ছী থেকে বর্ণিত, আমি ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-কে মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি, আমি আল্লাহ্র রাসূলকে বলতে শুনেছি, إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، 'নিশ্চয় মানুষের কর্মফল নিয়তের উপরে নির্ভরশীল। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে। তাই যার হিজরত হবে দুনিয়া লাভের জন্য অথবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে, তবে তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই হবে, যেজন্যে সে হিজরত করেছে'।[৩০]

সুতরাং মস্তিষ্কের হেফাযত করলে এবং যা কিছু ভালো ও নেক আমল তা নিয়ে ভাবলে এটাও হবে নফসের উপর শক্তিশালী শাসন এবং ইবলীসের জন্য বড় পেরেশানির কারণ। আল্লাহ আমাদেরকে নেক নিয়ত, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, সুন্দর চিন্তা, কল্যাণমুখী মানসিকতা লালন করার তাওফীক দান করুন- আমীন!

আল্লাহকে লজ্জা করলে পাপ থেকে বেঁচে থাকা যায়। আর আল্লাহকে লজ্জা করার অন্যতম দিক হচ্ছে মস্তিষ্ক হেফাযত করা। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ. قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَسْتَحْيِي وَالحَمْدُ لِلَّهِ، قَالَ: لَيْسَ ذَاكَ، وَلَكِنَّ الِاسْتِحْيَاءَ مِنَ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، وَالبَطْنَ وَمَا حَوَى، وَلْتَذْكُرِ المَوْتَ وَالبِلَى، وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ، 'তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে লজ্জা কর। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা তো নিশ্চয়ই লজ্জা করি, সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। তিনি বললেন, তা নয়, বরং আল্লাহকে যথাযথভাবে লজ্জা করার অর্থ এই যে, তুমি তোমার মাথা এবং এর মধ্যে যা কিছু রয়েছে তা সংরক্ষণ করবে এবং পেট ও এর মধ্যে যা কিছু রয়েছে তা হেফাযত করবে। মৃত্যুকে ও এরপর পচে-গলে যাবার কথা স্মরণ করবে। আর যে লোক পরকালের আশা করে, সে যেন দুনিয়াবী জাকজমক পরিহার করে। যে লোক এই সকল কাজ করতে পারে সে-ই আল্লাহকে যথাযথভাবে লজ্জা করে'।[৩১] *[ক্রমশঃ]*

---

২৮. মুসলিম হা/১০১৫; তিরমিযী হা/২৯৮৯; ছহীহুল জামি' হা/২৭৪৪; ছহীহুত তারগীব হা/১৭১৭; মিশকাত হা/২৭৬০।

২৯. আহমাদ হা/১৪৪১; শু'আবুল ঈমান হা/৮৯৭২; দারিমী হা/২৭৭৯; ছহীহাহ হা/২৬০৯।

৩০. বুখারী হা/১; মিশকাত হা/১।

৩১. তিরমিযী হা/২৪৫৮; রাওয়ুন নাযীর হা/৬০১; মিশকাত হা/১৬০৮; ছহীহুল জামে' হা/৯৩৭, সনদ হাসান।

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন

সোনামণি প্রতিভা

(একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর'১২ হ'তে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন **'সোনামণি'**-এর মুখপত্র **'সোনামণি প্রতিভা'**।

লেখা আহ্বান

মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে **'সোনামণি প্রতিভা'**র জন্য উক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

নিয়মিত বিভাগ সমূহ :

বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, হাদীছের গল্প এসো দো'আ শিখি, ইতিহাস, রহস্যময় পৃথিবী, যেলা ও দেশ পরিচিতি, যাদু নয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ম্যাজিক ওয়ার্ড, গল্পে জাগে প্রতিভা, একটু খানি হাসি, অজানা কথা, বহুমুখী জ্ঞানের আসর, কবিতা, মতামত ইত্যাদি।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা) নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩, ০১৭২৬-৩২৫০২৯, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭।

আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসে শিথিলতা : আমাদের করণীয়

-মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

(শেষ কিস্তি)

শত্রু-মিত্র : জানা এবং হুঁশিয়ার হয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা। সমাজের সবার সাথে সকলের সদ্ভাব-সম্প্রীতি ও বন্ধুত্ব থাকে না। অনেকের সাথে আন্তরিকতা ও সুসম্পর্ক থাকে। কারো সাথে অমিল, মনোমালিন্য থাকতে পারে। অনেকে আছে যারা অপরের কল্যাণ দেখে ভ্রূকুঞ্চিত করে। আবার কেউ নিঃস্বার্থভাবে পরোপকার করে। সুতরাং এ ধরনের মানুষ চিনে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে হবে। বিপদে তাদের সাহায্য নিতে হবে এবং তাদের সমস্যায় পাশে দাঁড়াতে হবে। এতে সমাজ সুন্দর হবে। পক্ষান্তরে যারা অসৎ, শঠ, দ্বীন থেকে দূরে তাদের সংশ্রব ও সাহচর্য পরিহার করতে হবে। কেননা মানুষ তার সঙ্গী-সাথীর রীতিনীতি গ্রহণ করে। ফলে অসৎ ও বেদ্বীনের সাহচর্যে থেকে দ্বীন মানা ও ভাল থাকা যায় না। তাই সদা সাবধান-হুঁশিয়ার থাকতে হবে। আর সকল বন্ধুত্ব, ভালবাসা, আন্তরিকতা কিংবা বিচ্ছেদ-বিয়োগ, দূরত্ব, কাউকে কিছু দেওয়া বা না দেওয়া সবকিছু আল্লাহ্র জন্য হতে হবে।[১] যখন আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য বন্ধুত্ব ভালবাসা মুমিন-মুত্তাক্বীর সাথে গড়ে উঠবে তখন দ্বীনী কাজ করা, আমল-ইবাদতে অগ্রণী হওয়া সর্বোপরি ঈমান সুদৃঢ় বা মযবূত করা সম্ভব হবে।

ন্যায়বিচার বা আদল প্রতিষ্ঠা : ন্যায়বিচারের আরবী প্রতিশব্দ 'আদল', 'ক্বিস্ত', 'ইনছাফ'। কুরআনে আদল ও ক্বিস্ত শব্দ এসেছে। মুসলিম দেশগুলোতে আজ ন্যায়বিচারের অভাব যেন প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। অফিস-আদালতে অনুসন্ধান করলে এ কথার সত্যতা কম-বেশী মিলবে। অথচ কুরআন হাদীছ মেনে চললে এমনটা হওয়ার কথা ছিল না। কুরআন ও হাদীছ বিচারকদের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আদেশ দেয়। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য সত্য সাক্ষ্য দানে অবিচল থাক এবং কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে অবিচারে প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায়বিচার কর, যা আল্লাহভীতির সর্বাধিক নিকটবর্তী' *(মায়েদাহ ৫/৮)*।

একবার একটি চুরির মোকদ্দমায় চোরের হাত না কাটতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে সুপারিশ করা হয়। যে চুরি করেছিল সে ছিল উচ্চ বংশীয়। এ সুপারিশের জন্য তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং খুৎবা দেন। যার শেষে তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম! মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতিমাও যদি চুরি করত তবে সেজন্য আমি তার হাত কেটে দিতাম। কারও সম্পদ অন্যায়ভাবে কুক্ষিগত করার জন্য আদালতে মামলা-মুকদ্দমা দায়ের করতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، 'আর তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের সম্পদ ভক্ষণ করো না এবং অন্যের সম্পদ অন্যায় পন্থায় গ্রাস করার জন্য জেনে-শুনে তা বিচারকদের নিকট পেশ করো না' *(বাক্বারাহ ২/১৮৮)*।

যথাযথ ও সত্য সাক্ষ্য দিতে আদেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِالْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، 'হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক আল্লাহ্র জন্য সাক্ষ্যদাতা হিসাবে, যদিও সেটি তোমাদের নিজেদের কিংবা তোমাদের পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে যায়' *(নিসা ৪/১৩৫)*।

ধনী হোক কিংবা দরিদ্র, আল্লাহ তাদের নিকটজন। সুতরাং তোমরা প্রবৃত্তির তাবেদারী করে (ধনীর পক্ষ নিয়ে দরিদ্রের বিরুদ্ধে অথবা দরিদ্রের পক্ষ নিয়ে ধনীর বিরুদ্ধে) এলোমেলো সাক্ষ্য দিও না, বরং সুবিচার কায়েম রেখো। যাদের সাক্ষী মানা হবে তাদের সাক্ষ্য দানের জন্য ডাকা হ'লে অস্বীকার করা চলবে না। ঋণের দলীল লেখক ও সাক্ষীকে হয়রান-পেরেশান করা যাবে না। আবার সাক্ষ্য না দিয়ে তা গোপন করাও পাপের কাজ। মিথ্যা সাক্ষ্যদানকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবীরা গুনাহ বলে উল্লেখ করেছেন। বিচারক ও সাক্ষ্যদাতার জন্য ঘুষ গ্রহণ হারাম ও জাহান্নামে যাওয়ার কারণ বলা হয়েছে। আমরা যদি ইসলামের পুনর্জীবন ঘটাতে চাই তাহ'লে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে ইনছাফ কায়েম করতে হবে। স্বজনপ্রীতি, দলপ্রীতি, সম্প্রদায়প্রীতির নামে অবিচার করলে ইসলামের প্রতিই অবিচার করা হবে। মুসলিমদের হাতে ইনছাফ প্রতিষ্ঠিত হ'লে তার সুফল ব্যক্তি পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সকলেই ভোগ করবে। অমুসলিমরাও দ্বীন ইসলামের ইনছাফে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণে এগিয়ে আসবে।

চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন ও দোষ-ত্রুটি পরিহার : ইসলামের বড় সৌন্দর্য চরিত্র। চরিত্র দুই প্রকার। সচ্চরিত্র ও অসচ্চরিত্র বা ভালো চরিত্র ও মন্দ চরিত্র। সচ্চরিত্র গ্রহণীয় ও অসচ্চরিত্র বর্জনীয়। কুরআন ও হাদীছে দু'প্রকার চরিত্রই গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে। সচ্চরিত্রের মাহাত্ম্য ও উপকারিতা এবং অসচ্চরিত্রের দুর্গতি ও অপকারিতা উভয়ই হাদীছে বলা হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، 'ঐ মুমিন ঈমানে পরিপূর্ণ, যার চরিত্র সর্বোৎকৃষ্ট। তোমাদের মধ্যে নিজ স্ত্রীদের সাথে যাদের ব্যবহার উত্তম তারাই শ্রেষ্ঠ।[২] তিনি বলেন, 'ক্বিয়ামত দিবসে মুমিনের পাল্লায় সচ্চরিত্র থেকে ভারী আর কিছু হবে না। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ বেহায়া কটূভাষীকে

১. *আবু দাউদ হা/৪৮৮১; মিশকাত হা/৩০; ছহীহাহ হা/৩৮০।*

২. *তিরমিযী হা/১১৬২।*

ভালোবাসেন না। ঈমান থাকলে ভালো চরিত্রের দরুন মানুষ জান্নাতী হবে। পক্ষান্তরে ঈমান থাকলেও মন্দ চরিত্রের দরুন মানুষকে জাহান্নামী হ'তে হবে। মানুষের কথায়, আচার-আচরণে ও ভাব-ভঙ্গিতে চরিত্র ভালো না মন্দ তা ফুটে ওঠে। চরিত্র ভালো করার জন্য হাদীছে বহু তাকীদ এসেছে। হাদীছের প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থে 'কিতাবুল আদাব' বা শিষ্টাচার অধ্যায় অথবা 'কিতাবুল বিররি ওয়াচ্ছিলাহ' বা 'সদাচার ও আত্মীয়তা' অধ্যায় নামে একটি অধ্যায় আছে। তাছাড়াও 'রিক্বাক্ব' বা হৃদয়ের কোমলতা নামে একটি অধ্যায় কোন কোন হাদীছ গ্রন্থে আছে। দরকার এগুলো অধ্যয়নের সাথে সাথে চরিত্রে তা রূপায়ন করা।

বস্তুত মানুষে মানুষে অসহিষ্ণুতা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, শত্রুতা, হানাহানি, যুদ্ধ ইত্যাদির পিছনে সাধারণত অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণা, ক্ষোভ, লোভ, দুর্নীতি, কপটতা, প্রতারণা, নিপীড়ন, শোষণ ইত্যাদি অসৎ গুণাবলী দায়ী। অপরদিকে মানুষে মানুষে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা স্থাপন করতে চাইলে দয়া, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, পরমত সহিষ্ণুতা, ন্যায়পরায়ণতা, পরোপকারিতা, পরার্থপরতা, সম্পদে-বিপদে সহযোগিতা ইত্যাদি সৎ গুণাবলীর বিকাশ আবশ্যক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلاَ تَحَسَّسُوا، وَلاَ تَجَسَّسُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، 'তোমরা কুধারণা করা থেকে দূরে থাকো। কেননা কুধারণা করা জঘন্যতম মিথ্যা। তোমরা দোষ তালাশ করো না, গোয়েন্দাগিরি করো না, পরস্পর হিংসা পোষণ করো না, একে অপরের সাথে শত্রুতা করো না, পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ করো না; বরং তোমরা আল্লাহ্র বান্দা হিসাবে ভাই ভাই হয়ে থাকো'।[৩]

সমাজস্থ প্রতিটি মানুষের সাথে প্রতি পর্যায়ে ভালো আচরণ করলে, হাসিমুখে তাদের কাজ করে দিলে মানুষ তার চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত হবে। এরূপ চরিত্রবান মানুষ নিজে যেমন ইসলামের উপর থাকতে পারবে তেমনি অন্যদেরও ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করতে পারবে। সুন্দর চরিত্রের মানুষ ষড়রিপু দমন ও গুণাহের পথ পরিহার করতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ।

অমুসলিমদের মাঝে দরদমাখা মন নিয়ে দ্বীন প্রচার : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগত সারা বিশ্বের মানুষের নবী। তিনি মৃত্যুবরণ করলেও তাঁর অনুসারী প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব অমুসলিমদের নিকট দ্বীন প্রচার। আল্লাহ বলেন, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، 'তুমি বল এটাই আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহ্র দিকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে' *(ইউসুফ ১২/১০৮)*।

সুতরাং যারা মুসলিম তাদেরই কর্তব্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ধারায় অমুসলিমদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান। তিনি যেমন ভালোবেসে ধৈর্য ধরে অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াতী কাজ চালিয়েছেন, আল্লাহ্র কাছে তাদের হেদায়াত চেয়ে দো'আ করেছেন, তাদের ইসলাম গ্রহণের পর যথাসাধ্য আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা দিয়েছেন, তাদের দ্বীন শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন, তেমনি তাঁর অনুসারী হিসাবে মুসলমানদেরও এসব কাজ করতে হবে।

একটা কথা স্মরণীয় যে, মানুষ বাপ-দাদা থেকে প্রাপ্ত নিজের ধর্মকে সহজে ত্যাগ করতে চায় না। আরব মুশরিকদের এহেন মানসিকতার কথা কুরআনে বহুবার উচ্চারিত হয়েছে। হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ গীতায় বলা হয়েছে, 'শ্রেয়ান স্বধর্ম বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্ম ভয়াবহঃ'। অর্থাৎ স্বধর্মের অনুষ্ঠান দোষযুক্ত হ'লেও উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম থেকে উৎকৃষ্ট। স্বধর্ম সাধনে যদি মৃত্যু হয়, তাও মঙ্গলজনক, কিন্তু অন্যের ধর্মের অনুষ্ঠান করা বিপজ্জনক'। ইহূদী ও খৃষ্টানদেরও অধিকাংশ হক জানার পরও খোদ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে ঈমান আনতে রাযী হয়নি। সূরা বাক্বারাহ ও আলে ইমরানের একটা বড় অংশে তাদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। এখনও সে অবস্থার হেরফের হয়নি। কাজেই সহজে কেউ বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করতে চাইবে না। ইসলাম যে তাদেরও ধর্ম, আল্লাহ যে তাদেরও একমাত্র মা'বূদ ও স্রষ্টা এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) যে তাদেরও রাসূল সে কথা তাদের ভালো করে বুঝাতে পারলে এবং বরাবর তাদের সঙ্গে লেগে থাকলে আল্লাহ পাকের দয়ায় তাদের হেদায়াত নছীব হ'তে পারে।

প্রায় প্রত্যেক ধর্মীয় গ্রন্থে আল্লাহ্র একত্ববাদ ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ পরিচয় রয়েছে। বিকৃতি সত্ত্বেও তাতে এখনো কিছু সত্য রয়ে গেছে। সেগুলো তুলে ধরলে অনেকে সঠিক বুঝ পেতে পারে। রোগ-শোক, অভাব-অভিযোগ, পারিবারিক, সামাজিক ইত্যাদি সমস্যা অনেকের থাকতে পারে। এসব ক্ষেত্রে তাদের পাশে দাঁড়ালে সম্পর্ক নিবিড় হয়। সদাচরণের প্রভাব তাদের অন্তরে পড়া স্বাভাবিক। ধর্মের নামে ব্রাহ্মণ, সাধু-সন্ত ও পাদ্রীদের ভোগ-বিলাস, শোষণ-নির্যাতন ও বিকৃত যৌনাচারের কথাও ক্ষেত্র বিশেষে তুলে ধরা যেতে পারে। যাহোক, হৃদয় জয় করার লক্ষ্যে কথা বলতে হবে, ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়ান যাবে না। দ্বীন প্রচারে ভূমিকা পালনের মধ্যে আত্মতৃপ্তি রয়েছে। আল্লাহ্র ওয়াস্তে ইসলামের জন্য কাজ করার আনন্দই আলাদা। কিন্তু সত্য এই যে, সক্রিয়ভাবে পরিকল্পনা মাফিক দ্বীন প্রচারে আমাদের কোন ভূমিকা বর্তমানে চোখে পড়ে না।

পরোপকার সাধন : পরোপকার ইসলামের মূল ভিত্তি বললে অত্যুক্তি হবে না। ছাহাবীগণ মক্কা ও মদীনার প্রাথমিক জীবনে বৈরী পরিবেশে যথাসাধ্য একে অপরের পাশে দাঁড়িয়েছেন। অত্যাচারিতদের সান্ত্বনা দিয়েছেন, শুশ্রূষা করেছেন। মিনা উপত্যকাস্থ বন্দিদশা সম্মিলিতভাবে মোকাবেলা করেছেন। হিজরতের পর মক্কা ও অন্যান্য এলাকার যারা হিজরত করে মদীনায় গিয়েছেন মদীনাবাসীগণ

৩. *বুখারী হা/৬০৬৪।*

তাদের আশ্রয় দিয়েছেন। নিজেদের সম্পত্তি ও টাকা-পয়সা তাদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন। ফলে বাস্তুত্যাগীদের নাম হয় মুহাজির এবং আশ্রয়দাতাদের নাম হয় আনছার। উপরন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুহাজির ও আনছারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন। এখানে পরোপকারের যে নযীর স্থাপিত হয় তার দৃষ্টান্ত মেলা ভার। শুধু এখানেই নয় বরং বরাবরের জন্য ইসলাম যে কোন ধরনের উপকার নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াতে বলেছে। কুরআন ও হাদীছে এ সম্পর্কে বহু বর্ণনা এসেছে।

যাকাত, ওশর ফরয দান। ছাদাক্বাতুল ফিতর ওয়াজিব দান। এছাড়া নফল দান তো রাত দিন করার কথা রয়েছে। আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, 'যারা তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে রাত্রে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে, তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকটে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না' *(বাক্বারাহ ২/২৭৪)*।

নিজেদের অভাব থাকা সত্ত্বেও তারা নিজেদের উপর তাদের (মুহাজির ভাইদের) প্রাধান্য দেন। তারা জিজ্ঞেস করে, কী ব্যয় করবে? তুমি বল, অতিরিক্ত সম্পদ। আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) তো প্রত্যেক ধর্মের লোকদের মাঝে দান করার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'তোমরা সকল ধর্মের লোককে দান করো। অর্থ-সম্পদ উচ্চাঙ্গের দান। এতে সহজে মানুষের নানাবিধ প্রয়োজন মেটে। অর্থ বাদেও যে কোন প্রকার উপকার ও সহযোগিতার হাত বাড়াতে হাদীছে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ 'যে ব্যক্তি কোন মুমিনের পার্থিব কোন দুঃখ-কষ্ট দূর করবে আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তার দুঃখ-কষ্টসমূহ থেকে একটি দুঃখ-কষ্ট দূর করবেন'।[৪] যে ব্যক্তি পাওনা পরিশোধে কোন অভাবী হাত খাটো মানুষের প্রতি কোমল হবে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতে তার প্রতি কোমল হবেন। যে মুসলিমের দোষ গোপন রাখবে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। আর আল্লাহ বান্দাকে ততক্ষণ সাহায্য করতে থাকেন, যতক্ষণ সে তার ভাইকে সাহায্য করতে থাকে। আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয় মানুষ সেই, যে মানুষের বেশী বেশী উপকার করে। আর আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয় কাজ এই যে, তুমি কোন মুসলিমের হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার করবে, অথবা তার থেকে কোন দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, অথবা তার একটা ঋণ পরিশোধ করবে, অথবা তার ক্ষুধা দূর করবে। আর অবশ্যই আমার এক ভাইয়ের কোন প্রয়োজনে তার সাথে হেঁটে যাওয়া আমার নিকট এই মসজিদে অর্থাৎ মদীনার মসজিদে এক মাস ই'তিকাফ করা থেকে প্রিয়'।[৫]

৪. *মুসলিম হা/২৬৯৯।*
৫. *ছহীহাহ হা/৯০৬; ছহীহুল জামে' হা/১৭৬।*

ঝড়, বন্যা, মহামারি, অগ্নিকাণ্ড, শৈত্যপ্রবাহ, তাপপ্রবাহ, দুর্ভিক্ষ, ক্ষুধা ইত্যাদি অবস্থায় অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে এসব আয়াত ও হাদীছ মুসলিমদের বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করে। জনগণকে অশিক্ষা-কুশিক্ষা থেকে সুশিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে নানা ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং মানুষকে দ্বীনমুখী করার মতো পরোপকার দ্বিতীয়টি নেই। সমাজসেবামূলক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাও পরোপকারের অন্তর্ভুক্ত। খৃষ্টানরা তাদের ধর্মের প্রচার-প্রসারের জন্য নিজেদের আয়ের একটা নির্দিষ্ট অংক প্রতি মাসে দান করে। তা দিয়ে মিশনারিরা দেশে দেশে মানব সেবার নামে খৃষ্টধর্ম প্রচার করে। আমাদের হাত উপুড় করার অভ্যাস বলতে গেলে নেই। দ্বীনের স্বার্থে আমাদেরও পরোপকারে এগিয়ে আসা যে কোন সময়ের থেকে বর্তমানে আরও বেশী যরূরী।

বিবিধ : বস্তুত আল্লাহ যে আছেন, আর তিনি একজনই, তাঁর দেওয়া নিয়ম-নীতি মেনেই বিশ্বজগৎ চলছে এবং মানব জাতির কল্যাণও কেবল তাঁর বিধান মেনে চলার মধ্যে নিহিত সে কথা অবধারিত সত্য। কুরআন, হাদীছ ও আল্লাহ্র অস্তিত্ব বিষয়ক মনীষীদের রচিত বই-পুস্তক পড়লে এ উপলব্ধি ভালোমতো জাগ্রত হবে। মানুষ সৃষ্টির কুরআনিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা জানতে ও বুঝতে পারলে এবং বিবর্তনবাদের ভ্রান্তি অপনোদিত হ'লে ইসলাম ও তাওহীদের সত্যতা সকলের চোখে উন্মোচিত হবে। সেক্ষেত্রে সত্য গ্রহণের মানসিকতা থাকলে আল্লাহ্র রহমতে সত্য দ্বীনের অনুসারী হওয়াও অসম্ভব নয়। বস্তুত আল-কুরআনে বিশ্ব সৃষ্টি ও মানব সৃষ্টি সংক্রান্ত অনেক আয়াত আছে। নাস্তিকদের প্রশ্নের জবাবমূলক আয়াতও রয়েছে প্রচুর। পুনরুত্থান বা ক্বিয়ামত প্রসঙ্গে বৃষ্টির পানিতে ফসল উৎপাদন ও বৃক্ষ জন্মানোর উদাহরণ এসেছে। আল্লাহ্র অস্তিত্ব প্রমাণে এ জাতীয় আয়াত জ্ঞানী-গুণী লোকদের জন্য অবশ্যই গবেষণার খোরাক হ'তে পারে। কুরআনও বারবার সে আহ্বান জানিয়েছে।

শেষ কথা : মুসলিম সমাজ বর্তমানে নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসে শিথিলতা তন্মধ্যে অন্যতম। এ শিথিলতার পিছনে যেসব কারণ এখানে তুলে ধরা হয়েছে সেগুলো ছাড়াও অবশ্যই আরও কারণ রয়েছে। আবার অনেকের নিকট উল্লিখিত কোন কোন কারণ যথার্থ মনে নাও হ'তে পারে। তবে বিষয়ের গুরুত্ব নিশ্চয়ই সবাই স্বীকার করবেন। অধমের ইচ্ছা, আমরা যেন কারণগুলো পর্যালোচনা করি, তা থেকে উদ্ধার পেতে সম্মিলিত প্রয়াস গ্রহণ করি এবং আমাদের যোগ্য লোকেরা এ বিষয়ে লেখনী ও আলোচনা নিয়ে এগিয়ে আসি। আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসে শিথিলতা কাটিয়ে আমরা যেন আমাদের ঈমান ও বিশ্বাসকে কুরআন ও সুন্নাহ্র মানদণ্ডে মযবূত করতে পারি। আমাদের এসব ইচ্ছা ফলপ্রসূ করার তাওফীক্ব ও সামর্থ্যদাতা কেবল মাত্র মহান আল্লাহ।

দৃষ্টি আকর্ষণ

আত-তাহরীক-এ প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের দায়ভার সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপন দাতার। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কোন দায়বদ্ধতা নেই। *-সম্পাদক।*

তাক্বদীরের ফায়ছালায় সন্তুষ্ট থাকার ফলাফল

*-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ**

ভূমিকা :

তাক্বদীরের ফায়ছালার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া ঈমানের অঙ্গ। প্রশান্তিময় পবিত্র জীবন লাভের অন্যতম হাতিয়ার। এই সন্তুষ্টি বান্দার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত এক অমূল্য নে'মত। বিপদাপদে ও বালা-মুছীবতে প্রশান্তির ডালি নিয়ে এই সন্তুষ্টি নাযিল হয় বান্দার হৃদয় কাননে। ফলে বান্দা সেই বিপদে বিচলিত হয় না, পেরেশান হয় না; বরং এটা তাক্বদীর হিসাবে গ্রহণ করে নেয় এবং এটাকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও ছওয়াব লাভের একটি মাধ্যম মনে করে। তাক্বদীরে সন্তুষ্ট ব্যক্তি জীবনের সকল পর্যায়ে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে এবং আল্লাহ্র সিদ্ধান্তে খুশি হয়ে অযুত প্রশান্তি লাভ করে। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে আমরা তাক্বদীরের ফায়ছালায় সন্তুষ্ট থাকার কতিপয় ফলাফল আলোকপাত করব ইনশাআল্লাহ।

(১) ঈমানের প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন করা যায় :

তাক্বদীরের ফায়ছালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকার সবচেয়ে বড় ফলাফল হচ্ছে এর মাধ্যমে বান্দা ঈমানের প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন করতে পারে। আল্লাহ্র সিদ্ধান্তকে খুশি মনে মেনে নেওয়ার মাধ্যমে হৃদয়জুড়ে যে অপার্থিব প্রশান্তি পাওয়া যায়, তা অন্য কোন মাধ্যমে লাভ করা সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، 'সে ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করতে পেরেছে, যে আল্লাহকে 'রব' হিসাবে, ইসলামকে 'দ্বীন' হিসাবে এবং রাসূলকে 'নবী' হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছে'।[১] ইবনু রজব হাম্বলী (রহঃ) বলেন, فإذا ذاق العبد حلاوة الإيمان ووجد طعمه وحلاوته ظهر ثمرة ذلك على لسانه وجوارحه فاستحلى اللسان ذكر الله وما والاه وسرعت الجوارح إلى طاعة الله، 'বান্দা যখন ঈমানের স্বাদ পেয়ে যায় এবং এর মিষ্টতা অনুভব করতে পারে, তখন তার জিহ্বা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এর প্রভাব প্রকাশ পায়। তার জিহ্বায় আল্লাহ্র স্মরণ এবং তাঁর সন্তুষ্টি মূলক কথা মিষ্টি লাগে, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহ্র আনুগত্যের পানে দ্রুত ছুটে চলে'।[২] আব্দুল আযীয বিন রাওয়াদ (রহঃ)-এর একটি চোখ বিশ বছর যাবৎ নষ্ট ছিল। কিন্তু তার সন্তান ও পরিবারের কেউ এটা জানত না। একদিন তার এক ছেলে বিষয়টি টের পেয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল, 'আব্বা! আপনার চোখে কি সমস্যা?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, বেটা! সেই সত্তার প্রতি আমি সন্তুষ্ট– যিনি তোমার আব্বার চোখ বিশ বছর আগে নষ্ট করে দিয়েছেন'।[৩]

(২) আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম :

তাক্বদীরের ফায়ছালায় সন্তুষ্ট থাকার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হ'তে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ عِظَمَ الجزاءِ مَعَ عِظَمِ البَلاءِ، وإنَّ اللهَ تعالى إذَا أَحَبَّ قَوْماً ابْتَلاَهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ، 'নিশ্চয়ই বড় পরীক্ষায় বড় পুরস্কার রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যখন কোন জাতিকে ভালবাসেন, তখন তাদের পরীক্ষায় ফেলেন। ফলে তাতে যে সন্তুষ্ট হবে, তার জন্য (আল্লাহ্র) সন্তুষ্টি রয়েছে। আর যে (আল্লাহ্র পরীক্ষায়) অসন্তুষ্ট হবে, তার জন্য রয়েছে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি'।[৪]

ছালেহ আল-উছায়মীন (রহঃ) বলেন, إذا بشرى للمؤمن، ابتلى بالمصيبة فلا يظن أن الله سبحانه يبغضه، بل قد يكون هذا من علامة محبة الله للعبد، يبتليه سبحانه بالمصائب، فإذا رضي الإنسان وصبر واحتسب فله الرضى، وإن سخط فله السخط، 'মুমিনের জন্য সুসংবাদ! কেননা যখন সে বালা-মুছীবতের মাধ্যমে পরীক্ষায় নিপতিত হয়, তখন এটা মনে করে না যে- আল্লাহ তার প্রতি রাগান্বিত হয়েছেন (এজন্য তাকে বিপদ দিয়েছেন)। বরং (সে বিশ্বাস করে যে,) বান্দার প্রতি আল্লাহ্র ভালোবাসার আলামত হ'ল এই সকল বিপদাপদ। তিনি বিপদাপদ দিয়ে বান্দাকে পরীক্ষা করেন। ফলে মানুষ যখন (বালা-মুছীবতে) খুশি থেকে ধৈর্যধারণ করে এবং ছওয়াবের আশা করে, তখন তার জন্য আল্লাহ্র সন্তুষ্টি নির্ধারিত হয়। আর সে যদি এতে অসন্তুষ্ট হয়, তাহ'লে তার জন্য আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি বরাদ্দ হয়'।[৫] ইয়াহইয়া ইবনে মু'আয (মৃ. ২৫৮হি.) বলেন, إذا كنت لا ترضى عن الله كيف تسأله الرضا عنك؟ 'যদি তুমি আল্লাহ্র (ফায়ছালার প্রতি) সন্তুষ্ট থাকতে না-ই পার, তবে কিভাবে তার সন্তুষ্টি চাইতে পার'?[৬]

(৩) বান্দা বিপদকে নে'মত হিসাব গ্রহণ করে :

বান্দা যখন তাক্বদীরের ফায়ছালাকে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিতে অভ্যস্ত হয়, তখন জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে সকল বিপদাপদ ও দুঃখ-দুর্দশাকে সহজভাবে নিতে শিখে। কষ্টের আতিশয্যে তিনি কখনো হতাশ হন না এবং ভেঙ্গে পড়েন না। ফলে কোন আঘাতই তাকে কাবু করতে পারে না। বরং তিনি আল্লাহ্র প্রতিটি সিদ্ধান্তে কল্যাণ দেখতে পান এবং

* এম.ফিল গবেষক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. মুসলিম হা/৩৪; তিরমিযী হা/৯; মিশকাত হা/২৬২৩।
২. ইবনু রজব হাম্বলী, লাত্বায়েফুল মা'আরেফ, পৃ. ২২৬।
৩. ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়া ১/৪২৩; আবূ নু'আইম ইস্পাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া ৮/১৯১।
৪. ইবনু মাজাহ হা/৪০৩১; ছহীহুত তারগীব হা/৩৪০৭; মিশকাত হা/১৫৬৬।
৫. উছায়মীন, শারহু রিয়াযিছ ছালেহীন ১/২৫৯।
৬. ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়া (কায়রো : দারুল হাদীছ, ১৪২১হি./২০০০খৃ.) ২/২৯৩।

বিপদাপদকে আল্লাহ্র নে'মত হিসাবে দেখতে অভ্যস্ত হন। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জরাক্রান্ত হয়ে পড়লে আমি তাঁকে দেখতে গেলাম এবং আলাপচারিতার ফাঁকে তাঁকে বললাম,

يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ قَالَ: «الْأَنْبِيَاءُ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ الصَّالِحُونَ، إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيُبْتَلَى بِالْفَقْرِ، حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُهُمْ إِلَّا الْعَبَاءَةَ يَحُوبُهَا، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَفْرَحُ بِالْبَلَاءِ، كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالرَّخَاءِ،

'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! মানুষের মধ্যে সর্বাধিক বিপদগ্রস্থ কে? তিনি বললেন, 'নবীগণ'। আমি বললাম, তারপর কে? তিনি বললেন, 'সৎকর্মশীল বান্দাগণ। তাদের কেউ কেউ এতটা দারিদ্র পীড়িত হয়ে পড়ত যে, শেষ পর্যন্ত তার কাছে পরিধেয় বস্ত্র ছাড়া আর কিছু থাকে না। তবুও তাদের কেউ বিপদে এতটা প্রশান্ত ও উৎফুল্ল থাকে, যেমন তোমাদের কেউ ধন-সম্পদ প্রাপ্তিতে আনন্দিত হয়ে থাকে'।[৭]

সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, لَيْسَ بِفَقِيهٍ مَنْ لَمْ يَعُدَّ الْبَلَاءَ نِعْمَةً، وَالرَّخَاءَ مُصِيبَةً، 'সেই ব্যক্তি প্রকৃত জ্ঞানী নয়, যে বিপদকে নে'মত মনে করে না এবং প্রাচুর্যকে মুছীবত হিসাবে গণ্য করে না'।[৮] ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, ارض عن الله في جميع ما يفعله بك، فإنه ما منعك إلا ليعطيك، ولا ابتلاك إلا ليعافيك، ولا أمرضك إلا ليشفيك، ولا أماتك إلا ليحييك، فإياك أن تفارق الرضى عنه طرفة عين، فتسقط من عينه، 'আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আরোপিত সকল বিষয়ের প্রতি তুমি সন্তুষ্ট থাক। কেননা তোমাকে বিশেষ কিছু প্রদান করার জন্যই তিনি কোন কিছু পাওয়া থেকে তোমাকে বিরত রাখেন। তোমাকে উদ্ধার করার জন্যই কোন পরীক্ষায় নিপতিত করেন। তোমাকে সুস্থ করার জন্য তিনি তোমাকে রোগ-ব্যাধিকে আক্রান্ত করেন। তোমাকে নতুন জীবন প্রদানের জন্যই তোমাকে মৃত্যু দান করেন। সুতরাং সাবধান! অল্পক্ষণের জন্য হ'লেও আল্লাহ্র সন্তুষ্টির সীমানা থেকে পৃথক হয়ো না, তাহ'লে তুমি তাঁর পর্যবেক্ষণ থেকে ছিটকে পড়বে'।[৯]

তিনি আরো বলেন, 'আল্লাহ যখন কোন মুমিন বান্দার ব্যাপারে ফায়ছালা করেন, তখন তাকে কিছু না দেওয়াটাই হয়ে যায় দান। তার উপর আপতিত বিষয়টা নে'মত রূপে ধরা দেয়, যদিও সেটা পরীক্ষার ছুরতে আসে। তার উপর আপতিত বিপদটা সুরক্ষা স্বরূপ, যদিও সেটা বিপদের ছুরতে আসে। অজ্ঞতা ও পাপাচারের কারণে বান্দা করুণা, নে'মত, সুস্থতা বলতে সেটাই বোঝে যেটা তার কাছে তৎক্ষণাৎ আসে এবং তার স্বভাবের সাথে মিলে যায়। বস্তুতঃ তার যদি যথেষ্ট জ্ঞান থাকত, তাহ'লে না দেওয়াটাকেই নে'মত মনে করত এবং বিপদকেই সে রহমত মনে করত'।[১০]

(৪) হৃদয়ের ইবাদত সম্পাদিত হয় :

তাক্বদীরের ফায়ছালাতে সন্তুষ্ট থাকা হৃদয়ের ইবাদত। কেননা ভাল-মন্দ ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাস রাখা ঈমানের অপরিহার্য অংশ। এটাকে অন্তরের ঈমান বলা হয়। এই বিশ্বাসের পারদ যখন নিম্নগামী হয়, তখন ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে তাক্বদীরের ফায়ছালায় সন্তুষ্ট থাকা কষ্টকর হয়ে যায় এবং ঈমানের স্বাদ আস্বাদনও দুরূহ হয়ে পড়ে। সুতরাং বান্দাকে এ মর্মে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ তার ভাগ্যে যা কিছু নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তা-ই সে পেয়েছে, পাচ্ছে এবং পাবে। তার রিযিকের সর্বশেষ দানাটি গ্রহণ না করা পর্যন্ত সে মৃত্যুবরণ করবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوْتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا، 'কোন প্রাণীই তার জন্য নির্ধারিত রিযিক পূর্ণরূপে না পাওয়া পর্যন্ত মরবে না। যদিও তার রিযিকপ্রাপ্তিতে কিছুটা বিলম্ব হয়'।[১১]

তিনি বলেন, لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ، 'কোন বান্দা মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না সে তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপর ঈমান আনবে। এমনকি তার নিশ্চিত বিশ্বাস থাকতে হবে যে, যা কিছু ঘটেছে তা কিছুতেই অঘটিত থাকত না এবং যা কিছু ঘটেনি তা কখনোও তাকে স্পর্শ করার ছিল না'।[১২]

অর্থাৎ মানবজীবনের যাবতীয় বিষয় আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তাক্বদীর অনুযায়ী পরিচালিত হয়। তাক্বদীরে যা আছে, মানুষ চাইলেও তা ঘটবে এবং না চাইলেও তা ঘটবে। সেকারণ বান্দা যখন তাক্বদীরের ফায়ছালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, তখন সে বড় ধরনের ইবাদত সম্পাদন করে ফেলে। ইবনে ইয়াযীদ আল-বাহরী (মৃ. ১৭৭ হি.) বলেন, مَا أَحْسِبُ أَنَّ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ يَتَقَدَّمُ الصَّبْرَ إِلَّا الرِّضَا، وَلَا أَعْلَمُ دَرَجَةً أَشْرَفَ وَلَا أَرْفَعَ مِنَ الرِّضَا، وَهُوَ رَأْسُ الْمَحَبَّةِ، 'আমার মনে হয় না (আল্লাহ্র বিধানের ওপর) সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কোন আমল ধৈর্যের ওপর অগ্রগামী হ'তে পারে। আমি সন্তুষ্টির চেয়ে উন্নত মর্যাদার এবং এর চেয়ে উন্নত স্তরের কথা জানি না। এটাই রবকে ভালোবাসার মূল মাধ্যম'।[১৩]

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, أَنَّ مَنْ مَلَأَ قَلْبَهُ مِنَ الرِّضَا بِالْقَدَرِ: مَلَأَ اللهُ صَدْرَهُ غِنًى وَأَمْنًا وَقَنَاعَةً، 'যে ব্যক্তি

৭. *ইবনু মাজাহ হা/৪০২৪; 'ফিতান' অধ্যায়-৩০, 'বিপদে ধৈর্য ধারণ' অনুচ্ছেদ-২৩, সনদ ছহীহ।*
৮. *হিলয়াতুল আউলিয়া ৭/৫৫।*
৯. *ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন ২/২১৬।*
১০. *মাদারিজুস সালেকীন ২/২১৫।*
১১. *ইবনু মাজাহ হা/২১৪৪; ছহীহুত তারগীব হা/১৬৯৮, সনদ ছহীহ।*
১২. *তিরমিযী হা/২১৪৪; ইবনু মাজাহ হা/৮১, সনদ ছহীহ।*
১৩. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৪৭৫।*

তাক্বদীরের প্রতি সন্তুষ্টির মাধ্যমে তার হৃদয়কে পূর্ণ করে, আল্লাহ তার বক্ষকে প্রাচুর্য, নিরাপত্তা ও অল্পেতুষ্টি দিয়ে ভরে দেন'।[১৪] তিনি আরো বলেন, أساس كل خير أن تعلم أن مَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَمَا لم يَشَأْ لم يكن، 'সকল কল্যাণের মূল হ'ল তোমার এ কথা জানা যে, আল্লাহ যা চান, তা-ই হয়। আর তিনি যা চান না, তা হয় না'।[১৫]

(৫) বান্দাকে আল্লাহ্র প্রতি আগ্রহী করে তোলে :

যারা সর্বদা আল্লাহ্র প্রতি বিনীত থাকেন, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য পাগলপারা থাকেন, তারা তাক্বদীরের সকল ফায়ছালাকে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিতে পারেন। ফলে তাদের হৃদয় স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি আরো আগ্রহী হয়ে ওঠে। এই গুণ থাকার কারণে আবূবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তোষভাজন ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন। একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিম্বরে বসে ছাহাবায়ে কেরামের সামনে বক্তব্য দিলেন এবং বললেন, إِنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ، وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ، 'আল্লাহ্ তাঁর এক বান্দাকে দু'টি বিষয়ের একটি বেছে নেওয়ার অধিকার দিয়েছেন। তার একটি হ'ল, তার ইচ্ছা অনুযায়ী দুনিয়ার ভোগ-বিলাস, আর একটি হ'ল, আল্লাহ্র নিকট যা রক্ষিত রয়েছে, তা। তখন সে বান্দা আল্লাহ্র কাছে যা রয়েছে, তাই পসন্দ করলেন (অর্থাৎ বিপদ-আপদের ঝাপটা ও রোগ-শোকের কষ্টের বিনিময়ে ছওয়াব লাভ করাকে তিনি পসন্দ করলেন)।

একথা শুনে আবূবকর (রাঃ) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, আমাদের পিতা-মাতাকে আপনার জন্য কুরবানী করলাম। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, তাঁর অবস্থা দেখে আমরা বিস্মিত হ'লাম। লোকেরা বলতে লাগল, এ বৃদ্ধের অবস্থা দেখ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক বান্দা সম্বন্ধে খবর দিলেন যে, তাকে আল্লাহ ভোগ-সম্পদ দেওয়ার এবং তার কাছে যা রয়েছে, এ দু'য়ের মধ্যে বেছে নিতে বললেন, আর এই বৃদ্ধ বলছে, আপনার জন্য আমাদের পিতামাতা উৎসর্গ করলাম। তখন আবূবকর (রাঃ)-এর প্রতি ইঙ্গিত করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ইনি তো সেই ইখতিয়ারপ্রাপ্ত বান্দা। আর আবূবকরই হ'লেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، 'যে ব্যক্তি তার সঙ্গ ও সম্পদ দিয়ে আমার প্রতি সবচেয়ে বেশী দয়া করেছেন, তিনি হ'লেন আবূবকর (রাঃ)। যদি আমি আমার উম্মতের কোন ব্যক্তিকে অন্তরঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করতাম, তাহ'লে আবূবকরকেই করতাম। তবে তার সঙ্গে আমার ইসলামী ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক রয়েছে। মসজিদের দিকে আবূবকর (রাঃ)-এর দরজা ছাড়া অন্য কারো দরজা খোলা থাকবে না'।[১৬]

(৬) বান্দাকে ধৈর্যশীল হ'তে শেখায় :

তাক্বদীরের ফায়ছালার প্রতি সন্তুষ্টি বান্দাকে ধৈর্যশীল হ'তে শেখায়। জীবনের সকল ঘাত-প্রতিঘাতে ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের দীক্ষা দেয়। ইউনুস ইবনে ইয়াযী (রহঃ) বলেন, আমি রবী'আ বিন আবূ আব্দুর রহমানকে জিজ্ঞেস করলাম, مَا مُنْتَهَى الصَّبْرِ؟ 'ধৈর্যের চূড়ান্ত সীমানা কী'? জবাবে তিনি বলেন, أَنْ يَكُونَ يَوْمَ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةُ مِثْلُهُ قَبْلَهَا 'তোমার বিপদে আক্রান্ত হওয়ার দিনটি বিপদে আক্রান্ত হওয়ার আগের দিনের মতো হওয়া'।[১৭] ছালেহ আদ-দাহহান (মৃ. ১৫০হি.) বলেন, জাবের ইবনে যায়েদ (২১-৯৩হি.)-এর কয়েকজন মেয়ে ছিল। তন্মধ্যে একটি মেয়ে ছিল অন্ধ। কিন্তু কখনো তার থেকে এই মেয়ের মৃত্যু কামনা করার কথা শোনা যায়নি; বরং তিনি এই মেয়ের মাধ্যমে ছওয়াবের আশা করতেন।[১৮] আবূ হাফস আল-ফাল্লাস (রহঃ) বলেন, ইয়াহইয়া ইবনে সা'ঈদ (রহঃ) একবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন, আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, আল্লাহ আপনাকে সুস্থ করে দিবেন ইনশাআল্লাহ। তিনি বললেন, أحبّه إِلَيّ أحبّه إِلَى الله 'আমার কাছে তা-ই প্রিয়, যা আল্লাহ্র কাছে প্রিয়'।[১৯]

তাছাড়া তাক্বদীরের প্রতি সন্তুষ্টি বান্দার যাবতীয় হতাশা, দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা দূরীভূত করে দেয়। কারণ সে যখন মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে যে, আমার এই বিপদটি আকাশ-যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বছর পূর্বে ভাগ্যে নির্ধারণ হয়ে আছে এবং এই বিপদের মধ্যেই আমার কল্যাণ আছে। তখন তার হতাশা ও দুশ্চিন্তা মুহূর্তেই উবে যাবে। যেমন তাক্বদীরের ফায়ছালায় সন্তুষ্ট কোন বান্দা যদি ব্যবসায় পাঁচ লক্ষ টাকা লস করে, তবে সে কখনোই ভেঙ্গে পড়বে না; বরং তাঁর এই ক্ষতির মধ্যেই সে কল্যাণ খোঁজার চেষ্টা করবে এবং ধৈর্যধারণ করবে, ফলে কোন দুশ্চিন্তা তাকে কাবু করতে পারবে না। কিন্তু তাক্বদীরের প্রতি দুর্বল বিশ্বাসী ব্যবসায়ী হা-হুতাশ করতে থাকবে, হয়তোবা খানাপিনা ও ঘুম পরিত্যাগ করে বসবে, দুশ্চিন্তা মুষড়ে পড়বে এবং তার এই ক্ষতির জন্য বিভিন্ন উপলক্ষ ও ব্যক্তিকে দোষারোপ করতে থাকবে। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) উল্লেখ করেছেন, من قرت عينه بالله تعالى قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطع قلبه على الدنيا حسرات، 'আল্লাহ্র (ফায়ছালার) ব্যাপারে যার চোখ শীতল থাকবে, তাতে তার চোখ শীতল থাকবে। আর আল্লাহ্র ব্যাপারে যার দৃষ্টি শীতল হবে না, দুনিয়ার ব্যাপারে তার দৃষ্টি ক্ষতিগ্রস্থ অবস্থায় বিক্ষিপ্ত থাকবে'।[২০]

---

১৪. *ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন ২/২০২।*
১৫. *ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফাওয়ায়েদ, পৃ. ৯৭।*
১৬. *বুখারী হা/৪৬৬, ৩৯০৪; মিশকাত হা/৬০১০।*
১৭. *ইবনু আবিদ্দুনয়া, আছ-ছাবরু ওয়াছ ছাওয়াব, পৃ. ৮৫; আবূ নু'আইম, হিলয়াতুল আওলিয়া ৩/২৬২।*
১৮. *ইবনু আবিদ্দুনয়া, আন-নাফাক্বাতু আলাল ইয়াল ১/২৫১।*
১৯. *যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৯/১৮২।*
২০. *ইবনুল ক্বাইয়িম, ইগাছাতুল লাহফান ১/৭২।*

(৭) দো'আ কবুলের সম্ভাবনা তৈরী হয় :

বালা-মুছীবতে ও বিভিন্ন প্রয়োজনে আমরা আল্লাহ্র কাছে দো'আ করে থাকি। কিন্তু দো'আ কবুল হ'তে বিলম্ব হ'লে বিচলিত হ'য়ে বলি যে, এতো এতো দো'আ করলাম। কিন্তু কবুল হ'ল না। এমন করা তাক্বদীরের ফায়ছালায় খুশি থাকার পরিপন্থী। আর যখন বুক ভরা আশা নিয়ে দো'আ করা হয় এবং দো'আ কবুলে দেরী হ'লে তাতেই কল্যাণ নিহিত থাকার বিশ্বাস পোষণ করা হয়, তখন সেই দো'আ কবুলের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, 'আমি এক বিস্ময়কর ব্যাপার দেখেছি যে, কোন মুমিনের উপর বিপদ নেমে আসার পর সে দো'আ করে। অনেক বেশী করে আল্লাহ্র কাছে চাইতে থাকে। কিন্তু কবুলের কোন লক্ষণ দেখতে না পেলে প্রায় আশা ছেড়ে দেওয়ার উপক্রম হয়, তখন আল্লাহ তার অন্তরের দিকে দৃষ্টি দেন। যদি সে আল্লাহ্র ফায়ছালায় সন্তুষ্ট থাকে, তার অনুগ্রহের ব্যাপারে নিরাশ না থাকে, তাহ'লে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আল্লাহ তৎক্ষণাৎ তার ডাকে সাড়া দেন'।[২১] তিনি আরো বলেন, من يريد تعجيل الإجابة، ويتذمر إن لم تتعجل، فذاك ضعيف الإيمان، ويرى أن له حقًّا في الإجابة، وكأنه يتقاضى أجرة عمله 'যে ব্যক্তি দ্রুত দো'আ কবুল হওয়ার প্রত্যাশা করে। আর দ্রুত কুবল না হ'লে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে, এটা তার দুর্বল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। সে মনে করে দো'আ কবুল হওয়া যেন তার অধিকার। যেন সে তার আমলের প্রতিদানের জন্য (আল্লাহ্র কাছে) পাওনা আদায় করছে'।[২২]

(৮) অল্পেতুষ্টির গুণ অর্জিত হয় :

আল্লাহ্র নির্ধারিত ভাগ্যকে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেওয়ার যত উপকারিতা আছে, তন্মধ্যে অন্যতম উপকারিতা হচ্ছে- এর মাধ্যমে জীবনের সকল পর্যায়ে অল্পেতুষ্ট থাকার মহান গুণ অর্জন করা। অনেক ধনী ব্যক্তি, দালান-কোঠার মালিক জীবনে সুখের ঠিকানা খুঁজে পায়নি একটি মাত্র কারণে, সেটা হ'ল অল্পেতুষ্টি। আর বহু দরিদ্র ব্যক্তি দুনিয়াতে প্রশান্তিময় জীবনের অধিকারী হ'তে পেরেছে, কেবল অল্পেতুষ্টির কারণে। মূলতঃ তাক্বদীরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের মাধ্যমে বান্দা অল্পেতুষ্টির চূড়ায় উপনীত হয় এবং আল্লাহ্র রুবূবিয়াতের স্বীকৃতি দেয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، 'আল্লাহ তোমার তাক্বদীরে যা বণ্টন করেছেন তাতেই তুমি সন্তুষ্ট থেকো, তাহ'লে মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী বলে গণ্য হবে'।[২৩] প্রখ্যাত তাবেঈ আবূ হাযেম আল-আশজাঈ (মৃ. ১০০ হি.) বলেন, ثلاث من كن فيه كمل عقله: من عرف نفسه، وحفظ لسانه، وقنع بما رزقه الله عز وجل، 'যার মধ্যে তিনটি গুণ রয়েছে, তার জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করেছে। (১) যে নিজেকে চিনতে পেরেছে, (২) নিজের জিহ্বাকে সংযত রেখেছে এবং (৩) আল্লাহ তাকে যে রিযিক দিয়েছেন, তাতেই সন্তুষ্ট থেকেছে'।[২৪]

(৯) পাপরাশি ক্ষমা হয় ও রহমত বর্ষিত হয় :

জীবনে মন্দ তাক্বদীরের সম্মুখীন হয়ে যারা ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে পারে এবং তাক্বদীরের ফায়ছালাকে সজহভাবে গ্রহণ করতে পারে, আল্লাহ তাদের রহমত ও হেদায়াতের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং তার জন্য এমন ক্ষমার ঘোষণা দিয়েছেন, যার মাধ্যমে সে সদ্য ভূমিষ্ট শিশুর মতো নিষ্পাপ হ'তে পারে। আল্লাহ বলেন, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ 'আর তুমি সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের। যাদের উপর কোন বিপদ আসলে তারা বলে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্র জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁর দিকেই ফিরে যাব। তাদের উপর তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে রয়েছে অফুরন্ত দয়া ও করুণা এবং তারাই হ'ল সুপথপ্রাপ্ত' *(বাক্বারাহ ২/১৫৫-১৫৭)*। মুতারিফ (রহঃ)-এর ছেলে আব্দুল্লাহ মারা গেলে তিনি তেল মেখে সুন্দর পোষাক পরিধান করে লোকজনের সামনে আসলেন। এতে লোকেরা রেগে গিয়ে বলল, আব্দুল্লাহ মারা গেছে, অথচ আপনি এই কাপড় পরিধান করে তেল মেখে বের হয়েছেন? তখন তিনি বললেন, আরে! আমি কি এজন্য বিনয়ী হব না? অথচ আমার রব এজন্য আমাকে বৈশিষ্ট্যের ওয়াদা করেছেন। আর প্রতিটি বৈশিষ্ট্য আমার কাছে দুনিয়া ও দুনিয়ার মাঝে থাকা সকল কিছুর চাইতে উত্তম। অতঃপর তিনি সূরা বাক্বারাহ্র উক্ত আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করলেন।[২৫]

শাদ্দাদ ইবনে আওস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: إِذَا ابْتَلَيتُ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنًا، فَحَمِدَنِي وَصَبَرَ عَلَى مَا ابْتَلَيْتُهُ بِهِ، فَإِنَّهُ يَقُومُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا، وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ لِلْحَفَظَةِ: إِنِّي أَنَا قَيَّدْتُ عَبْدِي هَذَا وَابْتَلَيْتُهُ، فَأَجْرُوا لَهُ مَا كُنْتُمْ تُجْرُونَ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَهُوَ صَحِيحٌ 'মহামহিম আল্লাহ বলেন, আমি যখন আমার কোন মুমিন বান্দাকে মুছীবতে নিক্ষেপ করি, আর সে আমার প্রশংসা করে এবং আমার পক্ষ থেকে আরোপিত বিপদের কষ্টে ধৈর্যধারণ করে, তাহ'লে সে তার বিছানা থেকে ঐ দিনের মত নিষ্পাপ হয়ে উঠে, যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল। অতঃপর আল্লাহ হেফাযতকারী ফেরেশতাদের বলেন, আমি আমার এই বান্দাকে আবদ্ধ করে রেখেছি এবং মুছীবতে ফেলেছি, সুতরাং

২১. *ইবনুল জাওযী, ছায়দুল খাত্বির পৃ. ১৩৮।*
২২. *ছায়দুল খাত্বের, পৃ. ৪৩৯।*
২৩. *তিরমিযী হা/২৩০৫; মিশকাত হা/৫১৭১, সনদ হাসান।*
২৪. *ইবনু কুদামা, মুখতাছার মিনহাজুল ক্বাছেদীন, পৃ. ১৯৯।*
২৫. *মুখতাছার মিনহাজুল ক্বাছিদীন, পৃ. ২২৯।*

তোমরা তার ঐ আমলগুলোর নেকী জারী রাখ, সে সুস্থ থাকা অবস্থায় যে আমলের নেকীগুলো তোমরা জারী রাখতে'।[২৬]

ইয়াযী ইবনে মাইসারা (রহঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই বান্দা অসুস্থ হয়ে পড়ে; কিন্তু আল্লাহ্র কাছে তার কোন নেক আমল থাকে না, ফলে আল্লাহ তাকে অতীতের কিছু পাপের কথা স্মরণ করিয়ে দেন, তখন আল্লাহ্র ভয়ে তার চোখ থেকে মাছির মাথা পরিমাণ অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। এরপর আল্লাহ যদি তাকে সুস্থ করে দেন, তাহ'লে তাকে পাপ থেকে পবিত্র করে তোলেন। আর যদি তিনি তাকে নিয়ে যান (অর্থাৎ মৃত্যু দান করেন), তবে পবিত্র অবস্থায় তাকে গ্রহণ করেন।[২৭]

(১০) জান্নাতের সুসংবাদ :

যারা তাক্বদীরের ফায়ছালায় সন্তুষ্ট থাকে, তাদের জান কবযের সময় মৃত্যুর ফেরেশতাগণ তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দান করেন। আল্লাহ বলেন, يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، وَادْخُلِي جَنَّتِي، 'হে প্রশান্ত আত্মা! ফিরে চলো তোমার প্রভুর পানে, সন্তুষ্ট চিত্তে ও সন্তোষভাজন অবস্থায়। অতঃপর প্রবেশ কর আমার বান্দাদের মধ্যে এবং প্রবেশ কর আমার জান্নাতে' *(ফজর ৮৯/২৭-৩০)*। ইমাম মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, الرَّاضِيَةُ بِقَضَاءِ اللهِ، الَّتِي عَلِمَتْ أَنَّ مَا أَخْطَأَهَا لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهَا، وَأَنَّ مَا أَصَابَهَا لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهَا، 'প্রশান্ত আত্মা হ'ল আল্লাহর ফায়ছালায় সন্তুষ্ট আত্মা। যে আত্মা জানে- যা তার ভাগ্যে লেখা হয়নি, তা সে কখনই পাবে না। আর যা তার ভাগ্যে লেখা আছে, তা কখনই বাদ পড়বে না'।[২৮]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا مَاتَ وَلَدُ العَبْدِ قَالَ اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، فَيَقُولُ اللهُ: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الجَنَّةِ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الحَمْدِ، 'কোন বান্দার কোন সন্তান মারা গেলে আল্লাহ্ তার ফেরেশতাদের প্রশ্ন করেন, তোমরা আমার বান্দার সন্তানকে কি ছিনিয়ে আনলে? তারা বলে, হ্যাঁ। পুনরায় আল্লাহ প্রশ্ন করেন, তোমরা তার হৃদয়ের টুকরাকে ছিনিয়ে আনলে? তারা বলে, হ্যাঁ। পুনরায় তিনি প্রশ্ন করেন, তখন আমার বান্দা কি বলেছে? তারা বলে, সে আপনার প্রশংসা করেছে এবং *ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন* পাঠ করেছে। তখন আল্লাহ বলেন, জান্নাতের মধ্যে আমার এই বান্দার জন্য একটি ঘর তৈরী কর এবং তার নাম রাখ 'বাইতুল হামদ' বা প্রশংসালয়।[২৯]

উপসংহার :

আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্ধারিত তাক্বদীরের সকল ফায়ছালাতে বান্দার জন্য কল্যাণ নিহিত থাকে। সুতরাং তাঁর সকল ফায়ছালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকাই প্রকৃত ঈমানের পরিচায়ক। জুবায়ের ইবনে নুফায়ের (রহঃ) বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবী মিক্বদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ)-এর কাছে বসে ছিলাম। এমন সময় এক লোক এসে তার সাথে সাক্ষাত করল এবং বলল, 'ধন্য এ চক্ষুদ্বয়, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখেছে। আল্লাহ্র কসম! যদি আমিও তা দেখতাম, যা আপনি দেখেছেন! যদি আমিও সেখানে উপস্থিত থাকতাম, যেখানে আপনি উপস্থিত ছিলেন!' লোকটির কথা শুনে মিক্বদাদ (রাঃ) ক্রুদ্ধ হ'লেন। আমি বিস্মিত হ'লাম যে, লোকটি তো ভাল কথাই বলেছে। অতঃপর তিনি লোকটিকে লক্ষ্য করে বললেন, 'মানুষ কেন এমন স্থানে উপস্থিত থাকার আকাঙ্ক্ষা করে, যেখান থেকে আল্লাহ তাকে অনুপস্থিত রেখেছেন? সে তো জানে না, যদি সে ওখানে উপস্থিত থাকত, তাহ'লে কি করত? আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এমন অনেক লোক উপস্থিত ছিল, যারা তাঁর ডাকে সাড়া দেয়নি এবং তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করেনি। ফলে আল্লাহ তাদেরকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। সুতরাং তোমরা শুকরিয়া আদায় কর যে, আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর প্রতি এবং তাঁর নবীর প্রতি ঈমান আনার তাওফীক্ব দান করেছেন।[৩০] মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাক্বদীরের ভাল-মন্দ সকল ফায়ছালায় সন্তুষ্ট থাকার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

---

২৬. *তাবারাণী, মু'জামুল আওসাত্ব হা/৪৭০৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২০০৯; মিশকাত হা/১৫৭৯, সনদ হাসান।*
২৭. *ইবনুল ক্বাইয়িম, উদ্দাতুছ ছাবিরীন ওয়া যাখীরাতুশ শাকিরীন, পৃ. ৮৭।*
২৮. *তাফসীরে কুরতুবী ২০/৫৭; শাওকানী, ফাৎহুল কাদীর ৫/৫৩৬।*
২৯. *তিরমিযী হা/১০২১; ছহীহাহ হা/১৪০৮, সনদ হাসান, রাবী আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ)।*
৩০. *ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক্ব ২৫/৪৮৫। (সংক্ষেপায়িত)।*

হালাল চয়েস ফুড

আমাদের পণ্য সমূহ
১০০% খাঁটি

রকমারি ফুলের মধু
- সরিষা ফুলের মধু
- লিচু ফুলের মধু
- বরই ফুলের মধু
- কালোজিরা ফুলের মধু
- মিক্স ফুলের মধু
- পাহাড়ী ফুলের মধু
- সুন্দরবনের বিখ্যাত খলিশা ফুল
- চাকের মধু

অন্যান্য পণ্য
- আখের গুড়
- মৌসুমের খেজুরের গুড়
- মধুময় বাদাম
- উন্নত মানের খেজুর
- সরিষার তেল
- কালোজিরা তেল
- জয়তুন তেল ■ যবের ছাতু
- দানাদার ঘি
- বিভিন্ন ইসলামী বই পাওয়া যায়

সকল যেলায় কুরিয়ারের মাধ্যমে হোম ডেলিভারী করা হয়
যোগাযোগ করুন! ০১৭৫১-১৮৯৯৫৫, ০১৫১৫-৬৪৮২১২

প্রোপাইটার
মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-মামুন
ঠিকানা : ছোটবনগ্রাম (চন্দ্রিমা থানা)/নওদাপাড়া (আমচত্বর)/ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।
Halal Choice Shop, Md. Abdullah Al-Mamun, Abdullah Mamun

১০০% খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক

ছওম বা ছিয়াম : অর্থ বিরত থাকা। শরী'আতের পরিভাষায় আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ছুবহে ছাদিক হ'তে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌন সম্ভোগ হ'তে বিরত থাকাকে 'ছওম' বা 'ছিয়াম' বলা হয়। ২য় হিজরী সনে ছিয়াম ফরয হয়।

ছিয়ামের ফাযায়েল : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করে, তার বিগত সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়'।[১]

রাসূল (ছাঃ) আরও বলেন, 'আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের ছওয়াব দশগুণ হ'তে সাতশত গুণ পর্যন্ত প্রদান করা হয়। আল্লাহ বলেন, কিন্তু ছওম ব্যতীত। কেননা ছওম কেবল আমার জন্যই (রাখা হয়) এবং আমিই তার পুরস্কার প্রদান করব। সে তার যৌনাকাঙ্খা ও পানাহার কেবল আমার জন্যই পরিত্যাগ করে। ... ছিয়াম (অন্যায় অপকর্মের বিরুদ্ধে) ঢাল স্বরূপ। অতএব যখন তোমরা ছিয়াম পালন করবে, তখন মন্দ কথা বলবে না ও বাজে বকবে না। যদি কেউ গালি দেয় বা লড়াই করতে আসে তখন বলবে, আমি ছায়েম'।[২]

মাসায়েল : ১. ছিয়ামের নিয়ত : নিয়ত অর্থ- মনন করা বা সংকল্প করা। অতএব মনে মনে ছিয়ামের সংকল্প করাই যথেষ্ট। হজ্জের তালবিয়া ব্যতীত ছালাত, ছিয়াম বা অন্য কোন ইবাদতের শুরুতে আরবী বা অন্য ভাষায় নিয়ত পড়া বিদ'আত।

২. ইফতার ও সাহারী : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, দ্বীন চিরদিন বিজয়ী থাকবে, যতদিন লোকেরা ইফতার দ্রুত করবে। কেননা ইহূদী-নাছারাগণ ইফতার দেরীতে করে'।[৩] তিনি বলেন, তোমরা ইফতার দ্রুত কর এবং সাহারী দেরীতে কর।[৪]

৩. ইফতারের দো'আ : 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করবে।[৫] ইফতারের দো'আ হিসাবে প্রসিদ্ধ আল্লহুম্মা লাকা ছুমতু... হাদীছটি 'যঈফ'। ইফতার শেষে নিম্নোক্ত দো'আ পড়া যাবে- 'যাহাবায যামাউ ওয়াবতাল্লাতিল উরূকু ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ' (পিপাসা দূরীভূত হ'ল ও শিরাগুলি সঞ্জীবিত হ'ল এবং আল্লাহ চাহেন তো পুরস্কার ওয়াজিব হ'ল)।[৬]

৪. সাহারীর আযান : রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় তাহাজ্জুদ ও সাহারীর আযান বেলাল (রাঃ) দিতেন এবং ফজরের আযান অন্ধ ছাহাবী ইবনু উম্মে মাকতূম (রাঃ) দিতেন।[৭] বুখারীর ভাষ্যকার ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, 'বর্তমান কালে সাহারীর সময় লোক জাগানোর নামে আযান ব্যতীত যা কিছু করা হয় সবই বিদ'আত'।[৮]

৫. তারাবীহ্র ছালাতের ফযীলত : রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি রামাযানের রাত্রিতে ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রাত্রির ছালাত আদায় করে, তার বিগত সকল গোনাহ মাফ করা হয়'।[৯]

৬. তারাবীহ্র রাক'আত সংখ্যা : (ক) হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান বা রামাযানের বাইরে (তিন রাক'আত বিতরসহ) এগার রাক'আতের বেশী রাতের নফল ছালাত আদায় করতেন না'।[১০]

(খ) হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, 'ওমর ফারূক (রাঃ) উবাই ইবনু কা'ব ও তামীম আদ-দারী (রাঃ)-কে রামাযানের রাত্রিতে লোকদেরকে সাথে নিয়ে জামা'আত সহকারে এগারো রাক'আত ছালাত আদায়ের নির্দেশ দান করেন'।[১১] এ সময় তাঁরা প্রথম রাত্রিতে ইবাদত করতেন।[১২] আলবানী (রহঃ) বলেন, মুওয়াত্ত্বায় *(হা/৩৮০)* ইয়াযীদ বিন রূমান কর্তৃক যে বর্ণনাটি এসেছে যে, 'লোকেরা ওমর ফারূক (রাঃ)-এর যামানায় ২৩ রাক'আত তারাবীহ পড়ত' একথাটি 'যঈফ'। কেননা ইয়াযীদ বিন রূমান ওমর (রাঃ)-এর যামানা পাননি।[১৩] অতএব ইজমায়ে ছাহাবা কর্তৃক ওমর, ওছমান ও আলী (রাঃ)-এর যামানা থেকে ২০ রাক'আত তারাবীহ সাব্যস্ত বলে যে কথা চালু রয়েছে, তার কোন শারঈ ভিত্তি নেই। একথাটি 'মুদরাজ' বা পরবর্তীকালে অনুপ্রবিষ্ট। এতদ্ব্যতীত চার খলীফার কারো থেকেই ছহীহ সনদে ২০ রাক'আত তারাবীহ প্রমাণিত নয়।[১৪] বিশ রাক'আত তারাবীহ-এর প্রমাণে বর্ণিত হাদীছটি জাল।[১৫]

(গ) জামা'আতের সাথে রাতের ছালাত (তারাবীহ) আদায় করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত এবং দৈনিক নিয়মিত জামা'আতে আদায় করা 'ইজমায়ে ছাহাবা' হিসাবে প্রমাণিত *(মিশকাত হা/১৩০২)*। অতএব তা বিদ'আত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

৭. ছিয়াম ভঙ্গের কারণ সমূহ : (ক) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে খানাপিনা করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় এবং তার কাযা ওয়াজিব হয়। (খ) যৌনসম্ভোগ করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় এবং তার কাফফারা স্বরূপ একটানা দু'মাস ছিয়াম পালন অথবা ৬০ (ষাট) জন মিসকীন খাওয়াতে হয় *(নিসা ৯২; মুজাদালাহ ৪)*। (গ) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে ক্বাযা আদায় করতে হবে। তবে অনিচ্ছাকৃত বমি হ'লে, ভুলক্রমে কিছু খেলে বা পান করলে, স্বপ্নদোষ বা সহবাসজনিত নাপাকী অবস্থায় সকাল হয়ে গেলে, চোখে সুর্মা লাগালে বা মিসওয়াক করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় না।[১৬]

৮. ছিয়ামের অন্যান্য বিধান : (ক) অতি বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বা অসুস্থ তথা যারা ছিয়াম পালনে অক্ষম, তারা ছিয়ামের ফিদইয়া হিসাবে দৈনিক একজন করে মিসকীন খাওয়াবেন *(বাক্বারাহ ২/১৮৪)*। ছাহাবী আনাস (রাঃ) গোশত-রুটি বানিয়ে একদিনে ৩০ (ত্রিশ) জন মিসকীন খাইয়েছিলেন।[১৭] ইবনু আব্বাস (রাঃ) গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলাদেরকে ছিয়ামের ফিদইয়া আদায় করতে বলতেন।[১৮] (খ) মৃত ব্যক্তির ছিয়ামের ক্বাযা তার উত্তরাধিকারীগণ আদায় করবেন অথবা তার বিনিময়ে ফিদইয়া দিবেন।[১৯] ফিদইয়ার পরিমাণ দৈনিক এক মুদ বা সিকি ছা' চাউল অথবা গম।[২০] তবে বেশী দিলে বেশী নেকী পাবেন *(বাক্বারাহ ২/১৮৪)*।

---

১. *বুখারী হা/৩৮; মুসলিম হা/৭৬০; মিশকাত হা/১৯৫৮।*
২. *বুখারী হা/১৯০৪; মুসলিম হা/১১৫১; মিশকাত হা/১৯৫৯।*
৩. *আবুদাঊদ হা/২৩৫৩; মিশকাত হা/১৯৯৫।*
৪. *ত্বাবারাণী, ছহীহুল জামে' হা/৩৯৮৯।*
৫. *বুখারী, মিশকাত হা/৪১৯৯; মুসলিম, ঐ, হা/৪২০০।*
৬. *আবুদাঊদ হা/২৩৫৭-২৩৫৮; মিশকাত হা/১৯৯৩-৯৪।*
৭. *বুখারী হা/১৯১৯; মুসলিম হা/১০৯২; নায়লুল আওত্বার ২/১২০ পৃঃ।*
৮. *ফাৎহুল বারী হা/৬২২-২৩-এর ব্যাখ্যা, ২/১২৩-২৪; নায়লুল আওত্বার ২/১১৯।*
৯. *মুসলিম হা/৭৫৯; মিশকাত হা/১২৯৬।*
১০. *বুখারী হা/১১৪৭; মুসলিম হা/৭৩৮; মিশকাত হা/১১৮৮।*
১১. *মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৩৭৯, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩০২, 'ছালাত' অধ্যায়, 'রামাযানে রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ।*
১২. *বুখারী, মিশকাত হা/১৩০১।*
১৩. *দ্রঃ আলবানী, মিশকাত হা/১৩০২ টীকা-২।*
১৪. *হাশিয়া মুওয়াত্ত্বা পৃঃ ৭১-এর হাশিয়া-৭, 'রামাযানে ছালাত' অধ্যায়; দ্রঃ তুহফাতুল আহওয়াযী শরহ তিরমিযী হা/৮০৩-এর ব্যাখ্যা ৩/৫২৬-৩২।*
১৫. *আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৪৪৫, ২/১৯১ পৃঃ।*
১৬. *শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৫/২৭১-৭৫, ২৮৩; ১/১৬২ পৃঃ।*
১৭. *ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ১৮৪ আয়াত।*
১৮. *বুখারী হা/৪৫০৫; ইরওয়া হা/৯১২; নায়ল ৫/৩১১ পৃঃ।*
১৯. *নায়লুল আওতার ৫/৩১৫-১৭ পৃঃ।*
২০. *বায়হাক্বী হা/৮০০৫-০৬, ৪/২৫৪ পৃঃ।*

রাসূল (ছাঃ)-এর শানে শব্দ প্রয়োগে সতর্কতা

*-মুহাম্মাদ জুয়েল রানা**

জনপ্রিয়তা শুদ্ধতার দলীল নয়। কোন মানুষের প্রতি মুগ্ধতা বরাবরই অন্ধ অনুকরণের দিকে ধাবিত করে। জীবিত ব্যক্তির প্রতি অন্ধ ভক্তি কাম্য নয়। কারণ কোন সেলিব্রেটি বক্তা যখন রাসূল (ছাঃ) প্রসঙ্গে বলেন, তিনি 'কাউবয়' ছিলেন, খাদীজাতুল কুবরার 'কর্মচারী' ছিলেন। এসব তিনি ভুলই বলেছেন। কিন্তু জনপ্রিয় মানুষের ভুলের সমস্যা হ'ল এ ভুল ব্যাপক পরিচিতি পায়। আর মানুষ সেটাকে ভুল বলে মানতে চায় না। 'কাউবয়' শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'রাখাল'। 'রাখাল' শব্দ বললে অন্তরে হীন দৃশ্যপট ভেসে ওঠে। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে যদি কেউ 'কাউবয়' বলে, তাহ'লে দৃশ্যপটে সেই হীন অবয়বটিই ফুটে ওঠে। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শানে এরূপ শব্দ প্রয়োগ মুমিনের জন্য কখনোই শোভনীয় নয়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সহ সব আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম বকরী চরিয়েছেন। বকরী চরিয়েছেন বলেই কি তাদেরকে 'কাউবয়' বা 'রাখাল' বলা যাবে? এর উত্তর হ'ল, না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে 'কাউবয়' বলার সুযোগ নেই। এটা তাঁকে হীন করার শামিল।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনী অধ্যয়নে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর দুধ ভাইয়ের সাথে বকরী চরাতে গিয়েছেন। তবে নিয়মিত যাওয়ার কথা বলা হয়নি। 'রাখাল' বা 'কাউবয়' এই পেশার সাথে সম্পৃক্তদের বলা যেতে পারে। অর্থাৎ যারা পেশাগতভাবে গরু-ছাগল চরায়। কিন্তু যারা মাঝে-মধ্যে বা সাময়িক এ কাজ করে, তাদেরকে 'কাউবয়' বলার প্রশ্নই আসে না। সেজন্য নবীজিকে 'কাউবয়' বলা অযৌক্তিক এবং গর্হিত। এছাড়া যে গরু চরানোর পেশায় নিয়োজিত, তাকে কাউবয় বলা হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গরু চরিয়েছেন বলে হাদীছ বা সীরাতের কিতাবগুলোতে উল্লেখ নেই। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে 'কাউবয়' বলা বাস্তবতার বিপরীত।

সবচেয়ে বড় কথা হ'ল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শানে এমন শব্দ ব্যবহার করার অনুমতি নেই, যার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে খাটো করে দেখার সুযোগ তৈরি হয়। যেমন ইহূদীরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে খাটো করে বলত 'রা'এনা'। এর অর্থ লক্ষ্য করা, তত্ত্বাবধান করা। কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য না করে এবং ইহূদীদের উদ্দেশ্য না জেনে কোন কোন ছাহাবী শব্দটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শানে প্রয়োগ করতে শুরু করেন। তখন আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করে এ বিষয়ে সতর্ক করেন এবং শব্দটি ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। এ থেকে বুঝা যায়, অর্থ সঠিক হ'লেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শানে শব্দ প্রয়োগে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যেন কোনভাবে তাঁর প্রতি অসম্মানের সুযোগ তৈরি না হয়। এক্ষেত্রে দাঈদের সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন -আমীন!

* *সহকারী শিক্ষক, উৎকর্ষ ইসলামিক স্কুল, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।*

'বিশ্বনবীর কিন্তু টাকা-পয়সা ছিল না। ছাগল চরাতো, কাউবয় ... এরপর খাদীজাতুল কুবরার স্টাফ (কর্মচারী) হিসাবে ক্যারিয়ার শুরু করলেন...'। প্রিয় পাঠক! এত আধুনিকতা কতটুকু শোভনীয়? তিনি আমাদের রাসূল, তাঁর শানে এমন শব্দ ব্যবহার শালীনতার সীমা বহির্ভূত। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلاَّ رَعَى الْغَنَمَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةَ، 'আল্লাহ তা'আলা এমন কোন রাসূল প্রেরণ করেননি, যিনি বকরী চরাননি। তখন তাঁর ছাহাবীগণ বলেন, আপনিও? তিনি বলেন, হ্যাঁ; আমি কয়েক ক্বিরাতের (মুদ্রা) বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল চরাতাম'।[১] এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সহ সকল নবী (সাময়িক সময়ের জন্য হ'লেও) মেষ চরানোর কাজ করেছেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পবিত্র জীবনী বা তাঁর ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে মেষ চরিয়েছেন এটা বলা যেতে পারে। কিন্তু তাঁর সম্মানহানি হয়- এমন অশোভন শব্দ উচ্চারণ করা বা ইঙ্গিত করা হারাম।

'কাউবয়' শব্দটা কানে আসলে চোখে কি ভাসে? ওয়েস্টার্ন মুভির দৃশ্য। যাযাবর উচ্ছৃংখল একদল লোক যারা সারা বছর গরু চরিয়ে যখন শহরে ফেরে তখন বিশৃঙ্খলা, অনাচারে লিপ্ত হয়। ম্যানার বলে কিছু থাকে না। অথচ নবীগণের মেষ চরানোর কারণ হ'ল আল্লাহ তাঁদেরকে ধৈর্যশীল করতে চেয়েছেন, যেন তাঁরা স্বীয় উম্মাতের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করতে পারেন। নবী মূসা (আঃ)-এর সাথে তাঁর উম্মতের লোকেরা যা করেছিল, তা ছিল রীতিমতো অসহনীয়। উম্মতকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে-এই শিক্ষাই তাঁদের মধ্যে প্রোথিত করেছেন। গরু চরানোর মাধ্যমে এ লক্ষ্য অর্জিত হয় না। আমাদের রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনোই গরু চরাননি। সুতরাং তিনি কখনও Cowboy ছিলেন না। যিনিই বলে থাকুন তিনি ভুল বলেছেন। যেখানে নবীর নাম শুনলেই দরূদ পড়তে হয়, সেখানে তাঁকে Cowboy ডাকা কতটা ঔদ্ধত্য তা বলাই বাহুল্য।

মহান আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা রা'এনা বলো না বরং 'উনযুরনা' বল এবং (তাঁর) কথা শোন। আর (মনে রেখ) কাফেরদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি' *(বাক্বারাহ ২/১০৪)*। এখানে رَاعِنَا -এর অর্থ আমাদের দিকে খেয়াল করুন! কোন কথা বুঝা না গেলে এই শব্দ ব্যবহার করে শ্রোতা নিজের প্রতি বক্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করত। কিন্তু ইহূদীরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি বিদ্বেষ ও অবাধ্যতাবশতঃ এই শব্দ ব্যবহার করত, যাতে তার অর্থের পরিবর্তন ঘটতো এবং তাদের অবাধ্যতার উদ্দেশ্যে মিষ্ট-মধুর

১. *বুখারী হা/২২৬২; মিশকাত হা/২৯৮৩।*

স্বাদ পেত। যেমন তারা বলত, رَاعِنَا 'রাঈনা' অথবা رَاعِيْنَا 'রা'এনা' (নির্বোধ)। অনুরূপভাবে তারা عَلَيْكَ السَّلاَمُ-এর পরিবর্তে عَلَيْكَ السَّامُ (আপনার মৃত্যু হোক!) বলত।[২] তাই মহান আল্লাহ বললেন, তোমরা اُنْظُرْنَا বল। এই আয়াত থেকে জানা গেল, যে শব্দসমূহের মধ্যে অপমানজনক অর্থের আভাস থাকবে, আদব ও সম্মানার্থে তা ব্যবহার ঠিক নয়। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে গরুর রাখাল বা cowboy ডাকাও নিষিদ্ধ।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বয়স যখন আট বছর তখন তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব চলে গেলেন পরপারে। তাঁর ঠাঁই হ'ল চাচা আবু তালিবের ঘরে। সেখানেই শৈশব ও কৈশোর পাড়ি দিলেন। প্রচণ্ড টানা-পোড়েন ছিল চাচার সংসারে। তাই বিশ্বনবী (ছাঃ) সহযোগিতার লক্ষ্যে মাঝে মধ্যে ছাগল চরাতেন। তিনি ছাগল-ভেড়া চরাতে উৎসাহ দিয়েছেন। কারণ ছাগল লালন-পালনে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বরকত রয়েছে। উম্মে হানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) তাঁকে বলেন, اتَّخِذِي غَنَمًا فَإِنَّ فِيهَا بَرَكَةً 'তুমি ছাগল-ভেড়া লালন-পালন কর। কারণ তাতে বরকত রয়েছে'।[৩]

অপরদিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনোই খাদীজা (রাঃ)-এর কর্মচারী ছিলেন না। তাঁর সাথে ব্যবসা ছিল মুযারাবা ভিত্তিতে। মূলধন ছিল খাদীজার আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সে ব্যবসা পরিচালনা করেছেন। তাঁরা লভ্যাংশ ভাগ করে নিয়েছেন।[৪] খাদীজা (রাঃ)-এর একাধিক ব্যবসা ছিল। কিন্তু মক্কাবাসীদের ব্যবসা যেহেতু আমদানী-রফতানী ভিত্তিক ছিল, ফলে তার নিজের পক্ষে এই ব্যবসা পরিচালনা সম্ভব ছিল না। প্রায় সব সীরাতবিদগণ এমনটি বলেছেন। ১২ বছর বয়সে পিতৃব্য আবু ত্বালিবের সাথে সর্বপ্রথম ব্যবসা উপলক্ষে শাম বা সিরিয়া সফর করেছিলেন। কিন্তু বাহীরা রাহেবের কথা শুনে চাচা তাকে সাথে সাথেই মক্কায় ফেরৎ পাঠিয়ে দেন।[৫]

২. *বুখারী হা/৬২৫৬।*
৩. *ইবনু মাজাহ হা/২৩০৪; ছহীহাহ হা/৭৭৩।*
৪. *সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), (রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ১৪৩৭ হি./২০১৫ খ্রি.), পৃ. ৭৬।*
৫. *হাকেম হা/৪২২৯; তিরমিযী হা/৩৬২০।*

কুরায়েশ বংশে অনেকে ছিলেন, যারা নির্দিষ্ট লভ্যাংশের বিনিময়ে ব্যবসায়ে পুঁজি বিনিয়োগ করতেন। কিন্তু নিজেরা সরাসরি ব্যবসায়িক সফরে যেতেন না। এজন্য তারা সর্বদা বিশ্বস্ত ও আমানতদার লোক তালাশ করতেন। খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ ছিলেন এমনই একজন বিদুষী ব্যবসায়ী মহিলা। মুহাম্মাদের সততা ও আমানতদারীর কথা শুনে তিনি তার নিকটে অন্যদের চেয়ে অধিক লভ্যাংশ দেওয়ার অঙ্গীকারে ব্যবসার প্রস্তাব পাঠান। চাচার সাথে পরামর্শক্রমে তিনি এতে রাযী হয়ে যান। অতঃপর খাদীজার গোলাম মায়সারাকে সাথে নিয়ে প্রথম ব্যবসায়িক সফরে তিনি সিরিয়া গমন করেন। ব্যবসা শেষে মক্কায় ফিরে আসার পরে হিসাব-নিকাশ করে মূল পুঁজি সহ এত বেশী লাভ হস্তগত হয় যে, খাদীজা ইতিপূর্বে কারু কাছ থেকে এত লাভ পাননি।[৬]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সৃষ্টিজগতে এতটাই সম্মানের পাত্র যে, তাঁর শান ও মান রক্ষা করা উম্মতের জন্য অবশ্য কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শানে কি কি কথা বলা যাবে; আর কি কি বলা যাবে না- সবই বর্ণিত আছে কুরআন-হাদীছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শান ও মান সম্পর্কে প্রণীত একটি মূল্যবান গ্রন্থ হ'ল কাযী ইয়ায (রহ.)-এর 'আশ-শিফা ফঅ তা'রীফি হুকূকিল মুছত্বফা'। এটির বঙ্গানুবাদও রয়েছে। আন্দালুসের (স্পেন) টলেডোতে ইবনু হাতীম মুতাফাক্কিহ তুলাইতালী নামে একজন আলেম ছিলেন। একবার বিতর্কের সময় তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে 'ইয়াতীম' বলে অভিহিত করেন। কিন্তু এই শব্দচয়নকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শানের খেলাফ হিসাবে উল্লেখ করেন আন্দালুসের সকল আলেম। তারা ঐ আলেমকে হত্যার ফৎওয়া প্রদান করেন! দেখুন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাস্তবেই ইয়াতীম ছিলেন যা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু বিতর্কের সময় এই বাস্তব সত্য কথাটাকেই আন্দালুসের সকল আলেম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শানের খেলাফ হিসাবে অভিহিত করেছেন। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে Cowboy বলা ও নিঃসন্দেহে তাঁর শান ও মানের খেলাফ। সুতরাং আমাদের সকলের উচিত রাসূল (ছাঃ)-এর শানে শালীন শব্দ ব্যবহার করা। আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তাওফীক দান করুন-আমীন!

৬. *সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃ. ৭৬।*

আল-ইহরাম হজ্জ কাফেলা
(বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ পালনের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান)
পরিচালনায় : মোবাইল : ০১৭১১-১৬১২৮৩, ০১৭৭৬-৫৬৩৬৫৭
মাওলানা মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম এম.এম. (এম.এ), খুলনা
ব্যবস্থাপনায়
ছালেহিয়া ট্রাভেলস এ্যান্ড ট্যুরস
সরকার অনুমোদিত ট্রাভেলস ও হজ্জ ওমরাহ এজেন্ট। লাইসেন্স নং ৫০৮।
হজ্জের নিবন্ধন ও ওমরাহ বুকিং-এর জন্য আজই যোগাযোগ করুন।
খুলনা অফিস : ছালেহিয়া ট্রাভেলস এ্যান্ড ট্যুরস, ১৪ হেলাতলা মসজিদ রোড, খুলনা।
ফোন নং ০৪১-৭২২২৩১, মোবাইল : ০১৭১১-২১৭২৮৮

অমর বাণী

*-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ**

১. প্রখ্যাত তাবেঈ মুতাররিফ বিন শিখ্খীর (মৃ. ৯৫হি.) বলেন, ستّ خصال تعرف في الجاهل: الغضب في غير شيء، والكلام في غير نفع، والعطيّة في غير موضعها، وإفشاء السّر، والثقة بكلّ أحد، ولا يعرف صديقه من عدوه, 'নির্বোধকে ছয়টি বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে চেনা যায় : (১) অকারণে রেগে যাওয়া, (২) অপ্রয়োজনীয় কথা বলা, (৩) অপাত্রে দান করা, (৪) গোপনীয়তা ফাঁস করে দেওয়া, (৫) যে কাউকে বিশ্বাস করা, (৬) বন্ধুকে শত্রু থেকে আলাদা করতে না পারা'।[১]

২. ইবনুল ক্বাইয়িম (৬৯১-৭৫১ হি.) বলেন, كنتُ آخذُ قدحًا مِن ماء زمزم، فأقرأُ عليه الفاتحة مرارًا، فأشربه؛ فأجدُ به من النفع، والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء, 'আমি একবার এক পেয়ালা যমযমের পানি নিলাম এবং সূরা ফাতিহা পড়ে তাতে কয়েকবার ফুঁক দিয়ে পান করলাম। ফলে আমি এর মাধ্যমে এমন উপকারিতা ও শক্তিমত্তা লাভ করলাম, যা কোন ঔষধেও কখনো পাইনি'।[২]

৩. ইমাম সারাখসী (মৃ. ৪৮৩হি.) বলেন, مَا تَرَدَّدَ بَيْنَ الْبِدْعَةِ وَالسُّنَّةِ يَتْرُكُهُ؛ لِأَنَّ تَرْكَ الْبِدْعَةِ لَازِمٌ وَأَدَاءُ السُّنَّةِ غَيْرُ لَازِمٍ, 'কেউ যদি বিদ'আত ও সুন্নাহ্র মাঝে দোদুল্যমান অবস্থায় থাকে, তাহ'লে বিদ'আতকে পরিত্যাগ করতে হবে। কেননা বিদ'আত পরিত্যাগ করা আবশ্যক আর সুন্নাত পালন করা আবশ্যক নয়'।[৩]

৪. ইবনু রজব হাম্বলী (৭৩৬-৭৯৫হি.) বলেন, إذا ذاق العبد حلاوة الإيمان ووجد طعمه وحلاوته ظهر ثمرة ذلك على لسانه وجوارحه فاستحلى اللسان ذكر الله وما والاه وسرعت الجوارح إلى طاعة الله, 'বান্দা যখন ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করতে পারে এবং এর সুমিষ্টতা পেয়ে যায়, তখন তার জিহ্বা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এর প্রভাব ফুটে ওঠে। ফলে জিহ্বাতে আল্লাহ্র যিকর এবং তাঁর সন্তুষ্টিমূলক কথা মিষ্টি লাগে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহ্র আনুগত্যের দিকে দ্রুত ধাবমান হয়'।[৪]

৫. আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (১১৮-১৮১ হি.) বলেন, بَعْضُ النَّاسِ يَحْتَجُّ لِتَرْكِ العلم بِكِبَرِ السِّنِّ، أَوْ عَدَمِ الذَّكَاءِ، أَوْ الْقِلَّةِ وَالْفَقْرِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَمِنْ ذَلِكَ وَسْوَاسُ الشَّيْطَانِ يُثَبِّطُونَ بِهَا, 'ইলম অর্জন পরিত্যাগ করার জন্য কিছু মানুষ বয়স বেশী হওয়া, কম মেধা, সময়ের স্বল্পতা, দারিদ্র্য প্রভৃতির অজুহাত দেয়। অথচ এগুলো সবই শয়তানী কুমন্ত্রণা, যার কারণে তারা জ্ঞান অর্জনে হতোদ্যম হয়ে পড়ে'।[৫]

৬. ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮হি.) বলেন, 'যে ব্যক্তি ক্বিয়ামুল লায়ল আদায় না করে ঘুমায়, সে ক্বিয়ামুল লায়লের বদলে চাশতের ছালাত আদায় করে নিবে'।[৬]

৭. ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮হি.) বলেন, العَدلُ نظامُ كُلِّ شَيءٍ، فإذا أُقيمَ أمرُ الدُّنيا بعَدلٍ قامَت، وإنْ لم يَكُنْ لصاحِبِها في الآخِرةِ مِن خَلاقٍ، ومَتى لم تَقُمْ بعَدلٍ لم تَقُمْ، وإن كانَ لصاحِبِها مِنَ الإيمانِ, 'ন্যায়পরায়ণতা হচ্ছে সবকিছুর শৃঙ্খলা। অতএব দুনিয়ার কাজগুলো যদি ন্যায়সঙ্গতভাবে পরিচালিত হয়, তবে ইনছাফ প্রতিষ্ঠিত হবে, যদিও সেই ইনছাফকারী (কাফের হয়, যার) আখেরাতে কোন অংশ নেই। আর যখন (কোন কিছু) ন্যায়সঙ্গতভাবে সম্পাদিত হয় না, তখন ইনছাফ প্রতিষ্ঠা পায় না, যদিও সেটা কোন ঈমানদার ব্যক্তি পরিচালনা করে'।[৭]

৮. আবূ যাকারিয়া আল-আম্বারী (রহঃ) বলেন, عِلْمٌ بلا أَدَبٍ كَنَارٍ بلا حَطَبٍ وَأَدَبٌ بلا عِلْمٍ كَرُوحٍ بلا جسْمٍ, 'শিষ্টাচার বিহীন ইলম হচ্ছে কাঠবিহীন আগুনের মতো। আর ইলমবিহীন আদব হ'ল শরীর বিহীন আত্মার মতো'।[৮]

৯. বছরার প্রখ্যাত খতীব শাবীব ইবনে শায়বাহ (মৃ. ১৭০ হি.) বলেন, من سمع كلمة يكرهها فسكت عنها انقطع عنه ما يكره، فإن أجاب عنها سمع أكثر مما يكره, 'যে ব্যক্তি অপসন্দনীয় কোন কথা শোনার পর চুপ থাকে, তার খারাপ লাগাটা শীঘ্রই চলে যায়। কিন্তু সে যদি উত্তর দিতে যায়, তবে সে যা অপসন্দ করে তার চাইতে বেশী কিছু তাকে শুনতে হয়'।[৯]

১০. ইবনুল জাওযী (৫০৮-৫৯৭ হি.) বলেন, ويتبين فهم الصبي وعلو همته وتقصيرها باختياراته لنفسه؛ وقد تجتمع الصبيان للعب فيقول العالي الهمة: من يكون معي، ويقول القاصر: مع من أكون. ومتى علت همته آثر العلم, 'শিশুর বোধশক্তি, দৃঢ় হিম্মত বা তার কমতি বোঝা যায় নিজের জন্য সে কী বাছাই করে সেটা থেকে। শিশুরা যখন খেলাধুলা করতে জড়ো হয়, তখন উচ্চ মনোবলের অধিকারী ছেলেটা বলে, 'আমার সাথে কে কে আসবে?' আর যে ছেলের হিম্মত কম সে বলে, 'আমি কার সাথে যাব?' আর যে বাচ্চার হিম্মত অনেক বেশী হয়, সে ইলম অর্জনের পথ বাছাই করে নেয়'।[১০]

---

* এম.ফিল গবেষক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. ইবনু আব্দিল বার্র, বাহজাতুল মাজালিস, পৃ. ১১৭।
২. ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালিকীন, ১/৫৮।
৩. সারাখসী, আল-মাবসূত, ২/৮০।
৪. ইবনু রজব, লাতাইফুল মা'আরেফ, পৃ. ২২৬।
৫. ইবনে মুফলিহ, আল-আদাবুশ শারইয়াহ ১/২১৫।
৬. ইবনে তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া, ২২/২৮৪।
৭. মাজমূ'উল ফাতাওয়া, ২৮/১৪৬।
৮. ইবনুল মুক্বাফফা', আল-আদাবুছ ছাগীর, পৃ. ১০।
৯. ইবনু কুতায়বা আদ-দীনাওয়ারী, উয়ূনুল আখবার ১/৪০০।
১০. ইবনুল জাওযী, তাম্বীহুন নায়েম, পৃ. ৫২।

হযরত ওছমান (রাঃ) যেভাবে খলীফা মনোনীত হয়েছিলেন

মানব সমাজে আদিকাল থেকে নেতা নির্বাচনের বিষয়টি চলে এসেছে। সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব ব্যতীত সমাজ সুন্দর ও সুচারুরূপে চলে না। তাই সুশৃঙ্খল সমাজের জন্য একজন ন্যায়বিচারক শাসক আবশ্যক। কিন্তু কিভাবে এই নেতা নির্বাচিত হবে, সে বিষয়ে বর্তমান বিশ্বে নানা পদ্ধতি চলমান রয়েছে। কিন্তু মুসলমানদের জন্য রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের পদ্ধতি অনুসরণ করা যরূরী। আবুবকর, ওমর, ওছমান ও আলী (রাঃ) ইসলামের এই চার খলীফা নির্বাচনের পদ্ধতি অবলম্বনে মুসলিম সমাজে নেতা মনোনীত হ'লে ফেৎনা-ফাসাদ থেকে মুক্তি পেত মানুষ। সমাজের সর্বত্র প্রবাহিত হত শান্তির সুবাতাস। নিম্নে ওছমান (রাঃ)-এর খলীফা মনোনয়নের ঘটনা উল্লেখ করা হ'ল।-

আমর ইবনু মায়মূন (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-কে আহত হবার কিছুদিন পূর্বে মদীনায় দেখেছি যে, তিনি হুযায়ফাহ ইবনু ইয়ামান (রাঃ) ও ওছমান ইবনু হুনায়ফ (রহঃ)-এর নিকট দাঁড়িয়ে তাঁদেরকে লক্ষ্য করে বলছেন, তোমরা এটা কি করলে? তোমরা এটা কি করলে? তোমরা কি আশঙ্কা করছ যে, তোমরা ইরাক ভূমির উপর যে কর ধার্য করেছ তা বহনে ঐ ভূখণ্ড অক্ষম? তারা বললেন, আমরা যে পরিমাণ কর ধার্য করেছি, ঐ ভূখণ্ড তা বহনে সক্ষম। এতে বাড়তি কোন বোঝা চাপানো হয়নি। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, তোমরা আবার চিন্তা করে দেখ যে, তোমরা এ ভূখণ্ডের উপর যে কর আরোপ করেছ তা বহন সক্ষম কি-না? বর্ণনাকারী বলেন, তাঁরা বললেন, না। অতঃপর ওমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ যদি আমাকে সুস্থ রাখেন তবে ইরাকের বিধবাগণকে এমন অবস্থায় রেখে যাব, যেন তারা আমার পরে কখনো অন্য কারো মুখাপেক্ষী না হয়। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর চতুর্থ দিন তিনি আহত হ'লেন। যেদিন ভোরে তিনি আহত হন, আমি তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম এবং তাঁর ও আমার মাঝে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) ছাড়া অন্য কেউ ছিল না। ওমর (রাঃ) দু'কাতারের মধ্য দিয়ে চলার সময় বলতেন, কাতার সোজা করে নাও। যখন দেখতেন কাতারে কোন ত্রুটি নেই তখন তাকবীর বলতেন। তিনি অধিকাংশ সময় সূরা ইউসুফ, সূরা নাহল অথবা এ ধরনের সূরা প্রথম রাক'আতে তিলাওয়াত করতেন, যেন অধিক পরিমাণে লোক প্রথম রাক'আতে শরীক হ'তে পারেন। তাকবীর বলার পরেই আমি তাঁকে বলতে শুনলাম, একটি কুকুর আমাকে আঘাত করেছে অথবা বলেন, আমাকে আক্রমণ করেছে। ঘাতক ইলজ দ্রুত পলায়নের সময় দু'ধারী খঞ্জর দিয়ে ডানে বামে আঘাত করে চলছে। এভাবে তের জনকে আহত করল। এদের মধ্যে সাত জন শহীদ হ'লেন।

এ অবস্থা দেখে এক মুসলিম তার লম্বা চাদরটি ঘাতকের উপর ফেলে দিলেন। ঘাতক যখন বুঝতে পারল সে ধরা পড়ে যাবে তখন সে আত্মহত্যা করল। ওমর (রাঃ) আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ)-এর হাত ধরে সামনে এগিয়ে দিলেন। ওমর (রাঃ)-এর নিকটে যারা ছিল শুধুমাত্র তারাই ব্যাপারটি দেখতে পেল। আর মসজিদের শেষে যারা ছিল তারা ব্যাপারটি এর অধিক বুঝতে পারল না যে, ওমর (রাঃ)-এর কণ্ঠস্বর শুনা যাচ্ছে না। তাই তারা 'সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ' বলতে লাগলেন। আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) তাঁদেরকে নিয়ে সংক্ষেপে ছালাত শেষ করলেন। যখন মুছল্লীগণ চলে গেলেন, তখন ওমর (রাঃ) বললেন, হে ইবনু আব্বাস (রাঃ)! দেখ তো কে আমাকে আঘাত করল। তিনি কিছুক্ষণ অনুসন্ধান করে এসে বললেন, মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ (রাঃ)-এর গোলাম (আবূ লুলু)। ওমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, ঐ কারিগর গোলামটি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। ওমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ তার সর্বনাশ করুন। আমি তার সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়েছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আমার মৃত্যু ইসলামের দাবীদার কোন ব্যক্তির হাতে ঘটাননি।

হে ইবনু আব্বাস! তুমি ও তোমার পিতা মদীনায় কাফের গোলামের সংখ্যা বৃদ্ধি পসন্দ করতে। আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট অনেক অমুসলিম গোলাম ছিল। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বললেন, যদি আপনি চান তবে আমি কাজ করে ফেলি অর্থাৎ আমি তাদেরকে হত্যা করে ফেলি। ওমর (রাঃ) বললেন, তুমি ভুল বলছ। কেননা তারা তোমাদের ভাষায় কথা বলে, তোমাদের কিবলামুখী হয়ে ছালাত আদায় করে, তোমাদের মত হজ্জ করে। অতঃপর তাঁকে তাঁর ঘরে নেয়া হ'ল। আমরা তাঁর সঙ্গে চললাম। মানুষের অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছিল, ইতিপূর্বে তাদের উপর এত বড় মুছীবত আর আসেনি। কেউ কেউ বলছিলেন, ভয়ের কিছু নেই। আবার কেউ বলছিলেন, আমি তাঁর সম্পর্কে আশংকাবোধ করছি।

অতঃপর খেজুরের শরবত আনা হ'ল, তিনি তা পান করলেন। কিন্তু তা তাঁর পেট হ'তে বেরিয়ে পড়ল। অতঃপর দুধ আনা হ'ল, তিনি তা পান করলেন; তাও তাঁর পেট হ'তে বেরিয়ে পড়ল। তখন সকলেই বুঝতে পারলেন, তাঁর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আমরা তাঁর নিকট উপস্থিত হ'লাম। অন্যান্য লোকজনও আসতে শুরু করল। সকলেই তাঁর প্রশংসা করতে লাগল। তখন যুবক বয়সী একটি লোক এসে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার জন্য আল্লাহর সু-সংবাদ রয়েছে, আপনি তা গ্রহণ করুন। আপনি নবী করীম (ছাঃ)-এর সাহচর্য গ্রহণ করেছেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগেই আপনি তা গ্রহণ করেছেন, যে সম্পর্কে আপনি নিজেই অবগত আছেন অতঃপর আপনি খলীফা হয়ে ন্যায় বিচার করেছেন। অতঃপর আপনি শাহাদত লাভ করেছেন। ওমর (রাঃ) বললেন, আমি পসন্দ করি যে, তা আমার জন্য ক্ষতিকর বা লাভজনক না হয়ে সমান সমান হয়ে যাক। যখন যুবকটি চলে যেতে উদ্যত হ'ল তখন তার লুঙ্গিটি মাটি ছুঁয়ে যাচ্ছিল। ওমর (রাঃ) বললেন, যুবকটিকে আমার নিকট ডেকে আন। তিনি বললেন, হে ভাতিজা! তোমার কাপড়টি উঠিয়ে নাও। এটা তোমার কাপড়ের পরিচ্ছন্নতার জন্য এবং তোমার রবের নিকটও

পসন্দনীয়। হে আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর! তুমি হিসাব করে দেখ আমার ঋণের পরিমাণ কত। তাঁরা হিসাব করে দেখতে পেলেন ছিয়াশি হাযার (দিরহাম) বা এর কাছাকাছি। তিনি বললেন, যদি ওমরের পরিবার-পরিজনের মাল দ্বারা তা পরিশোধ হয়ে যায়, তবে তা দিয়ে পরিশোধ করে দাও। অন্যথা আদি ইবনু কা'ব এর বংশধরদের নিকট হ'তে সাহায্য গ্রহণ কর। তাদের মাল দিয়েও যদি ঋণ পরিশোধ না হয় তবে কুরাইশ কবীলা হ'তে সাহায্য গ্রহণ করবে, এর বাইরে কারো সাহায্য গ্রহণ করবে না। আমার পক্ষ হ'তে তাড়াতাড়ি ঋণ আদায় করে দাও। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ)-এর খিদমতে তুমি যাও এবং বল ওমর আপনাকে সালাম পাঠিয়েছে। 'আমীরুল মুমিনীন' শব্দটি বলবে না। কেননা এখন আমি মুমিনগণের আমীর নই। তাঁকে বল, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব তাঁর সাথীদ্বয়ের পাশে দাফন হবার অনুমতি চাচ্ছেন।

ইবনু ওমর (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)-এর খিদমতে গিয়ে সালাম জানিয়ে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তিনি বললেন, প্রবেশ কর, তিনি দেখলেন, আয়েশা (রাঃ) বসে বসে কাঁদছেন। তিনি গিয়ে বললেন, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) আপনাকে সালাম পাঠিয়েছেন এবং তাঁর সঙ্গীদ্বয়ের পার্শ্বে দাফন হবার জন্য আপনার অনুমতি চেয়েছেন। আয়েশা (রাঃ) বললেন, তা আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু আজ আমি এ ব্যাপারে আমার উপরে তাঁকে অগ্রগণ্য করছি।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) যখন ফিরে আসছেন তখন বলা হ'ল- এই যে আব্দুল্লাহ ফিরে আসছে। তিনি বললেন, আমাকে উঠিয়ে বসাও। তখন এক ব্যক্তি তাকে ঠেস দিয়ে বসিয়ে ধরে রাখলেন। ওমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, কি সংবাদ? তিনি বললেন, আমীরুল মুমিনীন! আপনি যা কামনা করেছেন, তাই হয়েছে, তিনি অনুমতি দিয়েছেন। ওমর (রাঃ) বললেন, আলহামদুলিল্লাহ। এর চেয়ে বড় কোন বিষয় আমার নিকট ছিল না। যখন আমার মৃত্যু হয়ে যাবে তখন আমাকে উঠিয়ে নিয়ে, তাঁকে আমার সালাম জানিয়ে বলবে, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) আপনার অনুমতি চাচ্ছেন। যদি তিনি অনুমতি দেন, তবে আমাকে প্রবেশ করাবে আর যদি তিনি অনুমতি না দেন তবে আমাকে সাধারণ মুসলিমদের কবরস্থানে নিয়ে যাবে। এ সময় উম্মুল মুমিনীন হাফছাহ (রাঃ)-কে কতিপয় মহিলাসহ আসতে দেখে আমরা উঠে পড়লাম। হাফছাহ (রাঃ) তাঁর নিকট গিয়ে কিছুক্ষণ কাঁদলেন। অতঃপর পুরুষরা এসে প্রবেশের অনুমতি চাইলে, তিনি ঘরের ভিতর গেলে ঘরের ভেতর হ'তেও আমরা তাঁর কান্নার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। তাঁরা বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি অছিয়ত করুন এবং খলীফা মনোনীত করুন।

ওমর (রাঃ) বললেন, খিলাফতের জন্য এ কয়েকজন ছাড়া অন্য কাউকে আমি যোগ্যতম পাচ্ছি না, যাঁদের প্রতি নবী করীম (ছাঃ) তার মৃত্যুর সময় রাযী ও খুশী ছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁদের নাম বললেন, আলী, ওছমান, যুবায়ের, ত্বালহা, সা'দ ও আব্দুর রহমান ইবনু আউফ (রাঃ) এবং বললেন, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) তোমাদের সঙ্গে থাকবে। কিন্তু সে খিলাফত লাভ করতে পারবে না। তা ছিল শুধু সান্ত্বনা মাত্র। যদি খিলাফতের দায়িত্ব সা'দের (রাঃ) উপর ন্যস্ত করা হয় তবে তিনি এর জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি। আর যদি তোমাদের মধ্যে অন্য কেউ খলীফা নির্বাচিত হন তবে তিনি যেন সর্ববিষয়ে সা'দের সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ করেন। আমি তাঁকে অযোগ্যতা বা খিয়ানতের কারণে অপসারণ করিনি।

আমার পরের খলীফাকে আমি অছিয়ত করছি, তিনি যেন প্রথম যুগের মুহাজিরগণের হক সম্পর্কে সচেতন থাকেন, তাদের মান-সম্মান রক্ষায় সচেষ্ট থাকেন। আমি তাঁকে আনছার ছাহাবীগণ, যাঁরা মুহাজিরগণের আসার আগে এই নগরীতে (মদীনায়) বসবাস করে আসছেন এবং ঈমান এনেছেন, তাঁদের প্রতি সদ্ব্যবহার করার অছিয়ত করছি। তাঁদের মধ্যে নেককারগণের ওযর-আপত্তি যেন গ্রহণ করা হয় এবং তাঁদের মধ্যে কারোর ভুল-ত্রুটি হ'লে তা যেন ক্ষমা করে দেয়া হয়। আমি তাঁকে এ অছিয়তও করছি যে, তিনি যেন রাজ্যের বিভিন্ন শহরের আধিবাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করেন। কেননা তাঁরাও ইসলামের হিফাযতকারী এবং তারাই ধন-সম্পদের যোগানদাতা। তারাই শত্রুদের চোখের কাঁটা। তাদের হ'তে তাদের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে কেবলমাত্র তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ যেন যাকাত আদায় করা হয়। আমি তাঁকে পল্লীবাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করারও ওছিয়ত করছি। কেননা তারাই আরবের ভিত্তি এবং ইসলামের মূল শক্তি। তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ এনে তাদের দরিদ্রদের মধ্যে যেন বিলিয়ে দেয়া হয়। আমি তাঁকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর যিম্মীদের (অমুসলিম সম্প্রদায়) বিষয়ে অছিয়ত করছি যে, তাদের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার যেন পূরণ করা হয়। তাদের পক্ষাবলম্বনে যেন যুদ্ধ করা হয়, তাদের শক্তি-সামর্থ্যের অধিক জিযিয়া যেন চাপানো না হয়। (রাবী বলেন) ওমর (রাঃ)-এর মৃত্যু হয়ে গেলে আমরা তাঁর লাশ নিয়ে পায়ে হেঁটে চললাম। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে সালাম করলেন এবং বললেন, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) অনুমতি চাচ্ছেন। আয়েশা (রাঃ) বললেন, তাকে প্রবেশ করাও।

অতঃপর তাঁকে প্রবেশ করানো হ'ল এবং তাঁর সঙ্গীদ্বয়ের পার্শ্বে দাফন করা হ'ল। যখন তাঁর দাফন কাজ শেষ হ'ল, তখন ঐ ব্যক্তিবর্গ একত্রিত হ'লেন। তখন আব্দুর রহমান (রাঃ) বললেন, তোমরা তোমাদের বিষয়টি তোমাদের মধ্য হ'তে তিনজনের উপর ছেড়ে দাও। তখন যুবায়ের (রাঃ) বললেন, আমি আমার বিষয়টি আলী (রাঃ)-এর উপর অর্পণ করলাম। ত্বালহা (রাঃ) বললেন, আমার বিষয়টি ওছমান (রাঃ)-এর উপর ন্যস্ত করলাম। সা'দ (রাঃ) বললেন, আমার বিষয়টি আব্দুর রহমান ইবনু আউফ (রাঃ)-এর উপর ন্যস্ত করলাম। অতঃপর আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) ওছমান ও আলী (রাঃ)-কে বললেন, আপনাদের দু'জনের মধ্যেকার কে এই দায়িত্ব হ'তে অব্যাহতি পেতে ইচ্ছা করেন? এ দায়িত্ব অপর জনের উপর অর্পণ করব। আল্লাহ ও ইসলামের হক আদায় করা তাঁর অন্যতম দায়িত্ব হবে। কে অধিকতর

যোগ্য সে সম্পর্কে দু'জনেরই চিন্তা করা উচিত। তাঁরা চুপ থাকলেন। তখন আব্দুর রহমান (রাঃ) নিজেই বললেন, আপনারা এ দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করতে পারেন কি? আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি আপনাদের মধ্যকার যোগ্যতম ব্যক্তিকে নির্বাচিত করতে একটুও ত্রুটি করব না। তাঁরা উভয়ে বললেন, হ্যাঁ। তাদের একজনের হাত ধরে বললেন, রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে আপনার যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা এবং ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামিতা আছে তা আপনিও ভালভাবে জানেন। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এটা আপনার জন্য যরূরী হবে যে, যদি আপনাকে খলীফা মনোনীত করি তাহ'লে আপনি ইনছাফ প্রতিষ্ঠা করবেন। আর যদি ওছমান (রাঃ)-কে মনোনীত করি তবে আপনি তাঁর কথা শুনবেন এবং তাঁর প্রতি অনুগত থাকবেন। অতঃপর তিনি অপর জনের সঙ্গে একান্তে অনুরূপ কথা বললেন। এভাবে অঙ্গীকার গ্রহণ করে তিনি বললেন, হে ওছমান (রাঃ)! আপনার হাত বাড়িয়ে দিন। আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) তাঁর হাতে বায়'আত করলেন। অতঃপর আলী (রাঃ) ওছমান (রাঃ)-এর হাতে বায়'আত করলেন। তারপর মদীনাবাসীগণ এগিয়ে এসে সকলেই বায়'আত করলেন' *(বুখারী হা/৩৭০০)*।

শিক্ষা :

১. *ইমাম কাতার ঠিক করার জন্য কাতারের মধ্যে গমন করতে পারেন।*

২. *ছালাত ছেড়ে দিয়ে শত্রুকে ধরার চেষ্টা করা যায়।*

৩. *মুছল্লীরা যাতে জামা'আতে শরীক হ'তে পারে সে জন্য প্রথম রাক'আতে দীর্ঘ কিরাআত পাঠ করা যায়।*

৪. *ইমাম অসুস্থ হ'লে মুছল্লীদের মধ্যে থেকে কাউকে ইমামতির দায়িত্ব দেওয়া যায়।*

৫. *কোন কর্মীর মাঝে ত্রুটি দেখলে নেতা সংশোধন করে দিবেন।*

৬. *কারো ঋণ থাকলে ঋণপরিশোধের জন্য ওয়ারিছদের তাকীদ করা।*

৭. *মুত্তাক্বী-পরহেযগার ব্যক্তির পার্শ্ববর্তী স্থানে কবরস্থ হওয়ার আশা করা যায়।*

৮. *নেতা তার পরবর্তী দায়িত্বশীল মনোনয়নের জন্য শূরাপরিষদ গঠন করে দিয়ে যাবেন। সেই সাথে তিনি পরবর্তী দায়িত্বশীলকে অছিয়ত করে যাবেন।*

৯. *জনগণের উপরে সাধ্যাতীত করারোপ করা উচিত নয়।*

১০. *শূরার মাধ্যমে নেতা বা খলীফা মনোনীত হ'লে তার আনুগত্য করা সবার জন্য আবশ্যক হয়ে যায়।*

-আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

ডিলারশীপ ও পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

খুচরা মূল্য :

- কালোজিরা ফুলের মৌসুমের মধু-৫০০ গ্রাম ৫৯০/-
- বরই ফুলের প্রাকৃতিক মধু-৫০০ গ্রাম ৫৯০/-
- প্রাকৃতিক বিভিন্ন ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ৫৫০/-
- বিভিন্ন ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ৩৪০/-
- সরিষা ও লিচু ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ২৯৫/-
- শক্তি প্লাস আরোগ্য কালোজিরা তেল ৭৫ মিলি. ১৭০/-
- শক্তি প্লাস শান্তির দূত জয়তুন তেল ৭৫ মিলি. ১৭০/-

যোগাযোগ : প্রত্যাশা এন্টারপ্রাইজ, প্রসাদপুর বাজার, মান্দা, নওগাঁ। মোবাইল : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

ATAB MEMBER Biman BANGLADESH AIRLINES

ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস

ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস (সাবেক **ক্বাযী হজ্জ কাফেলা**) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্‌র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্‌র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

বিঃ দ্রঃ

- **সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।**
- **প্রতিমাসে ওমরাহ্‌র প্যাকেজ চালু থাকবে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।**

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০। মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels1967@gmail.com

রাজশাহী অফিস : ক্বাযী হারূণুর রশীদ, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

মহিলাদের দাওয়াতী কাজের পদ্ধতি

*-সারওয়ার মিছবাহ**

ইলমে ওহী শিক্ষা করার একটি হক, তা অপরের কাছে পৌঁছে দেয়া। এটাকেই তাবলীগ বলে। তাবলীগ বিভিন্ন পদ্ধতিতে হ'তে পারে। যেমন, কথার মাধ্যমে অপরকে দাওয়াত দেয়া। জুমআর খুৎবা, ওয়ায-মাহফিল, তা'লীমী বৈঠক ইত্যাদি বিষয় গুলো কথার মাধ্যমে দাওয়াত প্রদানের ভেতরে অন্তর্ভুক্ত হয়। আবার তাবলীগ লেখার মাধ্যমেও হ'তে পারে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি, কিতাব রচনা, বুকলেট, লিফলেট ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত। আমাদের সমাজে পুরুষদের দাওয়াতী অঙ্গন যতটা প্রশস্ত মহিলাদের ক্ষেত্রে দাওয়াতী অঙ্গন ততটা প্রশস্ত নয়।

মহিলারা ওয়ায-মাহফিল করতে পারে না। ঘরোয়া পরিবেশ ছাড়া কোন তা'লীমী বৈঠকের আয়োজন করতে পারে না। চাইলেই যাকে তাকে দাওয়াত দিতে পারে না। আবার ইলমে দ্বীন শিক্ষা করে সবাই সংসার জীবনে শিক্ষকতায় আত্মনিয়োগও করতে পারে না। মোটকথা, তারা কুরআন-হাদীছ পড়ে যা শিখে, যে চিন্তাধারা অর্জিত হয় সেটা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারে না। তাহ'লে তাদের দাওয়াতের জায়গাটা কোথায়? পদ্ধতি কি? বক্ষমান প্রবন্ধে এই বিষয়েই আলোচনা করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

আমরা মনে করি, মহিলাদের দাওয়াতী পদ্ধতির সবচেয়ে কার্যকরী পন্থা হচ্ছে লেখার মাধ্যমে দাওয়াত দেয়া। কারণ, এটা দাওয়াতের একটি শক্তিশালী এবং স্থায়ী মাধ্যম। লেখার মাধ্যমে দাওয়াত যতটা বিস্তৃতি লাভ করে এবং স্থায়ী হয়; অন্য কোন মাধ্যমে সেটা সম্ভব নয়। আর মহিলাদের ক্ষেত্রে অন্যান্য দাওয়াতী ময়দানগুলো সংকীর্ণ হ'লেও লেখালেখির অঙ্গনে রয়েছে বেশকিছু বাড়তি সুবিধা। তারা যদি লেখালেখির ময়দানে আসে তবে খুব দ্রুত এগিয়ে যাবে। কারণ, পুরুষদের তুলনায় মহিলারা বাড়িতে অবস্থান করে বেশি। সংসারের অভ্যন্তরীণ কাজগুলো ছাড়া তাদের তেমন কোন ব্যস্ততা থাকে না। ফলে তাদের চিন্তাগুলো এলোমেলো হয় না। পক্ষান্তরে পুরুষদের সারাদিন বিভিন্ন ব্যস্ততা শেষে যখন রাতে লিখতে বসে তখন চিন্তাগুলো গুছিয়ে আনতে সময় লাগে। প্রতিদিন সেটা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না।

তাদের সুবিধার আরেকটি দিক হ'ল, লেখালেখি আর দশটা শারীরিক পরিশ্রমের কাজের মত নয়। এখানে ধৈর্য ধরে বসে কাজ করতে হয়। একটা লাইনকে বারবার কেটে সম্পাদনা করতে হয়। এর জন্য বেশ ধৈর্য প্রয়োজন। যে ধৈর্য আল্লাহ তা'আলা ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের অনেক বেশী দিয়েছেন। সুতরাং তারা তাদের সময়গুলো নিয়মিত লেখালেখির পেছনে ব্যয় করলে খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধহস্ত হয়ে ওঠবে। এই বিষয়গুলো আমাদের সামনে থাকার জন্যই আমরা আমাদের আলেমাদের কাছে বেশ আশাবাদী। তারা লেখালেখির ময়দানে আরো বেশী সোচ্চার হবে, এটাই আমাদের কামনা।

আমরা এমন একটি সমাজে বসবাস করছি যেখানে দ্বীনের দাওয়াত অনেক বেশী। তবে সঠিক দ্বীনের দাওয়াতের বড়ই আকাল। কোন লেখাপড়া নেই, দ্বীন সম্পর্কে জানা শোনা নেই এমন অনেকেই এখানে নামমাত্র বক্তা হয়ে মানুষকে দাওয়াতের নামে পথভ্রষ্ট করছে। এমন দেশে সঠিক দ্বীনের শিক্ষা লাভ করা একজন আলেমা মাত্রই একজন কলম সৈনিক হবে। এমনটাই আমরা আশা করি। আমরা আশা করি, হয়তো সে লিখবে, নয়তো লেখা শিখবে। সে কেন হাত গুটিয়ে বসে থাকবে! তার কাছে এই উম্মাহ্‌র কি কিছুই পাওয়ার নেই! রাসূল (ছাঃ)-এর ইন্তেকালের পরে আয়েশা (রাঃ) বিভিন্ন ছাহাবীর বেশকিছু কথা ও আমলের বিরোধিতা করেছেন। কারণ, তাদের মত ও আমল রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে মেলেনি। এগুলো আমাদের তো অজানা নয়। তাহ'লে এই ঘটনাগুলো থেকে আমরা কী শিখলাম! আমাদের সমাজেও তো কত ভুল প্রচলন। শিরক, বিদ'আত ও অপসংস্কৃতি তো আছেই; আবার কুরআন-হাদীছের ভুল ব্যাখ্যারও বাজার রমরমা। সেগুলোর বিষয়ে আমাদের আলেমাদের অবস্থান কী! দেখুন! ইলমে ওহী শেখার পরে হাত গুটিয়ে বসে থাকাকে নিতান্ত অবহেলা এবং নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে অসচেতনতা আর কিইবা বলা যায়?

আপনি ভালভাবে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন, বর্তমান জেনারেশনে দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতায় ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা বেশি আক্রান্ত। কারণ, আমাদের মেয়েদের দ্বীনী জ্ঞানকে পরিচর্যা করা হচ্ছে না। একজন লেখক তো সেই বিষয়েই কলম ধরবেন যে বিষয়ে তিনি বেশী জানেন। লেখক যদি ছেলে হয় তার কলম থেকে 'প্রিয় ভাই' সম্বোধন আসবে। লেখিকা যদি মেয়ে হয় তবে তার কলম থেকে 'প্রিয় বোন' সম্বোধন আসবে এটাই স্বাভাবিক। এটা কোন নিয়মকে ফলো করে না। দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, 'প্রিয় বোন' সম্বোধনটি আমাদের আলোচনা থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। আমরা তাদের কথা ভুলে যাচ্ছি। আর এই কারণেই আমাদের মেয়েরা দ্বীন থেকে আরো বেশি দূরে সরে যাচ্ছে। বর্তমানে যে সমস্ত মহিলারা ইলমে ওহীর ধারক ও বাহক তারা কি এর দায় এড়াতে পারবে?

এবার আসুন একটু মাক্বাছিদে শরী'আহ থেকে ঘুরে আসি। রাসূল (ছাঃ)-এর একাধিক বিয়ের কারণ আমাদের অজানা নয়। যার অনেকগুলো হিকমার ভেতরে অন্যতম হিকমাহ হচ্ছে, মহিলাদের মাঝে দ্বীন প্রচার করা। কারণ, ছাহাবায়ে কেরাম রাসূল (ছাঃ)-কে শুধু বাড়ির বাইরে সামনে পেতেন। কিন্তু বাড়ির ভেতরে তার কার্যক্রমগুলো কেমন ছিল এটা শুধু স্ত্রীরাই জানতেন। অনেক সময় মহিলা ছাহাবীগণ রাসূল (ছাঃ)-কে এমন বিষয় জিজ্ঞেস করতেন যার উত্তর দিতে তিনি লজ্জাবোধ করতেন। তখন তাদের উত্তর উম্মাহাতুল মুমিনীন দিতেন। আর এটাই স্বাভাবিক। মহিলাদের অনেক ভেতরগত বিষয় থাকে যা একজন পুরুষের আলোচনায় আসা মানায় না। আর মহিলাদের মাসায়েলগত অনেক বিষয় থাকে যা পুরুষরা তেমনভাবে বোঝেও না। এখন মহিলারা যদি এই সকল দায়িত্ব পুরুষ দাঈদের ওপর ছেড়ে দিয়ে নিজেদেরকে দায়িত্ব

* শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

-মুক্ত মনে করে তবে তারা ইলমে দ্বীন শিক্ষা করে কী লাভ?

আমরা তো চাই, আমাদের মা-বোনরা কুরআন-হাদীছ গবেষণা করুক। লেখালেখিতে আত্মনিয়োগ করুক। তাদের মাধ্যমে শারঈ ফুনূনাতের বিভিন্ন বিষয়ে নতুন নতুন লেখা আসুক। তাদের লেখা দেশ হ'তে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ুক। আমাদের দাওয়াতী কাজ আরো বেগবান হোক। যুগের পরে যুগ তারাও তাদের লেখনীর মাধ্যমে অমর হয়ে থাকুক। তারা কেন একটি নির্দিষ্ট সীমায় সীমাবদ্ধ থাকবে! তাদের কুরআন-হাদীছের শিক্ষা কেন শুধু শেখার মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে! এগুলো তো আমাদেরকে কষ্ট দেয়। আল্লাহ আমাদের নিয়তকে পরিশুদ্ধ রাখুন। আমীন!

প্রিয় বোন! আপনাদের অনুরোধ করছি, সবাই নিজ জায়গা থেকে কলম ধরা শিখুন। সকল মহিলা মাদরাসাগুলোতে লেখালেখির কর্মশালার আয়োজন করুন। আমাদের অনেক লেখিকা দরকার। অনেক সিদ্ধহস্ত দাঈ প্রয়োজন। দেখুন! আপনি আজ উদ্যোগ নিলেই যে কাল লেখিকা বনে যাবেন বিষয়টা এমন নয়। এটা সাধনার বিষয়। সাধনার মাধ্যমেই তা অর্জিত হবে। লেখালেখির নিয়মগুলো মেনে নিয়মিত লিখতে থাকুন। যত দিন যাবে তত লেখা মার্জিত ও সুন্দর হ'তে থাকবে। এটাই এ পথের ধারা। আপনারা আজ যাত্রা শুরু করলে হয়ত কয়েক বছর পরে আমরা এর ফল পাবো।

এমনও হ'তে পারে, আপনার জীবনে আপনি ফল নাও দেখতে পারেন। তবে ফল কোন একসময় পাওয়া যাবেই। তা আপনারই কোন এক প্রজন্ম ভোগ করবে। আমরা আমাদের পরিবারে যে আম-কাঁঠাল খাই এ গাছগুলো একটিও আমাদের লাগানো নয়। সব গাছ আমাদের দাদা-দাদি, নানা-নানী, আব্বা-আম্মার লাগানো। আমরাও গাছ লাগাচ্ছি। তবে সেগুলোতে কোন ফল দেয় না। তবুও গাছ লাগাচ্ছি। কারণ, দাদারা গাছ না লাগালে আমরা ফল পেতাম না। আমরা যদি আজ গাছ না লাগাই তবে আমাদের নাতি-নাতনিরাও ফল পাবে না। এই ধারা অব্যাহত রাখতেই আমরাও চারা রোপণ করছি পরম যত্নে।

শেষ কথায় এতটুকুই বলতে চাই, সত্যিই বর্তমান প্রজন্ম দ্বীনী জ্ঞানের স্থানে চরম বিপর্যস্থ। সুতরাং আপনাদের দায়িত্বের জায়গাটা ভুলে যাবেন না। দেখুন! কুরআন-হাদীছের জ্ঞান আহরণের পরে যদি আপনার ভেতরে উম্মাহ্র প্রতি দরদ তৈরি না হয়, উম্মাহর পথভ্রষ্টতায় আপনার অন্তরে কোন অস্থিরতা কাজ না করে তবে বুঝবেন, ইলমের নামে আপনি শুধু কিছু শব্দার্থ শিখেছেন। রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে দিয়ে যখন একজন ইহূদীর জানাযা যাচ্ছিল তখন তিনি কিভাবে আফসোস করেছিলেন এটা আপনি জানেন না? তায়েফের লোকেরা যখন তাকে পাথর মেরে রক্তাক্ত করেছিল, যখন তায়েফবাসীকে ধ্বংস করে দেয়ার প্রস্তাবনা এসেছিল তখন তিনি কি উত্তর দিয়েছিলেন এটা আপনাকে কখনো ভাবায় না? প্রিয় বোন! সত্যিই দাওয়াতী ময়দান থেকে হাত ধুয়ে ফেলা আপনার মানায় না। সুতরাং সকল দ্বিধা ও অজুহাতের ময়লা ঝেড়ে ফেলে আজ থেকেই কলম ধরুন। উম্মাহ্র দুর্বলতাগুলো তুলে ধরুন। তাদের আমলগুলো কুরআন-হাদীছের আলোকে পর্যালোচনা করুন। 'ওয়া বিহী ক্বালা হাদ্দাছানা' থেকে অর্জিত আপনার মূল্যবান চিন্তাধারাকে মেলে ধরুন। আল্লাহ আপনার সহায় হৌন-আমীন!

ডা. সাম্মী লিউনার্দ কেয়া
এম.বি.বি.এস, এম.এস, (অবস-গাইনী)
বি.সি.এস (স্বাস্থ্য)
স্ত্রী রোগ, প্রসূতি বিদ্যা বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
বি.এম.ডি.সি রেজি: নং এ-৪৯৩১৫
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

যে সকল রোগের চিকিৎসা করা হয়
- Normal Delivery (সিজার ছাড়াই বাচ্চা হওয়া)-তে প্রাধান্য (রোগীর স্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা)।
- গর্ভধারণকালীন মায়ের বিভিন্ন জটিলতা নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- বাচ্চা না হওয়ার (বন্ধ্যাত্ব/ইনফার্টিলিটি) কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- ডিম্বাশয়ের সিস্ট-টিউমার এবং জরায়ু নালী চিকন/বন্ধ হয়ে যাওয়ার চিকিৎসা করা হয় এবং প্রয়োজনে অপারেশন করা হয়।
- লাইগেশন (Ligation) করার পর পুনরায় বাচ্চা নেওয়ার অপারেশন।

চেম্বার
মেডিপ্যাথ ডায়াগনষ্টিক কমপ্লেক্স
শুভেচ্ছা ভিউ (জমজম হাসপাতালের পার্শ্বে), কাজীহাটা, লক্ষীপুর, রাজশাহী।
রোগী দেখার সময় : বিকাল ৩-টা থেকে
ফোন : ০৭২১-৭৭৪৩৩৩ মোবাইল : ০১৭১২-৬৮৫২৯৭
সিরিয়ালের জন্য : ০১৭৯৯-৮৯৫৪৮৮, ০১৩০৮-৬৩৫৫৭২

আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা
(বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ পালনের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান)
পরিচালনায় : মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান (এম.এম, এম.এ)।
সার্বিক ব্যবস্থাপনায় :
স্মার্ট ট্যুরস এ্যান্ড ট্রাভেলস
সরকার অনুমোদিত ট্রাভেলস ও হজ্জ ওমরাহ এজেন্ট। লাইসেন্স নং ৫২৫।
বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতি মাসে ওমরাহ গ্রুপ চলমান। ১,৩০,০০০-১,৪০,০০০ টাকার মধ্যে উন্নতমানের খাবার ও আবাসন সহ ছহীহ সুন্নাহ পদ্ধতিতে ওমরাহ পালনের সুযোগ রয়েছে।
সাতক্ষীরা অফিস : কামালনগর ঈদগাহ সংলগ্ন, সাতক্ষীরা
মোবাইল : ০১৭১১-৩৬৫৩৩৭, ০১৯৭৮-১০৭৮০৫

মধ্য ফেব্রুয়ারীর সংস্কৃতি

-মুহাম্মাদ মুবাশশিরুল ইসলাম*

পৃথিবীর যে অঞ্চলে আদীবের বসবাস, আদীবের মন ও মনন বিন্যস্ত, ভাবনা পরিব্যক্ত, সে অঞ্চলে তখন অপরাহ্ন গড়িয়ে সন্ধ্যার শীত শীত বাতাস বইছে। হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার কারণে লাইব্রেরী রুমে আবদ্ধ অন্ধকার। সে প্রদীব ঘড়ির রেডিয়াম ডায়ালে তাকাল। পাঁচটা বেজে তেত্রিশ মিনিট। সন্ধ্যা হ'তে বেশী বাকী নেই। একমাস পেরিয়ে পঁচিশের বর্ষপঞ্জিকায় উচ্ছল কৌশরের মতো রুনে আছে ফেব্রুয়ারীর তের তারিখ। প্রবন্ধের কিছু নতুন প্রকরণ নিয়ে গবেষণায় গত দশ তারিখ আদীব সাহিত্যমনস্কের লাইব্রেরীতে ঢুকেছিল। তারপর খুব একটা বের হওয়া হয়নি। গবেষণা সমাপ্তির পর্যায়ে এসেছে। আজ আদীব নিজের ছোট্ট নীড়ে ফিরবে।

সাহিত্যমনস্কের মূল ভবন পেরিয়ে সদর ফটকের সামনে রিকশা নিয়ে একটানে গলির মাথায় নামল সে। গলি থেকে মিনিট চারেক পায়দল পথ-যাত্রার শেষবিন্দুতে তার আলয়। গলির মুখে বেশ বড়সড় আকারের ফুলের বাগানে আদীব প্রায়ই যাতায়াত করে। বাগানের উদ্যোক্তা আরাফ তার বন্ধু। ব্যস্ত আদীব দ্রুতপদে ঘরে ফিরছিল, হঠাৎ তার ষষ্ঠ ইন্দ্রীয়ের সাহায্যে উপলব্ধি করে যে, ফুলের বাগান কেমন যেন খালি খালি, ফুল নেই বেশিরভাগ গাছে। কোথাও যেন ফুল বোঝাই পিকআপ ভ্যানও সে ফিরতি পথে লক্ষ্য করেছে। সে ভাবনায় মন না দিয়ে আদীব ঘরে ঢুকল।

তিনদিন ধরে বন্ধ ঘরে পুরনো বইপত্রের বাসি গন্ধ। জানালা খুলতে খুলতে সে স্থির করল, সন্ধ্যার পূর্ব সময়টুকু সে অনলাইনেই কিছু টুকিটাকি কাজ সেরে নেবে। অনলাইনে হরেক রকম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের খবরে একনজর চোখ বুলাতে বুলাতে তার চোখে পড়ল একটি বিশেষ নিউজ। বোল্ড ফন্টে লেখা লাল রংঙের শিরোনামের লেখাটুকু দেখে বিস্মিত হবার বদলে সে কিঞ্চিত শিহরিত হ'ল। '১৪ই ফেব্রুয়ারী : আগামীকাল বিশ্ব জুড়ে পালিত হবে ভালবাসা দিবস'। শিরোনাম দেখে হঠাৎ আরাফের বাগান থেকে পিকআপ বোঝাই ফুলের ষষ্ঠ ইন্দ্রীয়জাত সমস্যা দিবালোকের চাইতেও বেশী পরিস্কার হয়ে উঠল। কুঞ্চিত কপালের রেখাপাতে আদীব অস্ফুট কণ্ঠে আওয়াজ তুলে বলল, 'পৃথিবী যাকে ভালবাসা দিবস হিসাবে বরণ করে, সে নোংরা দিনটি কাল? ১৪ তারিখ। অর্থাৎ আগামীকালই মধ্য ফেব্রুয়ারীতে ঘটে যাবে সভ্য সংস্কৃতির অন্যতম বড় বিপর্যয়? মধ্য ফেব্রুয়ারী মূলত সংস্কৃতির কবরচিহ্ন'...।

মাগরিবের আযান হচ্ছে। আযানের বাক্য জওয়াব দিতে দিতে আদীব মসজিদ পানে রওনা দিল। অস্পষ্ট চিন্তার আড় তখনো তার মস্তিষ্কে দোলা দিয়ে যাচ্ছে একটিমাত্র বাক্য, 'ফেব্রুয়ারী সংস্কৃতির কবরহ্নি'!

বাদ ফজর আদীব রওনা দিয়েছে রিযওয়ান সাব্বিরের বাড়ীর দিকে। মসজিদ থেকে হাঁটাপথে মিনিট দশেক। রিযওয়ানের বাসায় ভোরবেলা সমসাময়িক বিষয়ের চিন্তা-চেতনা ও তারুণ্যের সম্ভাবনাময়ী আলোচনায় কফির আড্ডাটা বেশ জমে ওঠে। কাল সন্ধ্যে থেকে মাথায় ঘুরপাক খাওয়া চেতনাগুলি রিযওয়ানের সাথে বেশ আলাপ করা যাবে। রিযওয়ান সাব্বির অতিথিদের বসার রুমে কী যেন একটা বই নিতে এসেছিল। দরজায় মিষ্টি সালাম শুনে বুঝতে বাকী রইল না যে আদীব এসেছে। দু'জনে বসে কুশল বিনিময় করল একে অপরে। আদীব চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী জিজ্ঞেস করে ফেলল, বলতো এই সপ্তাহ জুড়ে বিশ্বব্যাপী কী চলছে? হঠাৎ প্রশ্নে রেযওয়ানের ভ্রু কুঁচকে গেল, পরক্ষণেই চোখ পড়ল বর্ষপঞ্জিকায়। জবাব দিল, তুই 'ভালবাসা সপ্তাহের কথা বলছিস?' আদীবের প্রশ্নের উত্তর ঠিক ধরেছিল রেযওয়ান। সপ্তাহ কেন বললাম জানিস? কারণ, চূড়ান্ত ভালবাসা দিবস পালনের পূর্বে সপ্তাহ ধরে চলে ছোট ছোট দিবস পালনের মাধ্যমে সেটার প্রস্তুতি! যেমন ধরতে পারিস মানুষ চূড়ান্ত ভুল করার আগে যেমন ছোট ছোট ভুল করে তেমনই।

রিযওয়ান আলোচনা জমানোর চেষ্টা করল, বলল, সপ্তাহের প্রথমেই যা শুরু হয় তা হ'ল 'রোজ ডে!' বা গোলাপ দিবস। হুট করে জমে যাওয়া আলোচনায় আদীব খুশী হ'ল। বলল, ঠিক ধরছিস! 'রোজ ডে'তে যা চলে তা হ'ল একজন প্রেমিক তার প্রেমিকাকে গোলাপ উপহার দেওয়ার মাধ্যমে তাকে ভালবাসা জানায়। ফুলকে যে ভালবাসার প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয় তা সত্য করার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালানো হয়। পুরো পৃথিবী জুড়ে কতশত যুবক-যুবতী যে এই কাণ্ড ঘটায় তা বেহিসাব। চিন্তা করে দেখ, যেখানে একজন মুসলিম ব্যক্তি তার সবটা ইবাদত এবং দেহ-প্রাণ আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পণ করে এবং আল্লাহ ব্যতীত কারো কাছে মাথা নত করে না, সেখানে একজন মুসলিম যুবক কিভাবে হাঁটু গেড়ে বসে তার প্রেমিকার হাতে ফুল তুলে দেয়? এ প্রশ্নের জবাবে হয়তো ওরা ধীরকণ্ঠে বলার চেষ্টা করে, এটা তো ইবাদতের হাঁটু গাঁড়া নয়, ভালবাসা নিবেদনের জন্য। তাহ'লে এখানে ধর্মের প্রশ্ন টেনে আনার কী হ'ল? কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, ওরা কি চায় ক্বিয়ামতের দিন তার এই পাপাচার পৃথিবীর সব মানুষের সামনে দেখানো হৌক! যারা আল্লাহ্‌র ভালবাসায় রুকু ও সিজদার জন্য নত হ'তে পারে না, যারা বৃদ্ধ পিতা-মাতা কিংবা রাস্তায় মন্থর পদে হেঁটে চলা বৃদ্ধকে সাহায্যের জন্য বাঁকা হ'তে পারে না, তার এই ভালবাসার বাঁকা হয়ে ঠ্যাংভাঙ্গা লোকের ন্যায় মাথা নুইয়ে গোলাপ সমর্পণ করার মধ্যে সাফল্য কোথায়? যে অর্থ ও ভালবাসা সে পরের কন্যার জন্য ব্যয় করে সে ভালবাসা তার ঘরের ছোট ভাইবোন কিংবা বৃদ্ধ বাবা-মা কেন পায় না? ওরা হয়তো মনে করে যে 'রোজ ডে'তে ঘটা করে প্রেমিকাকে গোলাপ দিতে পারাটাই বীরত্ব। কিন্তু ওরা কী কখনো ভেবেছে, বেগানা এক নারীর জন্য হাঁটু গেড়ে বসাটা শুধু কাপুরুষদের লক্ষণই নয়; বরং পুরুষত্বের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও মহত্ব নারীর পদতলে বিলিয়ে দেয়া?

ততক্ষণে কফি এসে গেছে। ধোঁয়া ওঠা কফির মগে চুমুক দিয়ে রিযওয়ান বলে উঠল, বাহ, বেশ চিন্তা তো! এভাবে কখনো ভাবিনি তো! রোজ ডে-র পরে আসে প্রেপোজ ডে, অর্থাৎ প্রেমিক তার প্রেমিকাকে নিজের ভালবাসার কথা জানায়। প্রস্তাব দেয় ভালবাসার। এবার তুই এটাকে কি বলবি? কফির মগে চতুর্থ চুমুক দিয়ে আদীব বলতে শুরু করল- এদিনের চেতনাকে তুই এভাবে কল্পনা করতে পারিস যে, একজন প্রেমিক পুরুষ

*. শিক্ষার্থী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

তার পসন্দের নারীকে পরস্পর হারাম বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আমন্ত্রণ জানাবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা পূর্ব পরিকল্পিতভাবে পরস্পর পরস্পরের আমন্ত্রণ গ্রহণ করবে। অর্থাৎ, ঘোষণা দিয়ে পাপে লিপ্ত হবার মত বিষয়টা। মানুষ গোপনে পাপ করে আবার কখনো না জেনেও পাপ করে। পাপকালীন সময়ে কারো কাছে ধরা পড়লে ন্যূনতম চক্ষুলজ্জার কারণে হ'লেও সে লজ্জিত হয়। কিন্তু এই দিন যে ব্যাপারটা ঘটে তা হ'ল প্রকাশ্য দিবালোকে পরস্পরের প্রতি পাপাচারের আহ্বান করা। তুই কি এর অন্তরালের বোধ জানিস? যেখানে একজন মুসলিম পুরুষের চক্ষু অবনমিত রাখা সরাসরি কুরআনের বার্তা, সেখানে ওরা পরস্পরের প্রতি কিভাবে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে? তারা কি মুসলিম নয়, নাকি তারা শুধু মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করাটাকেই ইসলাম মনে করে? গোপন পাপের কথা মানুষ জানে, কিন্তু এরূপ ঘোষণাপত্র দিয়ে পাপের বিষয়টাকে তুই কি বলবি?

এরা শুধু এখানেই ক্ষান্ত হয় না। গণমাধ্যম ও যোগাযোগ মাধ্যম দূষিত করতেও ছাড়ে না। আদীব কফির মগে চুমুক দিতেই রিযওয়ান পরের দিনের কথা মনে করিয়ে দেয়ার কিঞ্চিত চেষ্টা করলেও আদীব ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলতে শুরু করল, 'এরপর দুইদিন পর্যায়ক্রমে প্রেমিক-প্রেমিকাযুগল পালন করে 'চকলেট ডে' এবং 'টেডি বিয়ার ডে'। কেমন অদ্ভূত চিন্তা করেছিস? ভালবাসার মধ্যে সব খাদ্য ছেড়ে খানিকটা অখাদ্য চকলেট, আর সব উপহার বাদ দিয়ে কেন ভাল্লুকের পুতুল উপহার দিতে হবে? এটা কোন সংস্কৃতি? চকলেট কি এতই সুস্বাদু এবং মুখরোচক খাদ্য যে, চকলেট কিনে দিতে এবং ঘটা করে চকলেট খাবার জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করতে হবে? আর সব ছেড়ে টেডি বিয়ার কেন দিতে হবে? কেন উপহার সামগ্রী হিসাবে অন্য কিছুর কথা মাথায় না এসে বিয়ারের আইডিয়া মাথায় এল?

একজন তাক্বওয়াশীল ব্যক্তি যেখানে বাজার থেকে কিনে আনা পণ্যের দৈনিক পেপার দিয়ে তৈরী প্যাকেটে থাকা মানুষ ও জন্তুর ছবি ঘরে থাকায় ফেরেশতা প্রবেশ করা নিয়ে চিন্তিত থাকেন সেখানে এই প্রজন্ম কী শুরু করেছে? তারা বিড়াল-কুকুর এবং এ জাতীয় জন্তুর পুতুল টাকা দিয়ে কিনে বাসায় শোভাবর্ধক হিসাবে ব্যবহার করছে। তবে হ্যাঁ! যাদের চেতনা ঘুনে ধরা, তারা নিজদের চেতনার সদৃশ্য কুকুর ও বিড়ালসহ জন্তুগুলোকেই উপহার হিসাবে দেখতে পাবে, উত্তম জিনিস যে পশুত্বময় হৃদয়ে অনুধাবিত হবে না সেটাতে আর বৈচিত্র্য কী? একজন যেনাকারিনী মহিলা কুকুরকে পানি পান করানোর মাধ্যমে জান্নাতবাসী হয়েছিলেন। আর বর্তমানের যেনাকার ও যেনাকারিনীরা 'টেডি বিয়ার'কে আগলে রেখেই শান্ত্ব হয়।

তুই চিন্তা করে দ্যাখ, এই এক্সপেনসিভ টেডি বিয়ারগুলি না কিনে যদি সমপরিমাণ অর্থের পশুখাদ্য কুকুর-বিড়ালকে খাওয়াত, তবে নিজ নিজ এলাকার একটি পশুও অভুক্ত থাকত না। পশুর উপমা তো বহু দূরে। গাযার দিকে চেয়েও কী ওদের অন্তরে মায়ার উদ্রেক হয় না? তবে ওদের ভালবাসা কোথায়? রক্তাক্ত লাশ আর ধ্বংসস্তুপের নীচে পড়ে থাকা শিশুর কচি হাতের আঙ্গুল দেখেও যাদের মন পাষাণ হয়ে থাকে, তাদের এই নারীপ্রীতি ও ভালবাসা মিথ্যে-ভন্ডামী বৈ আর কি!

মনোযোগী শ্রোতা রিযওয়ানের কপালে কুঞ্জিত রেখাপাত আর ছোট হয়ে আসা চোখ দু'টো স্বাভাবিক পর্যায়ে আসার মত সময় নিয়ে আদীব তার ঠাণ্ডা হয়ে আসা কফির মগে শেষ চুকুম দিল। রিযওয়ান বলল, এরপর আসে 'প্রমিজ ডে'। অর্থাৎ ওয়াদা দেয়া-নেয়ার দিন। তোর দর্শন এই দিনকে কোন পর্যায়ে নিয়ে গেছে বল দেখি!' আদীব ট্রেতে মগ রাখতে রাখতে শুরু করল- 'বেশ প্রশ্ন করেছিস! এই দিন নগ্ন সংস্কৃতির অর্ধ-উলঙ্গ প্রেমিক-প্রেমিকারা পরস্পর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে, তারা একে অপরে কখনোই আলাদা হবে না। চিরদিন একসাথে থাকবে। এরা চিরকাল এক সাথে থাকার প্রতিজ্ঞার ফাঁকে মূলতঃ চিরকাল অবৈধ পাপাচারে লিপ্ত থাকার ওয়াদা সম্পন্ন করে।

মাত্র দুইদিন আগে একে অপরকে পসন্দ করে কথিত propose day পালন করে দুইদিন পরে কেন ঘটা করে promise নিতে হবে? বলি কি! যদি এই সংস্কৃতি ও ওয়াদা নেয়ার পিচ্ছিল পাপাচার ওদেরকে পালন করতেই হয়, তবে ঘৃণ্য propose day-র মধ্যেই কি একইদিনে একে অপরকে প্রতিজ্ঞাদানের চলমান পাপাচার সমাধা করা যেত না? একইদিনে পসন্দ ও প্রতিজ্ঞার কার্য সম্পাদন করে ফেললে অন্ত ত পাপাচারের দিন একটি কমে যেত। কথার মধ্যে হঠাৎ রিযওয়ান হেসে উঠল। বিরক্তিমুখে আলোচনার বিঘ্নতায় আদীব প্রশ্ন করল, তোর কী হ'ল? রিযওয়ানের উত্তর, তোর সাথে থেকে আমিও খানিকটা সাহিত্যিক হয়েছি বটে।

হাসল আদীবও! হাত পা ছেড়ে দেহের আড়মোড়া ভেঙ্গে আদীব সোজা হয়ে বসে শুরু করল তার পরের ইনভেস্টিগেশন! 'এরপর দুইদিন নগ্ন সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় চাল। ক্রমাগত দু'দিন প্রেমিকযুগল পালন করে হারাম স্পর্শের 'Hug day এবং Kiss day'। *আস্তাগফিরুল্লাহ*। এই দুইদিনের নোংরা সংস্কৃতি কি ব্যাখ্যা করা লাগে? এই দিনগুলোর প্রচারণা চালায় পত্র-পত্রিকাতেও। আমি বেশ কিছু পত্রিকার এই বিষয়ে অভিব্যক্তি পড়েছি। ওরাও নিজেদের মেরুদণ্ড 'সংস্কৃতি' নামাঙ্কিত অপসংস্কৃতির হাতে তুলে দিয়ে তাদের পদলেহনে ব্যস্ত থাকে। যেমন ভাবে অধিকাংশ পত্রপত্রিকায় যে বাণীটুকু কমন সেটা হ'ল 'আপনার ভালবাসার ব্যক্তিটিকে আপনি আজ উষ্ণ আলিঙ্গন করতে পারেন, কপালে এঁকে দিতে পারেন চুম্বন, তবে অবশ্যই অনুমতি নিয়ে'। চিন্তা করে দেখ, এখানে প্রভুর হারামকৃত বিষয়কে কোথাকার কোন গর্দভ যুবক-যুবতীর অনুমতি নিয়ে হালাল করে নেয়। পরস্পরের অনুমতির ভিত্তিতে হাগ এবং কিস যদি 'যেনা' হিসাবে তারা আখ্যায়িত না করে তবে যদি কারো অনুমোদন নিয়ে ঐসব সুশীলদের শির নিপাত করা হয় তবে সেটা খুন হিসাবে বিবেচিত হবে কেন?

এটা কেন বললাম জানিস? কারণ, সন্তানের পিতা-মাতা তার সন্তানকে এবং দেশমাতৃকা তার নাগরিককে ফেব্রুয়ারীর অপসংস্কৃতিতে গা ডোবানোর জন্য তিলে তিলে গঠন করে না। এসবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্যই গঠন করে। এ দু'দিনের বিষয়ে শুধু এতটুকুই বলতে পারি যে, এই দিন রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে পার্ক রেঁস্তোরায় যে পরিমাণ পাপাচার চলে তা ঘৃণা করার মত খুব কম লোকই এখন অবশিষ্ট আছে। পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে, মানুষ ঘৃণা করতে করতে যখন দেখে, এটাই চলছে এবং পালিত হচ্ছে নবোদ্যমে তখন সেই ঘৃণার হৃদয়েই ফুটে ওঠে এসবের পক্ষে মৃদু ভালবাসা। ঘৃণাকারী তরুণ-তরুণীরাই ধীরে ধীরে মিশে যায় তাতে। অপসংস্কৃতির কালো

হাত তাদের টেনে নেয় গহীনে। যদি ধীরে ধীরে এমন দিবস চলতেই থাকে এবং মানুষের উপস্থিতি বেশী হ'তেই থাকে তবে এমন এক সময় আসবে যখন তুই আমিও এই সংস্কৃতির বিপরীতে কথা বলার মতো পরিবেশে পাবো না। ক্রমাগত অশ্লীল হয়ে পড়া সমাজকে কে রক্ষা করবে? রিযওয়ান জবাব দিতে চাইল না, পারল না। কারণ যদি পরিবেশ সত্যিই এমন হ'তে থাকে তবে এর জবাব হয়তো কারো কাছেই নেই।

তারপর কিছুক্ষণের নীরবতা ঘরে বিরাজ করল। না আদীব কথা বলছে, না রিযওয়ান। দু'জনেই চিন্তামগ্ন। ঘড়ির টিকটিক আওয়ায ছাপিয়ে আদীবের কণ্ঠ শোনা গেল- 'এরপর আসে চূড়ান্ত দিন। আর সেই দিন হ'ল আজকের দিন। ১৪ই ফেব্রুয়ারী। বিশ্ব যাকে ভালবাসা দিবস হিসাবে চেনে, পালন করে। পার্কের ধারে, ব্যস্ত নগরীর ফাঁকে মেলা বসে। ভালবাসা দিবসের মেলা। রাস্তার ধারে ধারে অস্থায়ী শত শত দোকানে ফুলেল সৌন্দর্য ধরা পড়ে। রাস্তাঘাটে নগ্ন সাজে সাজা ছেলে মেয়েদের জোড়ার উপস্থিতির পরিসংখ্যান এক লাফে শীর্ষবিন্দু ছুঁয়ে ফেলে। বছর জুড়ে মন্দা চলতে থাকা হোটেল-রেস্তোঁরাগুলো যেন অন্তত একদিনের জন্য হ'লেও প্রাণ ফিরে পায়। নদীর ধারে পার্টি হয়। আরও কত কী? বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সমোচ্চারিত আর একটি শব্দের বিদ্যালয়ে রূপ নেয়। পালিত হয় ভালবাসার র‍্যালি।

নারী পুরুষের অবাধ মিশ্রণে সে র‍্যালিতেই কতকিছু ঘটে যায় তার ইয়ত্তা নেই। এসকল 'যেনা'র কর্মকাণ্ড মিডিয়ার সুশীলরা আবার 'দুর্ঘটনা' শিরোনামে ফলাও করে প্রচার করে। এই এক সপ্তাহে প্রেমিকযুগল কী একবার ভেবেছে যে, গাযায় কতজন শিশুর প্রাণ গেছে? তারা কি জানে, কত অযুত পথশিশু এই এক সপ্তাহ অভুক্ত আছে? তারা কি জানে যে, এই এক সপ্তাহে কতগুলি গোনাহ তারা সঞ্চয় করেছে? না, তাদের জানা নেই; কারণ তারা কেবল ব্যস্ত ছিল রাস্তাঘাটে কুকুরের মতো আচরণে। তারা নফসে লাউয়ামার পদতলে নফসে মুতমাইন্না বলি দিয়েছে। আচ্ছা রিযওয়ান, তুই কি শফিক রেহমান কে চিনিস? উত্তর এল, 'হ্যাঁ তো! একজন সাংবাদিক হিসাবে তাকে চিনি'।

আদীব গলা ঝেড়ে আবার শুরু করল- এই শফিক রেহমানই বাংলাদেশে ভালবাসা দিবসের আমদানি করেছে পশ্চাত্য সংস্কৃতি থেকে। নিজে একজন মুসলিম হয়েও অমুসলিমদের অপসংস্কৃতিকে নিজের দেশে নিয়ে এসেছে। ভালবাসা দিবস কী তা বাঙ্গালীর অস্থিমজ্জায় জোর করে ঢুকিয়ে দিয়েছে। ২৮ দিনের ফেব্রুয়ারীর ১৪ তারিখে তথা মধ্য ফেব্রুয়ারীতে সকল শ্লীল সংস্কৃতির কবরচিহ্ন রচনা করে দেয় এই দিবস।

আজ (১৪/২/২৫) শুক্রবার। সপ্তাহের পবিত্রতম দিন, যেদিন মৃত্যুবরণ করাটাও চরম প্রাপ্তি, এই দিনেই দেখ ওরা মেতেছে কুফরীর বঙ্গোৎসবে! লজিক্যালি যদি চিন্তা করিস তাহ'লে দেখবি, এই তরুণ-তরুণীদের পরের যে প্রজন্ম আসবে তারা কতটা অশ্লীল হবে? যাদের মূলে সমস্যা তারা কিভাবে ভাল ফল দেবে?

আদীব এবং রিযওয়ান দুজনেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আগত প্রজন্মের দিশা হয়ে শূন্য তেপান্তরে দ্বীন-ধর্মহীনে ছুটে বেড়ানো যেন দেখতে পায় ওরা। ততক্ষণে ভোরের কুয়াশা ভেদ করে পূর্ব দিগন্তে সূর্য তার সৌন্দর্যে জ্বলে আছে। দুই বন্ধুই বের হয়েছে সেই সৌন্দর্যে খানিক রোদ লাগাতে। ঘর থেকে বের হ'তেই আদীব জানাল, সে আরাফের সাথে দেখা করবে; সেই বাগানের উদ্যোক্তা! দশ মিনিটের পর্বজুড়ে তারা খানিক গল্প করে নেয়। আদীব আজকের দিনে এক বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। রিযওয়ান শুনে বিস্মিত হয়। গল্প করতে করতে ওরা এসে পড়ে আরাফের বাগানের সামনে; ভাগ্যগুণে আরাফের সাথে দেখাও হয়। ওকে বেশ খুশী দেখাচ্ছিল।

আদীবের কুশল বিনিময় শেষে জিজ্ঞাসা- 'তুই এত খুশী আজ?' আরাফ বলে, ভালবাসা দিবস উপলক্ষ্যে চড়া দামে সব ফুলগুলি বেঁচতে পেরেছি। হাতে গরম টাকা, খুশী হব না? আদীব মাথা ঝাঁকায়, বলে আজ ভালাবাসা দিবস নয়, আজ সুস্থ সংস্কৃতির কবর রচনার দিবস। ভালবাসা দিবসে যে অশ্লীলতা চলে আর যে পরিমাণ পাপাচার সমগ্র দিন প্রভুর আসমানে দুর্গন্ধ হয়ে উঠে সেই দিবসের মূল আকর্ষণ ফুল। তুই সেই ফুল ভালবাসা দিবস উপলক্ষ্যে বিক্রি করেছিস; তার অর্থ এই অপসংস্কৃতিকে তুই সাদর আমন্ত্রণই জানাসনি বরং ত্বরান্বিত করার জন্য সাহায্য করেছিস। হারাম এই দিবসে হারাম কাণ্ড সাধনে ফুল বিক্রি করা টাকাকে তুই হালাল বলবি? হালাল বিষয়কে হারাম উপলক্ষ্যে ব্যবহার করলে তা হালাল থাকে? এই অর্থ কখনোই বরকত আনে না। তুইও বন্ধু পাপের ভাগ নিচ্ছিস।'

আদীবের উপস্থিত বিশ্লেষণে আরাফ লজ্জিত হয়। বুঝতে পেরে বলে- আমি এত গভীরভাবে চিন্তা করিনি বন্ধু! আস্তাগফিরুল্লাহ। এমন কাজ ভবিষ্যতে কখনো হবে না। আর কখনোই কোন দিবসে ফুল বিক্রয় করে অর্থ হাতাব না, ইনশআল্লাহ। এই ফুলকেন্দ্রিক ভালবাসা দিবসে ফুল বিক্রেতাকেও সঠিক পথ বোঝাতে বাকী রাখে না আদীব। সেই দৃশ্য দেখে রিযওয়ান দ্বিতীয়বার বিস্মিত হয়।

১৪ই ফেব্রুয়ারী ২০২৫, শুক্রবার। জুম'আর পরে হাল্কা খেয়ে আদীব আর রিযওয়ান রওনা দিয়েছে এলাকার যে স্থানগুলোকে কেন্দ্র করে দিবস জমে ওঠে সেই স্থানগুলোতে। উদ্দেশ্য হ'ল ভালবাসা দিবসে আগত উচ্ছল তারুণ্যে গা ডোবানো প্রেমিকযুগল এবং দু'টো দুনিয়াবী নোটের আশায় আগত মেলার ব্যবসায়ীদের ভালবাসা দিবসের অন্তর্গত পাপের কথা স্মরণ করিয়ে দ্বীনের পথে আনা। চারটি পা ধীরে ধীরে চিন্তিত অথচ উদ্যমী চেহারায় হেঁটে চলে পার্ক এবং মধ্য বাগানের দিকে। কারণ তারা জানে, আলোর গতিবেগের চাইতে অধিক দ্রুতবেগে বিপথে ছুটতে তরুণ-তরুণীদের হিদায়াতের অভ্রান্ত পথে আনতে এর বিকল্প রাস্তা নেই। রাতে মাহফিল শেষে ফযরে ঘুমানো জাতিকে উপদেশ দেবার দিন শেষ হয়েছে। এখন পাপাচারে লিপ্ত জাতিকে পাপের মূর্হূতেই বাধা দিতে হবে। ফিরিয়ে আনতেই হবে ওদেরকে দ্বীনের সুশীতল বৃক্ষতলে।

হে পাঠক! আমরা স্বপ্ন দেখি এমন এক সমাজের, যেখানে থাকবে আদীবের মতো সাহসী সেনানী। রিযওয়ানের মতো দৃপ্ত মনোবলের বন্ধু এবং আরাফের মতো সত্য মেনে নেওয়া সমাজ। যারা বিপথে ছুটন্ত সমাজের নতুন রাহবার হয়ে দ্বীনের কূলে ফেরাবে ওদের মহাসমুদ্র যাত্রা। পাশ্চাত্য ভালবাসা দিবস নর্দমায় ছুঁড়ে দিয়ে শান্ত হৃদয়ে, পুষ্ট বদনে প্রাণখুলে দু'হাত ক্বিবলায় প্রসারিত করে আমরা দো'আ করি, *'রব্বানা হাবলানা মিন আযওয়াজিনা ও যুর্রিয়া-তিনা কুররাতা আ'য়ুন ওয়া জা'আলনা লিল মুত্তাকীনা ইমা-মা'*।

শিক্ষক ও কিতাবের আদব রক্ষা করুন!

*-সারওয়ার মিছবাহ**

দুনিয়া যেখানে প্রতিনিয়ত সামনে এগিয়ে যাচ্ছে, সেখানে পুরাতন দিনের গল্প শোনানো এবং পুরাতন রীতি নীতি গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা যেন আমাদের নিত্য দিনের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। পাঠকের মনে এই ধারণা সৃষ্টি হয়ে গেছে যে, শিক্ষাঙ্গনের পাতা মানেই প্রচলিত ধারার বিরুদ্ধে তো কিছু একটা বলা হবেই। সে যাই হোক। কি আর করব বলুন! কষ্ট পাই বলেই তো লেখা আসে। এই কথাগুলো কৃত্রিমতা সৃষ্টি করে লেখা হয় না। বস্তুত যাদের নিয়ে স্বপ্ন দেখি, যাদের নিয়ে ভবিষ্যৎ গড়তে চাই, যাদের জন্য শিক্ষকতায় জীবনকে উৎসর্গ করেছি তাদেরকেই যখন নষ্ট হয়ে যেতে দেখি, হারিয়ে যেতে দেখি, বিপথে চলে যেতে দেখি তখনই তো কষ্ট পাই। আফসোস হয়। সেখান থেকেই লেখা আসে।

আজকে যে বিষয়ে বলতে চাচ্ছি সেটা নতুন কোন বিষয় নয়। বেশ পুরোনো এবং আলোচিত। তবুও এটার ঘাটতি যেন দিন দিন বেড়েই চলেছে। নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) বলেছেন, 'ইলম উঠিয়ে নেয়া হবে এবং মূর্খতা বর্ষিত হবে'। সেটা বর্তমানে হচ্ছেও। তবে বাহ্যিকভাবে নয়, অভ্যন্তরীণভাবে। ইলমের পাশাপাশি আরো একটি জিনিস কিন্তু উঠে যাচ্ছে। আদব। এটা অভ্যন্তরীণভাবে তো অনেক আগেই উঠে গেছে। সাম্প্রতিককালে বাহ্যিকভাবেও তা হারিয়ে যেতে শুরু করেছে। বিশেষত জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পরে যেভাবে বিষয়গুলো সামনে এসেছে তা সত্যিই আমাদের আশার প্রদীপের জন্য হুমকি স্বরূপ।

চব্বিশে দেশ স্বাধীনের পর থেকে বাংলার গ্রাম-গঞ্জের তৃণমূল পর্যায়ের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৩ বছর বয়সী ছেলেটিও নিজেকে দেশের হর্তাকর্তা মনে করছে। তারা ভাবছে, দেশটা এখন ছাত্রদের। তারা একেকজন সমন্বয়ক। তাদের ভাব যেন এমন, শিক্ষক কোন বিষয়ে তাদের ওপরে চাপ প্রয়োগ করলেই তারা শিক্ষকের বিরুদ্ধে এ্যাকশনে যাবে। শিক্ষককে জোরপূর্বক পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর করিয়ে প্রতিষ্ঠান থেকে তাড়িয়ে দিবে। আবার এদিকে ছাত্রদের দেখে ভয় করা যেন একশ্রেণীর শিক্ষকদের দায়িত্ব হয়ে গেছে। কারণ শিক্ষকের পরিবার চলে প্রতিষ্ঠানের বেতনে। চাকুরী গেলে তো পরিবার না খেয়ে থাকবে। সুতরাং তারাও ছাত্রদের কর্মবিধায়ক মনে করতে শুরু করেছে। ফলাফলে প্রতিষ্ঠানে ঝাড়ুদার বা সুইপারের চাকুরীর যতটা নিশ্চয়তা আছে, শিক্ষকের চাকুরীর ততটা নিশ্চয়তা নেই।

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমি সেই আদব ও আখলাক নিয়েই কথা বলব যে আদব ও আখলাক আজ শিক্ষার্থীদের কাছে 'পা চাটা' নামে পরিচিত। যে আদব-আখলাক তাদের কল্পনায় এক যুলুমের যাতাকল। যে আদব আজ শিক্ষার্থীদের কাছে পুরাতন যুগের কল্প-কাহিনীর মত। যে কল্প-কাহিনীর কোন সনদ নেই। যে কল্প-কাহিনীর শারঈ কোন বৈধতা নেই। আমি ধাপে ধাপে সব বিষয়গুলো স্পষ্ট করার চেষ্টা করবো। শিরোনামে দু'টি জিনিসের আদব রক্ষার কথা বলা হয়েছে। আর সব বিষয় থাকতে আমি এই দু'টিকেই কেন প্রাধান্য দিলাম তা বোঝানোর চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

কিতাব ও শিক্ষক ইলমপ্রাপ্তির মাধ্যম। এগুলোকে আরবীতে 'আ-লাতুল ইলম' বলা হয়। শুধু শিক্ষক এবং কিতাব নয় বরং কলম, খাতা, প্রতিষ্ঠান এ সবকিছুই ইলমপ্রাপ্তির মাধ্যম। মনে করুন, আপনি পেটের চিকিৎসা করাতে ডাক্তারের কাছে গেছেন। গিয়ে দেখলেন, ডাক্তার নিজেই ফাস্ট ফুড ও ভাজাপোড়ায় আসক্ত। আপনি ভাবলেন, এই লোক কিভাবে ডাক্তার হ'তে পারে! আপনি তার সাথে রূঢ় আচরণ করে বসলেন। হয়ত তর্কের এক পর্যায়ে কয়েক লাইন গালিও দিয়ে দিলেন। এখন এই ডাক্তারের কাছে আপনি কতটুকু সঠিক চিকিৎসা আশা করেন? সে যত ভাল ডাক্তারই হোক না কেন, স্বাভাবিক ভাবেই আপনি তার কাছে আর উপকৃত হ'তে পারবেন না। কারণ আপনার ওপর থেকে তার মন উঠে গেছে। আপনি তার কাছে ইতিমধ্যে ঘৃণার পাত্র হয়ে গেছেন। সে হয়ত আপনার পেসক্রিপশন লিখবে। তবে তা দিয়ে আপনার কোন লাভ হবে বলে আশা করা যায় না। কারণ এখানে আন্তরিকতার একটি বিষয় থাকে। যা আপনি নষ্ট করে ফেলেছেন।

আপনি কিন্তু এই নিয়ম ঠিকই ফলো করেন। আপনি বলেন না, টাকা দিয়ে চিকিৎসা নিচ্ছি। এখানে আন্তরিকতার কি আছে। ডাক্তারের কাছে আন্তরিকতা না দেখলে কি প্যারাসিটামলে জ্বর সারবে না? এই কনসেপ্ট আপনি বোঝেন। তবে যখনই বলি, শিক্ষকের কাছে পূর্ণ ইস্তেফাদার জন্য তার সাথে ভাল আচারণ করতে হবে। তখনই আপনার হিসাব মেলে না। আপনি দলীল খোঁজা শুরু করেন। বলেন, শিক্ষক শিখাবে; আমি শিখব। এখানে এত বিনয় আর নম্রতার কি আছে! দেখুন! দুনিয়ার সব বিষয় হিসাবে মিলবে না। কিছু বিষয়কে তার নিয়মে রেখেই আপনাকে মানতে হবে।

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি তোমাদের নিকটে শিক্ষক হিসাবে প্রেরিত হয়েছি'। এখানে 'শিক্ষক' শব্দে একটি বিশেষ তাৎপর্য লুকিয়ে আছে। আমি নিজে যদি শিক্ষক না হ'তাম তবে হয়ত এটা আমি কখনোই বুঝতাম না। আমি দেখেছি, আমাদের ছাত্রদের বাবা-মা যতই শিক্ষিত হোন না কেন, একই বিষয়ে যদি শিক্ষক এবং বাপ-মায়ের কথা বিপরীত হয় তবে ছাত্ররা সর্বদা শিক্ষকের কথাকেই সঠিক মনে করে। বাপ-মাকে ভুল মনে করে। আমি শতভাগ ছাত্রের মাঝে এই অভ্যাস দেখেছি। হয়ত এজন্যই রাসূল (ছাঃ) নিজেকে শিক্ষক বলেছেন। তিনি জানতেন, তিনি যাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছেন তাদের পিতা-মাতার কথার সাথে তার দাওয়াত মিলবে না। আপনারা জানেন, এমন অনেক ছাহাবী রয়েছেন যারা পিতা-মাতার বাঁধা উপেক্ষা করেই দ্বীনের দাওয়াত কবুল করেছেন। রাসূল (ছাঃ) শিক্ষক হিসাবে প্রেরিত হওয়ার আরো অনেক নুছূছ রয়েছে। আমি সেদিকে যাবো না। আমি শুধু ছাহাবায়ে কেরামের ব্যবহার থেকে এটা বোঝানোর চেষ্টা করব,

*. শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

শিক্ষকের সাথে আপনার কেমন আদব প্রদর্শন করতে হবে।

রাসূল (ছাঃ) নিজেকে শিক্ষক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করলেও সে সময়ের অনেকেই জানতেন না, শিক্ষকের সাথে কেমন আচরণ করতে হয়। তিনি শিখাবেন আর আমরা শিখবো, এতটুকুতেই সবকিছু সীমাবদ্ধ? নাকি এর বাইরে আরো কিছু মেন্টেইন করার আছে? এটাই ছাহাবায়ে কেরামকে শিখাতে একদিন জিবরীল এলেন। মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে অথচ হাদীছে জিবরীল জানে না এমন খুব কমই পাওয়া যাবে। যদি আমরা হাদীছে জিবরীলের দিকে দেখি, তবে আমাদের কাছে অনেক বিষয় স্পষ্ট হয়ে যাবে। যদিও অনেকেই হাদীছে জিবরীলের ব্যাখ্যায় শুধু ঈমান, ইসলাম ও ইহসানের মাঝেই সীমিত থেকেছেন। তবে আমি মনে করি, এই হাদীছ থেকে আরো কিছু শেখার আছে। শুধু ঈমান, ইসলাম ও ইহসান শেখানোই যদি উদ্দেশ্য হ'ত তবে যুবকের বেশে সবার সামনে উপস্থিত হয়ে বিনম্র হয়ে সামনে বসে জিজ্ঞেস করার কোন প্রয়োজন ছিল না। অথচ হাদীছে বসার ধরন, পোষাক ইত্যাদির বিবরণও দেয়া হয়েছে। যা হাদীছে উল্লেখিত ঈমান, ইসলাম ও ইহসানের সাথে সম্পৃক্ত নয়।

জিবরীল (আঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে ছালাতে বসার ন্যায় বসেছেন এবং হাত দু'টোকে নিজের উরুর ওপর রেখেছেন। বোঝা গেল, শিক্ষকের সামনে এভাবেই বসতে হয়। পা দুইদিকে ছড়িয়ে দিয়ে জামাইয়ের মত বসা আদবের খেলাফ। শিক্ষকের অনুমতি সাপেক্ষে তার সামনে চেয়ারে বসা যায়। তবে পায়ের ওপরে পা তুলে চেয়ারে বসা বেআদবী। শিক্ষকের সাথে হাঁটার সময় তার সামনে বা একসাথে না হেঁটে একটু পেছনে থাকাই আদব। একসাথে বাহনে চড়লে তাকে তুলনামূলক ভাল সিট ছেড়ে দেয়াটাই আদব। শিক্ষক ক্লাসে আসার আগে তার বসার চেয়ার এবং টেবিলটা মুছে রাখা আদব। শিক্ষককে কোন কাজ করতে দেখলে কোন আহ্বান ছাড়াই তার কাজে অংশ নেয়া আদব। তাকে কোন ভারী ব্যাগ হাতে কোথাও যেতে দেখলে তার ব্যাগ বহন করে দেয়া আদব। যে আদবগুলো আমি অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠানেও দেখিনি।

এগুলোকে আদব না বলে দো'আ নেয়ার মাধ্যমও বলা যেতে পারে। এ বিষয়গুলো যদি কোন ছাত্র মেনে চলে তবে তার প্রতি শিক্ষকের একটি দুর্বলতা সৃষ্টি হবেই। এটাই সেই ছাত্রকে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের ছাত্ররা তো শিক্ষকদের সালাম দেয়ার আগেও হাদীছ খুঁজে দেখে, হাদীছ কি শুধু ছাত্রদেরকেই সালাম দিতে বলে, নাকি শিক্ষকদেরকেও দিতে বলে? শিক্ষকদের কি কি দায়িত্ব? দেখুন! ছাত্র হয়ে ছাত্রদের দায়িত্ব না খুঁজে সে শিক্ষকের দায়িত্ব জানার চেষ্টা করছে। মূলকথা বলতে গেলে আজ অধিক জ্ঞানই আমাদেরকে অধিকহারে বেআদব বানাচ্ছে। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন- আমীন!

মনে পড়ে, আমি যখন হিফয পড়তাম তখন আমাদের হাফেয উসতায একটি ছোট্ট গদিতে বসে আমাদের পড়া শুনতেন। যখন তিনি থাকতেন না তখন আমি সেই গদি দেখে দেখে ভাবতাম, এখানে বসতে হয়ত খুব আরাম লাগে। কবে যে আমাদের এখানে বসার সুযোগ হবে! কবে হিফয খানার শিক্ষক হব! অথচ আমার কখনো মনে হয়নি, এটা একটা গদিই তো! বসলে তো আর গুনাহ হবে না।

একদিন ছাহাবায়ে কেরাম রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে মসজিদে নববীতে বসে কথা বলছিলেন। তবে রাসূল (ছাঃ)-এর তুলনায় ছাহাবায়ে কেরাম উচ্চ আওয়াযে কথা বলায় তখনই কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়, হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের কণ্ঠস্বরকে রাসূল (ছাঃ)-এর কণ্ঠস্বরের চেয়ে উঁচু করো না। তোমরা একে অপরের সাথে যেমন উচ্চৈঃস্বরে কথা বল, তাঁর সাথে সেভাবে কথা বলো না। এতে তোমাদের আমল নষ্ট হয়ে যাবে। তোমরা তা বুঝতেও পারবে না *(হুজুরাত ৪৯/২)*। দেখুন! শুধু শিরক-বিদ'আতই যে আমল নষ্ট করে এমন নয়। অনেক সময় বেআদবীও আমল নষ্ট করে দেয়। উল্লিখিত আয়াত থেকে এটাও বোঝা যায়, শিক্ষকের সামনে গলা উঁচু করে কথা বলা বেআদবী। আর গলা উঁচু করে কথা বলাই যদি বেআদবী হয় তবে তাকে গালমন্দ করা? তাকে অপমান করা? তার গায়ে হাত তোলা? এগুলো কি সীমালঙ্ঘন নয়? এই সীমালঙ্ঘনের ফলাফল কি কখনো ভোগ করতে হবে না? দেখুন ভাই! শিক্ষকগণ আমাদের ইলমপ্রাপ্তির মাধ্যম। সুতরাং পূর্ণ ইলম অর্জনের জন্য মাধ্যমকে সম্মান করতে হবে।

এবার একটু বই-খাতা-কলম নিয়ে বলি। আমি অনেক ছাত্র দেখেছি, যারা হাদীছের কিতাব মেঝেতে বিছিয়ে পড়তে বসে। অনেকে তো কুরআনকেও মেঝেতে রেখে পড়ে। কারণ ঐ একটাই। তারা হাদীছ-কুরআন অনেক শিখে ফেলেছে। দেখুন! এটা হালাল-হারামের বিষয় নয়। এটা আদব ও ইহতেরামের বিষয়। ফুল গাছ টবে না রেখে পলিথিনে রাখলে আপনার খারাপ লাগে। মনে হয়, সুন্দর একটি ফুল গাছ অবশ্যই একটি টবের হকদার। আপনি একটা টবের ব্যবস্থাও করেন। সুন্দর একটি গোলাপ ফুলের গাছ পলিথিনে রাখা যাবে কি-না এ বিষয়ে কখনো আপনি নুছছ খোঁজেন না। তবে হাদীছের কিতাব মেঝেতে রাখার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আছে কি না সেটার বিষয়ে আপনি কুরআন-হাদীছ থেকে দলীল খোঁজেন! আপনার মধ্যে যে আদবের ঘাটতি আছে সেটা বুঝতে আর বাকী থাকে কি!

বইয়ের পাতা ছিঁড়ে ওয়াশরুমে রাখার বিষয়ে আপনি কুরআন-হাদীছে কোন নিষেধাজ্ঞা পাবেন না। ব্যবহৃত কলম পেশাবখানায়, ময়লার ঝুড়িতে বা চলাচলের রাস্তায় ফেলে দেয়ার বিষয়েও কোন নুছছ পাবেন না। তাই বলে আপনি নিজের বিদ্যা অর্জনের মাধ্যম কলম এমন স্থানে ফেলবেন যেখানে সেটা নাপাকীর সাথে মিশবে, মানুষের পায়ের তলে পড়বে? দেখুন! কলমকে সম্মান করার জন্য আগে কলমের অবদান আপনাকে অনুধাবন করতে হবে। আপনি যে দু'হরফ ইলম অর্জন করেছেন এর পেছনে কলমের ভূমিকা নিয়ে ভাবতে হবে। তবেই আপনি কলমকে সম্মান করতে পারবেন।

আমি আমার ছাত্র যামানায় কখনো কলম ফেলে দিতাম না। এখন অবশ্য সবকিছু ডিজিটালাইজ হওয়ার সুবাদে কলমের

ব্যবহার আর তেমন একটা হয় না। তবে একসময় আমার প্রতিমাসে তিন চারটে কলমের কালি ফুরাতো। কালি ফুরানো কলমগুলো একটা ড্রয়ারে রেখে দিতাম। অনেকগুলো কলম জমা হ'লে একদিন পুড়িয়ে ফেলতাম। একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যদি ৫০০ জন ছাত্র হয় আর প্রতিমাসে যদি মাথাপিছু দুইটা করে কলম লাগে তবে প্রতিদিন গড়ে ৩০টি কলম রাস্তাঘাটে পড়বে। চরাফেরায় পায়ের নিচে তো দু'একটা পড়বেই।

সত্য কথা বলতে কি জানেন! এটা কোন দালিলিক বিষয় নয়। আমি যে কলম ব্যবহার করে বিদ্যা অর্জন করেছি সে কলম কারো পায়ের নীচে পড়বে বা তাতে কারো পেশাব অথবা নাপাকী লাগবে এটা আমার আত্মসম্মানে লাগত। এজন্যই আমি এমন কাজ করতাম। আমি চিন্তা করতাম, আমি অতি নগণ্য একজন মানুষ হয়ে যদি আমার কলম কারো পায়ের নীচে পড়া আমার আত্মসম্মানে লাগে তবে কুরআন তো আল্লাহ্র কালাম, হাদীছ তো রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী। তাঁদের সম্মানবোধ তো অনেক উঁচু। আমি এটা মেঝেতে রাখি কিভাবে! এগুলোর পাতা ছিঁড়ে ওয়াশরুমে রাখি কিভাবে! আমি ভয় পেতাম, যে ইলম অর্জনের জন্য এতটা কষ্ট করছি, দিনশেষে নিজের বেআদবীর কারণে যদি সেটা থেকেই বঞ্চিত হই! তখন আমি নিজেকে সান্ত্বনা দেব কিভাবে!

প্রিয় তালিবুল ইলম! আমরা চাই আপনারা উস্তাযের দো'আর মাধ্যমে অনেক দূর এগিয়ে যান। সবসময় মনে রাখবেন, পরিশ্রমই সফলতার সোপান। তবুও দো'আর মাধ্যমে একজন মানুষ যতদূর এগিয়ে যেতে পারে, পরিশ্রমের মাধ্যমে ততদূর এগুতে পারে না। এই বিষয় নিয়ে আরেকদিন বিস্তারিত লিখব ইনশাআল্লাহ। আজকে শুধু এতটুকুই বলব, সবার সাথে আদব প্রদর্শনের মাধ্যমে সকলের দো'আ নেয়ার চেষ্টা করুন। কখন কার দো'আয় আল্লাহ আপনার মাধ্যমে দ্বীনের খিদমত নিবেন এটা কেউ জানে না। দেখুন! সব বিষয়ে আপডেট হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিছু বিষয়ে সেই পুরাতনে ফিরে যাওয়াই ভাল। রাস্তাঘাট এখন অনেক যানজটপূর্ণ হয়েছে। তবুও রাস্তায় শিক্ষকের সাথে দেখা হ'লে সাইকেল থেকে নেমে তার সাথে কুশল বিনিময় করাই আদবের পরিচয়। সেই ছোট বেলায় পড়া ছেঁড়া বইগুলো বিক্রি না করে আলমারীতে তুলে রাখুন। এটা ইলমের প্রতি আপনার ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ।

প্রিয় তালিবুল ইলম! ভালোবাসা ও আন্তরিকতা ছাড়া কোন কিছুই লাভ করা সম্ভব নয়। আপনি আপনার প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের ভালো না বাসতে পারেন। সেটা আপনার ব্যক্তিগত বিষয়। তবে আপনাকে ইলম শিক্ষা দেয়ার বিনিময়ে তারা আপনার কাছে ভালো ব্যবহার ও আন্তরিকতা পাওয়ার হকদার। দেখুন! সবার কথা, সবার দোষ এক পাল্লায় ওযন করবেন না। নিজেকে বিচারক ভাববেন না। নিজের ইগো সমস্যার কারণে গুরুজনদের সাথে দুর্ব্যবহার করে তাদের বদদো'আ কুড়াবেন না। দেখুন! কর্মজীবনে যাওয়ার সাথে সাথেই আপনার হিরোগিরী শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু গুরুজনদের বদদো'আ আপনাকে সারাজীবন তাড়িয়ে বেড়াবে। সুতরাং এখনই সাবধান হৌন।

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা যে আদবগুলো উল্লেখ করেছি তার অধিকাংশই কুরআন-হাদীছের নুছূছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। এগুলো বিজ্ঞান দ্বারাও প্রমাণিত নয়। আবার এগুলো আদব মেনে না চললে একজন ছাত্র মুহাক্কিক আলেম হ'তে পারবে না, এমনও নয়। কালে-ভদ্রে দু'একজন আলেম হয়েও যেতে পারে। তবে কেউ যদি নিজের ইলমের মাধ্যমে জাতির উপকার করতে চায় তবে তার জন্য শিক্ষক ও কিতাবের আদব রক্ষা করাই হাযার বছরের পরীক্ষিত পথ।

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ও খুচরা ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৫১-১০৩৯০৪

Bangla Food BD

আস্থা রাখুন শতভাগ খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পণ্য সমূহ

- আম *(মৌসুমি)*
- লিচু *(মৌসুমি)*
- সকল প্রকার খেজুর
- মরিচের গুঁড়া
- হলুদের গুঁড়া
- আখের গুড় (মৌসুমি)
- খেজুরের গুড় (মৌসুমি)
- খাঁটি মধু
- খাঁটি গাওয়া ঘি
- খাঁটি নারিকেল তৈল *(এক্সট্রা ভার্জিন)*
- খাঁটি সরিষার তৈল
- খাঁটি জয়তুনের তৈল
- খাঁটি নারিকেল তৈল
- খাঁটি কালো জিরার তৈল
- নাটোরের কাঁচাগোল্লা ও বগুড়ার দই

যোগাযোগ

facebook.com/banglafoodbd
E-mail : abirrahmanarif@gmail.com
Whatsapp & Imo : 01751-103904
www.banglafoodbd.com

SCAN ME

জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা ২০২৫

সকলের জন্য উন্মুক্ত *(২০২৪ সালের বিজয়ী ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীগণ ব্যতীত)*

পুরস্কার

- ১ম পুরস্কার ১২,০০০/- *(সনদসহ)*
- ২য় পুরস্কার ৯,০০০/- *(সনদসহ)*
- ৩য় পুরস্কার ৭,০০০/- *(সনদসহ)*
- বিশেষ পুরস্কার (১০টি) ১,০০০/- *(সনদসহ)*

- সময়: তাবলীগী ইজতেমা ২০২৫ এর ১ম দিন সন্ধ্যা ৬-টা থেকে ৭-টা।
- স্থান: কেন্দ্রীয় কার্যালয়, নওদাপাড়া, রাজশাহী।
- প্রশ্নপদ্ধতি: এম. সি. কিউ. (১০০ টি), সময় : ১ ঘণ্টা।
- অংশ গ্রহণের আবেদন লিংক: shorturl.at/3VF87
- পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান: তাবলীগী ইজতেমা ২০২৫, ২য় দিন, যুব সমাবেশ মঞ্চ।

ফ্রী রেজিস্ট্রেশন

নির্বাচিত গ্রন্থ

- ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব*
- জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে কিছু পরামর্শ এবং চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব*
- স্মারকগ্রন্থ-২ *বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ*

সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭৪৬-১৩০৯৬৭

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও দাওয়াতী সফর ২০২৪

-আত-তাহরীক ডেস্ক

গত ২-৫ ডিসেম্বর মহান আল্লাহ্র অপূর্ব সৃষ্টি সাগরবক্ষের অনিন্দ্য সৌন্দর্য ও প্রসিদ্ধ চরাঞ্চল সমূহ পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র উদ্যোগে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর নেতৃত্বে 'শিক্ষা ও দাওয়াতী সফর ২০২৪' অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষা সফরে আমীরে জামা'আতের সাথে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে যোগদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, সহ-সভাপতি আবুল কালাম, সাধারণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ, আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব, সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান প্রমুখ।

এছাড়া ৩৯টি সাংগঠনিক যেলা থেকে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র সর্বমোট ২৯৮জন দায়িত্বশীল, কর্মী ও সুধী শিক্ষাসফরে অংশগ্রহণ করেন। যেলাগুলি হ'ল- ১. কক্সবাজার ২. কিশোরগঞ্জ ৩. কুমিল্লা ৪. কুড়িগ্রাম-উত্তর ৫. খুলনা ৬. গাইবান্ধা-পূর্ব ৭. গাইবান্ধা-পশ্চিম ৮. গাযীপুর-উত্তর ৯. গাযীপুর-দক্ষিণ ১০. চট্টগ্রাম ১১. চাঁপাইনবাবগঞ্জ-উত্তর ১২. জয়পুরহাট ১৩. জামালপুর-উত্তর ১৪. ঢাকা-উত্তর ১৫. ঢাকা-দক্ষিণ ১৬. দিনাজপুর-পূর্ব ১৭. দিনাজপুর-পশ্চিম ১৮. নওগাঁ ১৯. নরসিংদী ২০. নারায়ণগঞ্জ ২১. নাটোর ২২. পাবনা ২৩. পটুয়াখালী ২৪. বগুড়া ২৫. বি-বাড়িয়া ২৬. ময়মনসিংহ-উত্তর ২৭. মাদারীপুর ২৮. মেহেরপুর ২৯. রংপুর-পশ্চিম ৩০. রাজবাড়ী ৩১. রাজশাহী-সদর ৩২. রাজশাহী-পূর্ব ৩৩. রাজশাহী-পশ্চিম ৩৪. লালমণিরহাট ৩৫. শরীয়তপুর ৩৬. শেরপুর ৩৭. সাতক্ষীরা ৩৮. সিরাজগঞ্জ ও ৩৯. সিলেট-উত্তর।

২রা ডিসেম্বর বেলা ১-টা ২৫ মিনিটের ফ্লাইট যোগে মুহতারাম আমীরে জামা'আত রাজশাহী থেকে ২য় পুত্র ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীবসহ ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। ঢাকা বিমান বন্দরে রিসিভ করেন ঢাকা-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি আলহাজ্জ মোশাররফ হোসেন এবং 'যুবসংঘে'র সভাপতি ড. ইহসান ইলাহী যহীর। অতঃপর সেখান থেকে তাঁরা প্রাইভেটকার যোগে বিকাল ৩-টায় সদরঘাট নৌ টার্মিনালে পৌঁছেন।

ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন যেলা থেকে শিক্ষাসফরে যোগদানের উদ্দেশ্যে বাস ও ট্রেন যোগে আগত কর্মীরাও সদরঘাটের ২০নং গেইট 'লালকুঠি' ঘাটে উপস্থিত হন এবং শিক্ষাসফরের জন্য রিজার্ভ করা বিলাসবহুল 'পূবালী-১২' লঞ্চে উঠে স্ব স্ব কেবিনে আসন গ্রহণ করেন। কেবিন বরাদ্দ ও সার্বিক প্রস্তুতি শেষ করতে মাগরিবের সময় হয়ে যায়। অতঃপর লঞ্চের নীচতলার ডেকে সফরকারীগণ জামা'আতের সাথে এবং ২য় তলার ভিআইপি কেবিনে আমীরে জামা'আত সেখানে উপস্থিত সাথীদের নিয়ে মাগরিব-এশার ছালাত জমা ও ক্বছরসহ আদায় করেন। এরপর আমীরে জামা'আতের অনুমতিক্রমে মহান আল্লাহ্র নামে সাড়ে ৬-টায় দেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় যেলা নোয়াখালীর হাতিয়া উপযেলার তমরুদ্দীন ঘাটের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হয়। সাথে নেওয়া হয় ২ দিন ৩ রাতের প্রয়োজনীয় খাদ্য-সামগ্রী, খাবার পানি, রান্নার জন্য চুলা, গ্যাস সিলিণ্ডার, শুকনা খাবার, ফল-ফলাদি ও ঔষধপত্র ইত্যাদি। এই সফরে আমীরে জামা'আতের নির্দেশে সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মাওলানা তাসলীম সরকার এবং ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক অলী হাসান।

উল্লেখ্য যে, এটি নিছক শিক্ষাসফর ছিল না, সফরের পাশাপাশি ছিল দাওয়াতী কর্মসূচীও। বিভিন্ন স্পটে ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিকটে 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' 'আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?' 'মীলাদ প্রসঙ্গ' 'আন্দোলন'-এর 'পরিচিতি' ও বিভিন্ন প্রচারপত্র সমূহ বিতরণ করা হয়। এছাড়া 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' প্রকাশিত 'জীবনের সফরসূচী' এবং 'ছালাতের পর পঠিতব্য দো'আ সমূহ' ইত্যাদি দেওয়ালপত্রও বিভিন্ন স্থানে টাঙিয়ে দেওয়া হয়।

আলোচনা সভা : সদরঘাট থেকে লঞ্চ ছাড়ার কিছু সময় পর রাত সাড়ে ৮-টায় লঞ্চের নীচতলার ডেকে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় উপস্থিত সাথীদের উদ্দেশ্যে মুহতারাম আমীরে জামা'আত পানিপথে এই শিক্ষাসফরের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন। তিনি মহান আল্লাহ্র অপূর্ব সৃষ্টি নদী-সাগর বন-বনানী দেখে তাঁর শুক্রগুযার বান্দা হওয়ার জন্য সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। এ সময়ে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, সহ-সভাপতি আবুল কালাম, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠান শেষে ডেকের এক অংশে সাজানো ডাইনিংয়ে রাতের খাবার পরিবেশন করা হয়। খাবার গ্রহণ শেষে সকলে স্ব স্ব কেবিন ও ডেকে ঘুমিয়ে যান।

অতঃপর লঞ্চ চলতে থাকে। রাত পেরিয়ে ভোর হয়। 'আল-আওনে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকিরের ইমামতিতে লঞ্চের ডেকের নির্ধারিত স্থানে ফজরের ছালাত আদায় করা হয়। জামা'আত শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সফরসঙ্গীদের উদ্দেশ্যে

গুরুত্বপূর্ণ দরস প্রদান করেন। অনেকদিন পর জামা'আতের সাথে ফজরের ছালাত আদায় করতে পেরে তিনি মহান আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করেন। উল্লেখ্য, অসুস্থতার কারণে তিনি সম্প্রতি মসজিদে ফজরের জামা'আতে শরীক হ'তে পারেন না।

অতঃপর একটানা সকাল সাড়ে ৮-টা পর্যন্ত চলার পর তমরুদ্দীন ঘাটে পৌছার বেশ কিছু পথ আগেই ভাটার কারণে লঞ্চ আটকে যায়। ফলে সেখানেই নোঙ্গর করতে হয়। ইতিমধ্যে সকালের নাশতা পরিবেশন করা হয়।

নিঝুম দ্বীপ পরিদর্শন : ৩রা ডিসেম্বর মঙ্গলবার। নাশতার পর সকলে প্রস্তুত সফরের পরবর্তী গন্তব্য নিঝুমদ্বীপ যাওয়ার জন্য। কিন্তু নিঝুম দ্বীপের সৌ পথে নাব্যতা কম থাকায় সেখানে বড় লঞ্চ যেতে পারে না। নৌকা বা স্পীড বোট ব্যতীত যাওয়ার সহজ কোন উপায় নেই। সেকারণ বালু পরিবহনের একটি 'বাল্কহেড' (বড় নৌকা) ভাড়া করা হয় নিঝুম দ্বীপ যাওয়ার জন্য। প্রায় তিনশত যাত্রীর সকলে গাদাগাদি করে চেপে বসে নৌকায়। কেউ নৌকার সামনে-পিছনের ছাদে, কেউ মইয়ের সাহায্যে মধ্যখানের নিম্নাংশে নেমে ত্রিপাল বিছানো মেঝেতে, আবার কেউ দু'পাশে পা ঝুলিয়ে বসে। অতঃপর ৯-২০ মিনিটে যাত্রা শুরু হয়। ৩ ঘন্টা ১০ মিনিট নৌকা চলার পর বেলা সাড়ে ১২-টায় নিঝুম দ্বীপে নৌকা পৌঁছে। এই সফরে মুহতারাম আমীরে জামা'আত অংশগ্রহণ করেননি। কারণ বিগত ২০১৯ সালের ৭-১০ই মার্চের সফরে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে লঞ্চে অবস্থান করেন ঢাকা-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি মোশাররফ হোসেন এবং আল-'আওনের স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদ (রাজশাহী)।

উল্লেখ্য, নিঝুম দ্বীপ নোয়াখালী যেলার দক্ষিণে হাতিয়া উপযেলার অন্তর্গত বঙ্গোপসাগরের অগভীর মোহনায় অবস্থিত একটি ছোট দ্বীপ। এর পূর্ব নাম ছিলো চর-ওসমান, বাউল্লার চর, আবার কেউ কেউ একে ইছামতির চরও বলত। এ চরে প্রচুর ইছা মাছ (চিংড়ীর স্থানীয় নাম) পাওয়া যেত বলে একে ইছামতির চর বলা হত। ১৯৭৫ সালে হাতিয়া আসনের সংসদ সদস্য ও তৎকালীন মন্ত্রী আমীরুল ইসলাম কালাম এই দ্বীপের বিচ্ছিন্নতা এবং মৃদুমন্দ প্রকৃতি দেখে এর নামকরণ করেন 'নিঝুম দ্বীপ'। শীতকালে হাযার হাযার পাখি এই দ্বীপে আসে। মৎস্যজীবীদের আদর্শ স্থান এই নিঝুমদ্বীপ। ১৯৪০ সালে এই দ্বীপটি জেগে ওঠে এবং ১৯৫০ সালে সেখানে বসতি শুরু হয়। ১৪০৫০ একরের এই দ্বীপটির আয়তন ৯১ বর্গকিলোমিটার। এ দ্বীপে রয়েছে ৯টি গুচ্ছ গ্রাম। এ দ্বীপে হরিণ ও মহিষ ছাড়া অন্য কোন হিংস্র প্রাণী নেই।

নিঝুম দ্বীপে ট্রলার থেকে নেমে সফরকারীগণ দুপুরের খাবার গ্রহণ করেন। তারপর সেখানকার নামারবাজার মসজিদে যোহর ও আছরের ছালাত জমা ও ক্বছর আদায় করেন। অতঃপর সমুদ্র সৈকত, ওয়াচ টাওয়ার ও দ্বীপের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান ঘুরে দেখেন। এ সময়ে স্থানীয় মসজিদ, বাজার ও আশপাশের দোকানপাটে লিফলেট ও বই বিতরণ করা হয়। অতঃপর বিকাল ৩-টা ২০মিনিটে ফিরতি যাত্রা শুরু হয়। ৩ ঘণ্টা ২৫ মিনিট নৌকা চলার পর সন্ধা ৬-টা ৪৫ মিনিটে তারা হাতিয়ার তমরুদ্দীন ঘাটে পৌঁছেন।

তমরুদ্দীনে দাওয়াতী কাজঃ নিঝুম দ্বীপ থেকে ফিরে সফরকারীগণ লঞ্চে মাগরিব ও এশার ছালাত আদায় করেন। অতঃপর তমরুদ্দীন ঘাটে নেমে স্থানীয় বাজারে, দোকান-পাটে দাওয়াতী লিফলেট ও বই-পুস্তক বিতরণ করেন। উল্লেখ্য, হাতিয়া উপযেলার সবচেয়ে ব্যস্ত ও বাণিজ্যিক বাজারের নাম তমরুদ্দীন ঘাট। এটি হাতিয়া উপযেলার তমরুদ্দীন ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডে অবস্থিত। প্রতিদিন হাতিয়া-ঢাকা নৌরুটে লঞ্চ চলাচল এর সুবাদে তমরুদ্দীন বাজার হয়ে উঠেছে হাতিয়া উপযেলার পাইকারি বাজারের কেন্দ্রবিন্দু। নিঝুমদ্বীপ, জাহাযমারা, ওচখালী, সাগরিয়া, আফাযিয়া বাজারসহ হাতিয়ার বিভিন্ন এলাকা থেকে ব্যবসায়ীরা এ বাজারে আসেন পাইকারি ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করার জন্য। দাওয়াতী কাজ শেষে লঞ্চে উঠে সকলে রাতের খাবার গ্রহণ করেন। অতঃপর রাত ১২-টায় মনপুরা দ্বীপের উদ্দেশ্যে লঞ্চ ছেড়ে যায়।

মনপুরা দ্বীপে অবতরণ : ৪ঠা ডিসেম্বর বুধবার ভোর ৬-টায় লঞ্চ মনপুরা দ্বীপে পৌঁছে। মনপুরা হচ্ছে বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগর এলাকার উত্তর দিকে মেঘনা নদীর মোহনায় অবস্থিত একটি দ্বীপ উপযেলা। আয়তন ৩৭৩ বর্গ কিলোমিটার। ভোলা যেলার মূল ভূখণ্ড থেকে ৮০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত এ দ্বীপটির তিন দিকে মেঘনা নদী আর একদিকে বঙ্গোপসাগর। এর উত্তরে উপযেলার নাম তজুমদ্দীন, দক্ষিণে রয়েছে বঙ্গোপসাগর এবং পূর্বে নোয়াখালী যেলার হাতিয়া, পশ্চিমে রয়েছে তজমুদ্দীনের কিছু অংশ, লালমোহন ও চরফ্যাশন উপযেলা। প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি মনপুরা সাগরের বুকে এক নয়নাভিরাম দ্বীপ। মনগাযী নামে এখানকার এক লোক একদা বাঘের আক্রমণে নিহত হ'লে তার নামানুসারে মনপুরা নামকরণ করা হয় বলে জনশ্রুতি রয়েছে। ৪টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত মনপুরা উপযেলায় লক্ষাধিক লোকের বসবাস।

আমীরের জামা'আতসহ সফরকারীরা এই দ্বীপে অবতরণ করেন। অতঃপর কেউ পায়ে হেঁটে, কেউবা মোটর সাইকেলে, কেউবা ইজিবাইক যোগে মনপুরা দ্বীপ ভ্রমণ করেন। আবার কেউ স্পীড বোটে দ্বীপের চারপাশ চক্কর দেন। আমীরে জামা'আত কয়েকজন সাথী নিয়ে একটি ইজিবাইকে দ্বীপের দর্শনীয় স্থান ঘুরে দেখেন। এখানেও দল ভাগ করে বই ও লিফলেট বিতরণ করা হয়। অতঃপর সকলে লঞ্চে ফিরে আসলে সকাল ৮-টা ১০ মিনিটে সফরের পরবর্তী গন্তব্য চরফ্যাশনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হয়।

আমীরে জামা'আতের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ : মনপুরা দ্বীপে আমীরে জামা'আতের আগমনের সংবাদ শুনে সাক্ষাৎ করতে আসেন মাসিক আত-তাহরীক পত্রিকার এজেন্ট এবং চর-ফাইযুদ্দীন ফকিরহাট দাখিল মাদ্রাসার বিপিএড শিক্ষক আমীনুল ইসলাম এবং তার সাথী স্থানীয় ঔষধ ব্যবসায়ী মাসুম বিল্লাহ ও মুহাম্মাদ সোহাগ। এদের মধ্যে আমীনুল ইসলাম আমীরে জামা'আতের সফরসঙ্গী হয়ে চরফ্যাশন গমন করেন।

চরফ্যাশন দ্বীপে অবতরণ ও জ্যাকব টাওয়ার পরিদর্শন : মনপুরা থেকে রওয়ানা হয়ে ভাটার কারণে লঞ্চ সরাসরি চরফ্যাশন যেতে পারেনি। কয়েকবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। লঞ্চের তলদেশ চরে আটকে যায়। ফলে নদীর গভীর এলাকা দিয়ে ঘুরে তজমুদ্দীন হয়ে চরফ্যাশন পৌঁছতে বেলা গড়িয়ে যায়। অবশেষে বেলা ২-টা ২৫ মিনিটে লঞ্চ চরফ্যাশনের বেতুয়া লঞ্চঘাটে পৌঁছে।

চরফ্যাশনে পৌঁছলে সেখানে আমীরে জামা'আত ও তাঁর সফরসঙ্গীদের অভ্যর্থনা জানান ভোলা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি কামরুল হাসান, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ অজীহুল্লাহ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আমীরুল ইসলাম শামীম, 'আন্দোলন'-এর দক্ষিণাঞ্চল বিষয়ক কেন্দ্রীয় দাঈ মুহাম্মাদ রাক্বীবুল ইসলাম, চরফ্যাশন গার্লস স্কুলের শিক্ষক মুহাম্মাদ নকীব এবং স্থানীয় ব্যবসায়ী সাইফুল ইসলাম ও সারওয়ার আলম প্রমুখ।

উল্লেখ্য, লঞ্চঘাট থেকে চরফ্যাশন শহরের দর্শনীয় স্থান জ্যাকব টাওয়ার দেখতে যাওয়ার জন্য ৫০টি ইজিবাইক ভাড়া করা হয়। প্রত্যেক ইজি বাইকের সম্মুখের গ্লাসে আহলেহাদীছ আন্দোলনের নামসহ শিক্ষা সফরের স্টীকার লাগানো ছিল। লঞ্চঘাটের অদূরে সারিবদ্ধভাবে বাইকগুলো রাখা হয়। আমীরে জামা'আতের জন্য রাখা হয় প্রাইভেটকার। অতঃপর লঞ্চ থেকে নেমে সকলে নির্ধারিত বাহনে উঠে জ্যাকব টাওয়ার পরিদর্শনে যান। টাওয়ার থেকে সংলগ্ন অনিন্দ্যসুন্দর খাসমহল জামে মসজিদের আযান প্রচারিত হয়। আমীরে জামা'আতসহ সফরকারীগণ লিফটের মাধ্যমে ১৮তলা বিশিষ্ট জ্যাকব টাওয়ারের উপরে উঠেন। এসময় উপরের গোলাকার টাওয়ারে সন্নিবেশিত মূল্যবান বিদেশী স্বচ্ছ ও অতি মযবুত গ্লাস সরবরাহকারী ঢাকার হায়দার আলী তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। সর্বোচ্চ তলায় উঠে আমীরে জামা'আত সাথীদের উদ্দেশ্যে নাতিদীর্ঘ নছীহত পেশ করেন।

উল্লেখ্য, জ্যাকব টাওয়ার বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের ভোলা দ্বীপের চরফ্যাশন শহরে অবস্থিত একটি ওয়াচ টাওয়ার। এ টাওয়ার থেকে চারপাশের ১০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা পর্যন্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়। এটি বাংলাদেশ ও উপমহাদেশের সবচেয়ে উঁচু ওয়াচ টাওয়ারগুলোর মধ্যে একটি। এই টাওয়ারের উচ্চতা ২২৫ ফুট। ২০১৩ সালে এর নির্মাণ শুরু হয়। উদ্বোধন করা হয় ২০১৮ সালে। ভোলা-৪ আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল্লাহ আল-ইসলাম জ্যাকবের নামে এর নামকরণ করা হয় 'জ্যাকব টাওয়ার'। জ্যাকব টাওয়ার, টাওয়ার সংলগ্ন অনিন্দ্যসুন্দর খাসমহল জামে মসজিদ, শিশু পার্ক, বাজার পরিদর্শন এবং লিফলেট ও বই বিতরণ এবং দাওয়াতী কাজ শেষে সফরকারীগণ মাগরিবের ছালাতের পূর্বে লঞ্চ ঘাটে ফিরে আসেন।

বেতুয়া ঘাট মসজিদে দাওয়াতী বৈঠক : জ্যাকব টাওয়ার পরিদর্শন শেষে সফরকারীগণ লঞ্চ ঘাটে পৌঁছে সেখানকার জামে মসজিদে মাগরিব ও এশার ছালাত আদায় করেন। অতঃপর স্থানীয় মুছল্লী ও সফরকারীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় দাওয়াতী বৈঠক। বৈঠকে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, সহ-সভাপতি আবুল কালাম, সাধারণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান উপদেষ্টা তাসলীম সরকার প্রমুখ। উক্ত মসজিদের মুওয়াযযিন সকলের নিকট মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতা চাইলে তাৎক্ষণিক প্রায় ১৩ হাযার টাকা আদায় হয়, যা 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুওয়াযযিনে হাতে তুলে দেন। এতে তিনি খুশি হয়ে সকলের জন্য দো'আ করেন।

রওয়ানা ও স্মৃতিকথা অনুষ্ঠান : চরফ্যাশনের বেতুয়া ঘাট থেকে ৪ঠা ডিসেম্বর বুধবার রাত সাড়ে ১০-টায় লঞ্চ ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। ইতিমধ্যে লঞ্চে শুরু হয় আঞ্চলিক ভাষায় স্মৃতিকথা অনুষ্ঠান। 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। চট্টগ্রাম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাফেয শেখ সাদী ও সাধারণ সম্পাদক আরজু হোসাইন ছাব্বীরের স্মৃতিচারণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অতঃপর নবীন-প্রবীণ বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলগণ তাদের আঞ্চলিক ভাষায় স্ব স্ব ব্যক্তিগত ও সাংঠনিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতি তুলে ধরেন। এরই মধ্যে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম রাজশাহীস্থ মারকাযী জামে মসজিদ নির্মাণের জন্য সকলের নিকট সহযোগিতার আহ্বান জানান। এতে নগদ-বাকী মিলে প্রায় পৌনে চার লক্ষ টাকা আদায় হয়। রাত ১১-টায় অনুষ্ঠান শেষ হয়। আমীরে জামা'আত অসুস্থতার কারণে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে না পারলেও তিনি অনলাইনে কেবিনে বসে সব কিছু প্রত্যক্ষ করেন।

বিদায়ী অনুষ্ঠান : রাত ১১-টায় স্মৃতিকথা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার পর রাতের খাবার গ্রহণ করে সকলে ঘুমিয়ে পড়েন। লঞ্চ চলতে থাকে। ভোরে লঞ্চেই ফজরের আযান হয়। অতঃপর আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকিরের ইমামতিতে ফজরের ছালাত আদায় করা হয়। ফজরের ছালাত শেষে আমীরে

জামা'আত গুরুত্বপূর্ণ বিদায়ী নছীহত পেশ করেন। তিনি বলেন, যে সংগঠন আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করে। সে সংগঠনের উপর আল্লাহ্র হাত থাকে। এটি একটি পরিবারের মত। সমাজ সংস্কারের কঠিন লক্ষ্যে আমাদের সংগঠন পরিচালিত। আল্লাহ্র রহমত যাতে সর্বদা আমাদের সাথী হয়, সেজন্য নিজেদেরকে আল্লাহ্র অনুগত বান্দা হিসাবে গড়ে তোলা আবশ্যক। তিনি বলেন, নীচে বিশাল সমুদ্র, পাশে চোখ জুড়ানো বনাঞ্চল, উপরে অনিন্দ্যসুন্দর নক্ষত্ররাজি সবই আল্লাহ্র আনুগত্য করে। সবাই তাঁর গুণগান করে। আল্লাহ্র এই অপূর্ব সৃষ্টি দেখে আমাদের সার্বিক জীবন আল্লাহ্র আনুগত্যে গড়ে তোলার প্রতিজ্ঞা গ্রহণের মধ্য দিয়ে আমাদের শিক্ষা সফর সুসম্পন্ন হৌক, এটাই কামনা করি। পূর্ণ আনুগত্য, পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সুন্দর শৃংখলা বোধের পরিচয় দেওয়ার জন্য আমরা আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ সকলকে নেকীর কাজে পরস্পরে প্রতিযোগিতা করার তাওফীক দান করুন-আমীন!

বিদায়ী ভাষণে তিনি খাদ্যবিভাগসহ সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকারসহ 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ভাইদের প্রতি প্রাণখোলা দো'আ করেন। তিন দিনের সফর শেষে ৫ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সকাল ১০-১৫ মিনিটে লঞ্চ ঢাকা সদর ঘাটে পৌঁছে। *ফালিল্লাহিল হাম্দ।*

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। **'সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা'** *(আবুদাঊদ হা/৪২৬)*।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : ফেব্রুয়ারী-মার্চ ২০২৫ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ ফেব্রুয়ারী	০১ শা'বান	১৮ মাঘ	শনিবার	০৫:২১	০৬:৩৮	১২:১২	০৩:২২	০৫:৪৫	০৭:০২
০৩ ফেব্রুয়ারী	০৩ শা'বান	২০ মাঘ	সোমবার	০৫:২১	০৬:৩৮	১২:১২	০৩:২৩	০৫:৪৭	০৭:০৪
০৫ ফেব্রুয়ারী	০৫ শা'বান	২২ মাঘ	বুধবার	০৫:২০	০৬:৩৭	১২:১২	০৩:২৪	০৫:৪৮	০৭:০৫
০৭ ফেব্রুয়ারী	০৭ শা'বান	২৪ মাঘ	শুক্রবার	০৫:১৯	০৬:৩৬	১২:১২	০৩:২৫	০৫:৪৯	০৭:০৬
০৯ ফেব্রুয়ারী	০৯ শা'বান	২৬ মাঘ	রবিবার	০৫:১৮	০৬:৩৪	১২:১৩	০৩:২৬	০৫:৫১	০৭:০৭
১১ ফেব্রুয়ারী	১১ শা'বান	২৮ মাঘ	মঙ্গলবার	০৫:১৭	০৬:৩৩	১২:১৩	০৩:২৭	০৫:৫২	০৭:০৮
১৩ ফেব্রুয়ারী	১৩ শা'বান	৩০ মাঘ	বৃহস্পতি	০৫:১৬	০৬:৩২	১২:১৩	০৩:২৭	০৫:৫৩	০৭:০৯
১৫ ফেব্রুয়ারী	১৫ শা'বান	০২ ফাল্গুন	শনিবার	০৫:১৫	০৬:৩১	১২:১২	০৩:২৮	০৫:৫৪	০৭:১০
১৭ ফেব্রুয়ারী	১৭ শা'বান	০৪ ফাল্গুন	সোমবার	০৫:১৪	০৬:২৯	১২:১২	০৩:২৯	০৫:৫৫	০৭:১১
১৯ ফেব্রুয়ারী	১৯ শা'বান	০৬ ফাল্গুন	বুধবার	০৫:১২	০৬:২৮	১২:১২	০৩:২৯	০৫:৫৬	০৭:১২
২১ ফেব্রুয়ারী	২১ শা'বান	০৮ ফাল্গুন	শুক্রবার	০৫:১১	০৬:২৬	১২:১২	০৩:৩০	০৫:৫৮	০৭:১৩
২৩ ফেব্রুয়ারী	২৩ শা'বান	১০ ফাল্গুন	রবিবার	০৫:১০	০৬:২৫	১২:১২	০৩:৩০	০৫:৫৯	০৭:১৪
২৫ ফেব্রুয়ারী	২৫ শা'বান	১২ ফাল্গুন	মঙ্গলবার	০৫:০৮	০৬:২৩	১২:১১	০৩:৩১	০৬:০০	০৭:১৫
২৭ ফেব্রুয়ারী	২৭ শা'বান	১৪ ফাল্গুন	বৃহস্পতি	০৫:০৬	০৬:২১	১২:১১	০৩:৩১	০৬:০১	০৭:১৬
০১ মার্চ	২৯ শা'বান	১৬ ফাল্গুন	শনিবার	০৫:০৫	০৬:২০	১২:১১	০৩:৩১	০৬:০২	০৭:১৬
০৩ মার্চ	০২ রামাযান	১৮ ফাল্গুন	সোমবার	০৫:০৩	০৬:১৮	১২:১০	০৩:৩২	০৬:০৩	০৭:১৭
০৫ মার্চ	০৪ রামাযান	২০ ফাল্গুন	বুধবার	০৫:০১	০৬:১৬	১২:১০	০৩:৩২	০৬:০৪	০৭:১৮
০৭ মার্চ	০৬ রামাযান	২২ ফাল্গুন	শুক্রবার	০৪:৫৯	০৬:১৪	১২:০৯	০৩:৩২	০৬:০৪	০৭:১৯
০৯ মার্চ	০৮ রামাযান	২৪ ফাল্গুন	রবিবার	০৪:৫৮	০৬:১২	১২:০৯	০৩:৩২	০৬:০৫	০৭:২০
১১ মার্চ	১০ রামাযান	২৬ ফাল্গুন	মঙ্গলবার	০৪:৫৬	০৬:১০	১২:০৮	০৩:৩২	০৬:০৬	০৭:২১
১৩ মার্চ	১২ রামাযান	২৮ ফাল্গুন	বৃহস্পতি	০৪:৫৪	০৬:০৮	১২:০৮	০৩:৩২	০৬:০৭	০৭:২২
১৫ মার্চ	১৪ রামাযান	০১ চৈত্র	শনিবার	০৪:৫২	০৬:০৬	১২:০৭	০৩:৩২	০৬:০৮	০৭:২৩

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)] — **আরবী তারিখ চন্দ্র উদয়ের উপর নির্ভরশীল**

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	-১	-১	-১	-২	-১
গাযীপুর	০	+১	০	০	০
শরীয়তপুর	০	+১	+১	+১	০
নারায়ণগঞ্জ	০	০	০	০	০
টাঙ্গাইল	+২	+২	+২	+১	+২
কিশোরগঞ্জ	-১	-১	-২	-২	-২
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+২	+১	+২
মুন্সিগঞ্জ	-১	০	০	০	০
রাজবাড়ী	+৩	+৪	+৩	+৪	+৩
মাদারীপুর	+১	+১	+২	+১	+১
গোপালগঞ্জ	+২	+৩	+৩	+৩	+৩
ফরিদপুর	+২	+৩	+৩	+২	+২

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
শেরপুর	+২	+২	+১	+০	+১
ময়মনসিংহ	+০	+০	-১	-১	-১
জামালপুর	+২	+২	+১	+১	+১
নেত্রকোণা	-১	-১	-২	-৩	-২

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৪	+৫	+৫	+৫	+৫
সাতক্ষীরা	+৫	+৬	+৬	+৬	+৬
মেহেরপুর	+৭	+৮	+৭	+৭	+৭
নড়াইল	+৩	+৪	+৪	+৪	+৪
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৭	+৭	+৬	+৬
কুষ্টিয়া	+৫	+৬	+৫	+৫	+৫
মাগুরা	+৪	+৪	+৪	+৪	+৪
খুলনা	+৩	+৪	+৪	+৪	+৪
বাগেরহাট	+২	+৩	+৪	+৩	+৩
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৫	+৫	+৫

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
ঝালকাঠি	০	+১	+২	+২	+১
পটুয়াখালী	০	+১	+২	+২	+১
পিরোজপুর	+১	+২	+৩	+৩	+২
বরিশাল	০	+১	+১	+১	+১
ভোলা	-২	০	০	০	০
বরগুনা	০	+২	+২	+৩	+২

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+৩	+৩	+৩	+২	+২
পাবনা	+৫	+৫	+৫	+৪	+৪
বগুড়া	+৫	+৫	+৪	+৩	+৪
রাজশাহী	+৭	+৮	+৭	+৬	+৭
নাটোর	+৬	+৬	+৫	+৫	+৫
জয়পুরহাট	+৬	+৬	+৫	+৪	+৫
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৯	+৯	+৮	+৮	+৮
নওগা	+৬	+৬	+৫	+৫	+৫

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	+৯	+৮	+৬	+৫	+৬
দিনাজপুর	+৮	+৮	+৬	+৫	+৬
লালমণিরহাট	+৫	+৪	+২	+২	+৩
নীলফামারী	+৭	+৭	+৫	+৪	+৫
গাইবান্ধা	+৪	+৪	+২	+২	+৩
ঠাকুরগাঁও	+৯	+৮	+৬	+৫	+৭
রংপুর	+৫	+৫	+৩	+৩	+৪
কুড়িগ্রাম	+৪	+৩	+২	+১	+২

চট্টগ্রাম বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	-৩	-৩	-৩	-৩	-৩
ফেনী	-৪	-৪	-৩	-২	-৪
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-২	-৩	-৩	-৩
রাঙ্গামাটি	-৮	-৭	-৬	-৬	-৭
নোয়াখালী	-৩	-২	-২	-২	-২
চাঁদপুর	-১	-১	০	-১	-১
লক্ষীপুর	-২	-১	-১	-১	-১
চট্টগ্রাম	-৬	-৫	-৫	-৪	-৫
কক্সবাজার	-৭	-৬	-৪	-৪	-৫
খাগড়াছড়ি	-৭	-৬	-৬	-৬	-৬
বান্দরবান	-৮	-৭	-৬	-৬	-৭

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	-৫	-৫	-৬	-৭	-৬
মৌলভীবাযার	-৫	-৫	-৬	-৬	-৬
হবিগঞ্জ	-৪	-৪	-৪	-৫	-৪
সুনামগঞ্জ	-৩	-৪	-৫	-৫	-৫

সূত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

আরাকানে ইসলাম

-মুহাম্মাদ আব্দুর রউফ*

এক সময়ের স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র আরাকান বর্তমানে মিয়ানমারের একটি প্রদেশ। এর উত্তর-পশ্চিমে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম, উত্তর-পূর্বে মিয়ানমারের চিন রাজ্যের পাহাড় যা আরাকানকে মিয়ানমারের মূল ভূখণ্ড থেকে পৃথক করেছে। পশ্চিমে বঙ্গোপসাগরের বিস্তীর্ণ পানিরাশি এবং পূর্বে সুদীর্ঘ ও দুর্গম ইয়োমা পর্বতমালা আরাকানকে মিয়ানমার থেকে বিচ্ছিন্ন করে অভেদ্য প্রাকৃতিক দুর্গ হিসাবে রক্ষা করেছে। ভৌগলিকভাবে মিয়ানমারের সাথে আরাকান বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে ইতিহাসের পাতায় স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বাতন্ত্র ও গৌরবময় মর্যাদার অধিকারী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে।

আরাকানের সাথে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের ভৌগলিক এবং ঐতিহাসিক সম্পর্ক বিদ্যমান। বঙ্গোপসাগরের বর্ধিত অংশ নাফ নদী বাংলাদেশের দক্ষিণ প্রান্তে, বার্মা সীমান্তে প্রবাহিত হয়ে কক্সবাজার যেলার দক্ষিণ-পূর্ব কোণ দিয়ে সাগরে মিলিত হয়। এই নদীর ডান তীরে টেকনাফ এবং বাম তীরে আরাকান প্রদেশের আকিয়াব বন্দর অবস্থিত। নাফ নদী কার্যত আরাকান থেকে কক্সবাজার যেলাকে বিভক্ত করেছে। চট্টগ্রাম ও আরাকান বর্তমানে ভিন্ন দুটি দেশের অংশ হ'লেও প্রাচীনকালে চট্টগ্রাম আরাকানের শাসনাধীন ছিল। খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত চট্টগ্রাম-আরাকান একটি অখণ্ড রাজ্য হিসেবে চন্দ্রসূর্য বংশ কর্তৃক শাসিত হয়। অতঃপর ষষ্ঠ শতকে চট্টগ্রাম অঞ্চল আরাকান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সমতটের খড়্গ রাজবংশের শাসনাধীনে চলে যায়। দীর্ঘ ঐতিহাসিক পট পরিবর্তনের পরে বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খাঁ ১৬৬৬ সালে মাত্র ৩৬ ঘণ্টার ব্যবধানে চট্টগ্রাম বিজয় করেন।[১]

চট্টগ্রাম ও আরাকানে ইসলামের আগমন ইতিহাস পরস্পরের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। ঠিক কখন এই দুই অঞ্চলে ইসলাম প্রবেশ করে তার সঠিক সময় নিরূপণ করা কোন ঐতিহাসিকের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে ঐতিহাসিক বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় যে, চট্টগ্রাম ও আরাকানের আকিয়াব বন্দরে আরবীয় বণিকগণ ব্যবসার উদ্দেশ্যে নোঙ্গর করত। ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই এই উপকূলীয় অঞ্চলে আরব বণিকদের বাণিজ্যিক ও দাওয়াতী তৎপরতা ছিল। ফলে ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগর বলতে গেলে আরব হ্রদে পরিণত হয়েছিল।[২] অনেক আরব বণিক ব্যবসার উদ্দেশ্যে এসে উপকূলীয় অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। তাদের দাওয়াতেই এতদ্বাঞ্চলে ইসলাম সম্প্রসারিত হয়।

ড. মুহাম্মাদ ইউনুস লিখেছেন, 'বাংলার মূল ভূখণ্ডে ইসলাম আসার ৫০০ বছর পূর্বে চট্টগ্রামের উপকূলীয় অঞ্চল ও আরাকানে ইসলাম প্রবেশ করে'।[৩] সে হিসেবে ধারণা করা যায় যে, ৭ম শতকে ছাহাবায়ে কেরামের সোনালী যুগে আরাকানে ইসলাম প্রবেশ করে। এছাড়াও একটি দুর্বল হাদীছের ভিত্তিতে অনেকেই বলতে চেয়েছেন যে, রাসূল (ছাঃ)-এর যামানাতেই আরাকানে ইসলাম প্রবেশ করে।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছটিতে রয়েছে যে, 'হিন্দুস্তানের রাজা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য এক কলস আদা উপঢৌকন হিসাবে পাঠিয়েছিলেন। যা তিনি এক টুকরা করে খেতে ছাহাবীগণের মধ্যে বণ্টন করে দেন'।[৪] এই হাদীছের ব্যাখ্যায় উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম কাযী আতহার মুবারকপুরী (১৯১৬-১৯৯৬ খৃ.) বলেন, 'সম্ভবত হিজরতের পর যখন ইসলাম সর্বত্র প্রচারিত হচ্ছিল এবং পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে তাঁর প্রসিদ্ধি ছড়িয়ে পড়েছিল, তখন ভারতীয় কোন রাজার পক্ষ থেকে এই উপহার পাঠানো হয়। বাংলার 'রাহ্মী' (رهمي) বংশীয় রাজাগণ প্রাচীনকাল থেকেই ইরানের রাজাদের কাছে মূল্যবান উপহার সামগ্রী পাঠাতেন। তাই ধারণা করা যায় এই বংশের কোন রাজা হয়তো নবীজীর সেবায় এই উপহার পাঠিয়েছিলেন'।[৫] ঐতিহাসিক তথ্য মতে, যেহেতু ১২০৪ সালে ইখতিয়ারুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খিলজীর (১১৫০-১২০৬ খৃ.) বাংলা বিজয়ের পূর্বে বাংলার মূল ভূখণ্ডে ইসলাম বিস্তার লাভ করেনি সেহেতু ধারণা করা যায় যে, হিন্দুস্তানের রাহ্মী রাজা হয়তো অখণ্ড চট্টগ্রাম-আরাকানের কোন অঞ্চলে রাজত্ব করতেন।

মূলত ৮ম শতাব্দী থেকে আরাকানের উপকূলীয় অঞ্চলে আরব মুসলিমদের বসতির ঘন ঘন উল্লেখ পাওয়া যায়। মুসলিম বণিক ও নাবিকরা মিসর ও মাদাগাস্কার থেকে চীন পর্যন্ত পূর্ব সাগরে ছড়িয়ে পড়ে এবং সুবিধাজনক স্থানে বাণিজ্যিক বসতি স্থাপন করে, তখন বার্মার উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতেও বসতি স্থাপিত হয়।[৬] আরাকানের চন্দ্র-সূর্য বংশের প্রথম রাজা মহৎ ইঙ্গ চন্দ্র (৭৮৮-৮১০ খৃ.)-এর উদারতার কারণে মুসলমানরা ইসলাম প্রচারের ব্যাপক সুযোগ পায়। এ রাজার শাসনামলেই কয়েকটি বাণিজ্যবহর 'রাম্রী' দ্বীপের পাশে বিধ্বস্ত হ'লে জাহাযের আরোহীরা 'রহম' (رحم) বা দয়া বলে চিৎকার করতে থাকে। এ সময় স্থানীয় লোকজন তাদেরকে উদ্ধার করে রাজার কাছে নিয়ে যায়। রাজা তাদের বুদ্ধিমত্তা ও উন্নত আচরণে মুগ্ধ হয়ে আরাকানেই স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি প্রদান করেন। ফলে তারা সেখানে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকে।[৭]

বসবাসের অনুমতি পেয়ে তারা এ স্থানটিকে 'রহম বর্রী' (رحمة بري) বা করুণার ভূমি নামে অভিহিত করেন। আরব ভূগোলবিদদের ৯ম ও ১০ম শতাব্দীতে উল্লিখিত 'জাযিরাতুর রাহমী' (جزيرة الرحمي) সম্ভবত সেই রাজ্যকেই নির্দেশ করে। রহম শব্দটি এখনো বার্মিজ ভাষায় 'রামব্রে' এবং ইংরেজীতে 'রাম্ব্রী' রূপে প্রচলিত। পরবর্তীতে এটি রোয়াং/রোহাং/রোসাঙ্গ নামে পরিচিত হয়।[৮] আর সেই প্রাচীন রোসাঙ্গ অঞ্চলের বাসিন্দাদেরই বিশ্বব্যাপী পরিচিত ও নির্যাতিত রোহিঙ্গা জাতি বলা হয়। আরাকানে মুসলমানদের সংখ্যা এতটাই বৃদ্ধি পায় যে, ১৪৩০ থেকে ১৭৮৫ সালে বার্মাদের আক্রমণের আগ পর্যন্ত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ আরাকান সাড়ে তিনশ' বছরের অধিক কাল যাবৎ একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল।[৯] বড়ই পরিতাপের বিষয় হ'ল, আজ সেই আরাকানী রোহিঙ্গারা শুধুমাত্র মুসলিম হওয়ার কারণে নিগৃহীত, নিষ্পেষিত ও উদ্বাস্তু শরণার্থী।

---

* শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী

১. ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ, আরাকানের মুসলমানদের ইতিহাস (চট্টগ্রাম-ঢাকা : বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, মে ২০১৯), পৃ. ২৯-৩০, ৪৩।
২. সৈয়দ আমীরুল ইসলাম, বাংলাদেশ ও ইসলাম : ইতিহাসের প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা (ঢাকা : সাহিত্যিকা প্রকাশনী, অক্টোবর ১৯৯৯), পৃ. ২১।
৩. Dr. Mohammad Yunus, A History of Arakan past & Present (Chittagong : Magenta Colour, First Published 1994), P. 1
৪. হাকেম হা/৭১৯০, সনদ দুর্বল।
৫. কাযী আতহার মুবারকপুরী, আরব ওয়া হিন্দ আহদে রিসালাত মেঁ (লাহোর : তাখলিকাত প্রকাশনী, ২০০৪), পৃ. ১৪৮।
৬. Mohammad Ashraf Alam, A Short Historical Background of Arakan (Chittagong : Arakan Historical Society, December 1999), P. 8
৭. আরাকানের মুসলমানদের ইতিহাস, পৃ. ৩৫।
৮. A History of Arakan past & Present, P. 7.
৯. A Short Historical Background of Arakan, P. 11

কবিতা

দাবানল

-মিছবাহুল হক
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

আগুনের লেলিহান শিখা,
জ্বলে যায় প্রান্তর,
জ্বলে হলিউড, ক্যালিফোর্নিয়া
পুড়ে যায় অন্তর।
সবুজ বনানী দগ্ধিভূত,
হাহাকার চারপাশ,
দেখ হে যালেম! কেমন লাগে,
যবে পড়ে রয় লাশ।
মেঘের মতো ধোঁয়া উঠে,
কালো হয় নীলাকাশ,
প্রকৃতি কাঁদে নির্বাক হয়ে,
নিঃশ্বাসে হাঁসফাঁস।
কে নেভাবে আগুন আজকে,
কোথায় সে হুংকার?
তোমরা নাকি শক্তিশালী,
শাসক এই ধরার?
শিক্ষা আজি গ্রহণ কর,
যুলুম শোষণ বন্ধ কর,
মহান প্রভুর রহমত ছাড়া
আছে কি উপায় আর?
তাঁর কাছেই ভিক্ষা মাগো
থামে যদি হাহাকার।
তিনি এক ও একক
একচ্ছত্র অধিপতি দুনিয়ার।

তোমার গুণগান

-মুহাম্মাদ গিয়াছুদ্দীন
ইব্রাহীমপুর, ঢাকা।

হে প্রভু! মানুষ আমি, ভুল করি বারবার
দাও তাওফীক, করি যেন তওবা-ইস্তিগফার।
হেদায়াতের পথে মোরে কর সদা ধাবমান,
পরহিতে থাকি যেন করি সবার কল্যাণ।
ঈমানের অলঙ্কারে মোরে কর বিভূষিত,
সরল-সত্য পথে আমারে কর আলোকিত।
প্রভু হে! তোমার হাতে আমার জীবন ও মরণ,
সকল কর্ম তাইতো তোমায় করি সমর্পণ।
হে প্রভু! তুমি পরাক্রমশালী, তুমি ক্ষমতাবান,
তুমি ব্যতীত নাই ইলাহ, তুমিই শক্তিমান।
তুমি করেছ সৃষ্টি সকল জিন ও ইনসান,
করে তারা জীবনভর তোমার গুণগান।

জাতিসংঘ

-মুহাম্মাদ মুমতায আলী খান
ঝিনা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

বিশ্ব শান্তির ঠিকাদার তুমি, নামে জাতিসংঘ
শান্তির নামে অশান্ত তুমি, শান্তি কর ভঙ্গ।
বিবেক সকল খুইয়ে কর বিবেকহীনের কাজ,
তোমার কাছে পায় আশ্রয় হিংস্র, যুদ্ধবাজ।
মানব দরদীর আলখেল্লা গায়ে লাগিয়ে বেশ,
সুরক্ষার নামে ধ্বংস কর দেশের পরে দেশ।
শক্তের হও ভক্ত তুমি, নরমের হও যম,
তোমার মদদে মুসলমানের খুন ঝরে হরদম।
জেনে রেখো, তোমায় ভেঙে গড়বো মোরা সংঘ,
মুসলিম মিল্লাত হবে সেদিন এক দেহেরই অঙ্গ।

আত্মবোধ

-মুহাম্মাদ মুবাশশিরুল ইসলাম
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

জীবনের স্বপ্নিল আয়োজন করেছি আড়ম্বরপূর্ণ,
অকস্মাৎ চেয়ে দেখি হায়! আমলের পাতা শূন্য।
মোর কৃত গোনাহের পাল্লা বেশ ভারী
গোনাহের তুলনায় যেন ডুমুরের ফুল পুণ্য!
ধুলায় কুরআন পাকে জমেছে আস্তরণ,
হৃদয়ে পড়েছে মরীচিকার আবরণ।
কত রামাযানে লাল পর্দা ঘেরা হোটেলে
উদর পুরে তুলেছি ঢেকুর ভাবনাহীন।
মোহ মায়ায় মত্ত রয়ে কাটিয়েছি কতকাল
কী জবাব দেব তবে ভয়ানক সেই দিন?
অপসংস্কৃতির পেছনে বহুকাল ঘুরে ঘুরে
কাটিয়ে দিয়েছি জীবনের কতগুলো ক্ষণ,
পৃথিবীর মোহে ভুলে ছিনু আমি এতকাল
ঘটবেই এককালে স্বপ্নের ছন্দপতন।
কত স্বজন কবরে আজ নিশ্চুপ শায়িত
হঠাৎ হঠাৎ তাঁদের স্মরণে আমি হই ভীত।
হে প্রভু! বড্ড ভাবুক পাপী বান্দা আজ,
তোমার ভয়ে নেত্রদ্বয়ে বারি ঝরে অবিরত।

উপদেশ

-ফযলে রাব্বী তুষার
বদরগঞ্জ, রংপুর।

আল্লাহ্র প্রতি সদা ঈমান রাখ অটুট
জীবনের দিনগুলো যেভাবেই কাটুক।
একমাত্র নবীজির হাদীছে জেনে নাও দ্বীন,
আসুক না দুর্দশা, শত বাধা সীমাহীন।
মানুষের হকের প্রতি কর রেখাপাত,
মিলবে পরকালে অফুরন্ত নে'মত।

স্বদেশ

দেশে সর্বোচ্চ বিক্রিত ১০টি ঔষধের ৫টিই গ্যাসের ঔষধ
সার্জেলের বার্ষিক বিক্রি প্রায় ১ হাযার কোটি টাকা

দেশে শীর্ষ বিক্রিত ১০ ওষুধের মধ্যে পাঁচটিই গ্যাসের ওষুধ। তন্মধ্যে গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ হিসাবে পরিচিত 'সার্জেলে'র বিক্রি বছরে এক হাযার কোটির মাইলফলক ছুঁতে যাচ্ছে। চলতি বছরের প্রথম নয় মাসে এই ওষুধ বিক্রি হয়েছে ৯০০ কোটি টাকার অধিক। বছর শেষে তা এক হাযার কোটি টাকায় পৌঁছাতে পারে। এটি দেশের সর্বাধিক বিক্রিত পণ্যগুলোর অন্যতম। একই সাথে চিকিৎসক ও রোগীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ায় সার্জেল বছরের পর বছর ধরে বিক্রির শীর্ষে রয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্বোচ্চ বিক্রি হওয়া ওষুধ গুলোও একই ধরনের। একই গ্যাস্ট্রোলজিক্যাল জেনেরিকের 'ম্যাক্সপ্রো' ও 'প্যান্টোনিক্স'র বিক্রি যথাক্রমে ৪৮৬ ও ৩৭৬ কোটি টাকা।

এব্যাপারে রেনাটা কোম্পানীর সেক্রেটারী জুবায়ের আলম বলেন, 'দেশে ১৮ বছরের অধিক বয়সী যত মানুষ আছেন তাদের অধিকাংশই গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ খান। কারণ আমাদের দেশে মানুষের মধ্যে নিয়ম মেনে খাওয়া-দাওয়ার প্রবণতা কম'। এ কারণে অনেকেই গ্যাস্ট্রিকের সমস্যায় ভোগেন।

বিদেশ

কালো টাকায় ভাসছে ৩৬ শতাংশ শীর্ষস্থানীয় মার্কিন থিংক ট্যাংক

যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে কী নিয়ে বিতর্ক চলবে, তা অনেকটাই নির্ধারণ করে দেয় দেশটির শীর্ষস্থানীয় বিভিন্ন পরামর্শক ও গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান, যাদের বলা হয় 'থিংক ট্যাংক'। কিন্তু দেশটির শীর্ষস্থানীয় অনেক থিংক ট্যাংক কালো টাকায় ভাসছে বলে সাম্প্রতিক এক গবেষণায় উঠে এসেছে। এসব কালো টাকার অধিকাংশই আসে যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশের সরকার, সরকারী প্রতিষ্ঠান ও পেন্টাগনের সঙ্গে ব্যবসা করা কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে। গবেষণাটি করেছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক থিংক ট্যাংক 'কুইন্স ইনস্টিটিউট ফর রেসপনসিবল স্টেটক্রাফট'। গবেষণায় দেখা গেছে, গত পাঁচ বছরে (২০১৯-২০২৪ইং) এসব প্রতিষ্ঠান অন্য দেশের সরকার ও সরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে কোটি কোটি ডলারের অনুদান পেয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের পিছনে টাকা ঢালার ক্ষেত্রে শীর্ষে রয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। এর পরেই আছে যুক্তরাজ্য ও কাতার।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৫০টির মধ্যে ৩৬ শতাংশ (১৮টি) থিংক ট্যাংক বিপুল পরিমাণ কালো টাকায় ভাসছে। এসব প্রতিষ্ঠান তাদের অর্থায়ন সম্পর্কে প্রায় কোন ধরনের তথ্যই প্রকাশ করে না। গবেষকরা বলছেন, গত পাঁচ বছরে মার্কিন সরকার দেশটির থিংক ট্যাংকগুলোকে প্রায় ১৫০ কোটি ডলার দিয়েছে। এর সিংহভাগই পেয়েছে র‍্যান্ড করপোরেশন, যারা সরাসরি মার্কিন সরকারের সঙ্গে কাজ করে।

কালো টাকায় চলা শীর্ষস্থানীয় ১৮টি থিংক ট্যাংকের তালিকায় রয়েছে আমেরিকান এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউট, বেলফার সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স, ক্যাটো ইনস্টিটিউট, সেন্টার ফর ইমিগ্রেশন স্টাডিজ, সেন্টার ফর পলিসি সিকিউরিটি, সেন্টার ফর ট্রান্সআটলান্টিক রিলেশনস, ডিসকভারি ইনস্টিটিউট ও ফরেইন পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট ইত্যাদি।

[অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানগুলোর অনেকেই ঘুষ খেয়ে মিথ্যা প্রচার করে। ধিক এইসব থিংক ট্যাংকের। হে মিথ্যুকরা! আল্লাহকে ভয় কর (স.স.)]

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট : বছরে অ্যালকোহল পানে ৩০ লাখ মানুষ মারা যায়

অ্যালকোহল বা মদ্যপানের ফলে সারা বিশ্বে প্রতি বছর প্রায় ৩০ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়। যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-এর রিপোর্ট থেকে জানা গেছে। বিগত কয়েক বছরে এই হার মারাত্মকভাবে বেড়েছে। ডব্লিউএইচওর সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রতি ২০টি মৃত্যুর মধ্যে একটি অ্যালকোহলের কারণে ঘটে। অ্যালকোহল মস্তিষ্কে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী রাসায়নিক যা মানুষের মস্তিষ্ক ও আচরণ পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এবং ড্রাগের উপর নির্ভরতা বাড়ায়। এমনকি বেহুঁশ হয়ে মানুষ কি করছে তা অনুধাবন করতে পারে না। অ্যালকোহল বা ইথাইল অ্যালকোহল মানবদেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এর সাথে যে রোগটি সবচেয়ে বেশী জড়িয়ে, সেটি হ'ল ক্যানসার। কেবল আমেরিকাতেই প্রতিবছর অ্যালকোহলযুক্ত পানীয় গ্রহণের কারণে পৌনে ২ লাখ মানুষ মারা যায়। তন্মধ্যে ১ লাখ মানুষ এ্যালকোহল জনিত ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে।

এছাড়া অ্যালকোহলের যথেচ্ছ ব্যবহারে মানুষের যক্ষ্মা, এইচআইভি ও নিউমোনিয়ার মতো সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। ২০১৯ সালে বিশ্বে প্রায় ২০ কোটি ৯০ লাখ মানুষ অ্যালকোহলে আসক্ত ছিল; যা মোট জনসংখ্যার ৩ দশমিক ৭ শতাংশ। মদ্যপানের দিক থেকে গোটা বিশ্বের মধ্যে এগিয়ে রয়েছে ইউরোপ। তার পরেই স্থান আমেরিকার। উত্তর আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়ার দেশগুলোতে মদ্যপানের হার অনেক কম।

গাযা আগ্রাসনে ইস্রাঈলের ব্যয় ৬৭ বিলিয়ন ডলারের অধিক

গাযায় এক বছরের অধিক সময় ধরে চলমান ইস্রাঈলী আগ্রাসনের ফলে ২০২৪ সালের শেষ নাগাদ দেশটির অর্থনৈতিক ক্ষতি প্রায় ৬৭.৫৭ বিলিয়ন ডলার বা সোয়া ৮ লাখ কোটি টাকা। যা বাংলাদেশের এবছরের মোট বাজেটের চেয়েও বেশী। দেশটির বাণিজ্যবিষয়ক সংবাদপত্র ক্যালকালিস্টের বরাত দিয়ে এ তথ্য প্রকাশ করেছে তুরস্কের রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদ সংস্থা আনাদোলু।

প্রতিবেদন অনুসারে, এই ব্যয়ের বিষয়টি অনুমান করা হয়েছে ইস্রাঈলের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্যের ভিত্তিতে। এই পরিসংখ্যানে সরাসরি সামরিক ব্যয়, বেসামরিক ব্যয় ও রাজস্ব ক্ষতি অন্তর্ভুক্ত। তবে এই যুদ্ধের কারণে ইস্রাঈলের অর্থনীতিতে সামগ্রিকভাবে কি ধরনের প্রভাব ফেলেছে তা প্রতিফলিত হয়নি।

তবে দেশটির অর্থনীতিতে এ যুদ্ধের প্রভাব আরও গভীরভাবে অনুভূত হচ্ছে। দেশটির কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালের শেষ প্রান্তিকে ইস্রাঈলের অর্থনীতি বার্ষিক ভিত্তিতে ১৯.৪ শতাংশ সংকুচিত হয়েছে এবং ব্যক্তিগত খরচ ২৬.৯ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে, যা সাধারণ জনগণের জীবনযাত্রার মানের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

৪ আরব দেশের ভূখণ্ডকে অন্তর্ভুক্ত করে দখলদার ইস্রাঈলের মানচিত্র প্রকাশ!

ইহূদীবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইস্রাঈলের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন, বৃহত্তর ইহূদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে তারা। এই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে এবার মধ্যপ্রাচ্যের চারটি আরব দেশের ভূখণ্ডকে অন্তর্ভুক্ত করে বৃহত্তর ঈস্রাঈলের মানচিত্র প্রকাশ করেছে তেল আবিব। নতুন মানচিত্রে ফিলিস্তীন, জর্ডান, সিরিয়া ও লেবাননের ভূখণ্ডকে বৃহত্তর ঈস্রাঈলের বলে দাবী করা হয়েছে। চলতি সপ্তাহে সামাজিক

যোগাযোগমাধ্যমে ঐ মানচিত্রটি ছড়িয়ে পড়ে।

মানচিত্রের বিষয়টি সামনে আসতেই ফিলিস্তীন, জর্ডান ও সঊদী আরব এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। রিয়াদ বলেছে, এই ধরনের চরমপন্থী দাবী ঈস্রাঈলের উদ্দেশ্য প্রকাশ করে। যা দ্বারা তারা তাদের দখলদারীকে সুসংহত করতে চায় এবং আন্তর্জাতিক আইন ও নিয়ম লঙ্ঘন করে রাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌমত্বের ওপর প্রকাশ্য আক্রমণ চালিয়ে যেতে চায়।

মুসলিম জাহান

সঊদী আরবে এবার মিলল হোয়াইট গোল্ড লিথিয়াম

সঊদী আরবের অর্থনীতি বহু দশক ধরে তেলের ওপর নির্ভরশীল। এবার আরো এক অত্যাশ্চর্য সম্পদের খনির সন্ধান পেল দেশটি। সম্প্রতি তারা একটি তৈল খনিতে লিথিয়াম-এর খোঁজ পেয়েছে। দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিথিয়ামের খোঁজ মেলার পরেই একটি পাইলট প্রজেক্ট নিয়ে উত্তোলনের কাজও শুরু করে দিয়েছে। দেশটির খনি বিষয়ক উপমন্ত্রী খালিদ আল-মুদাইফার জানান, তারা খুব শীঘ্রই বাণিজ্যিকভাবেও লিথিয়াম খনিতে কাজ শুরু করতে চলেছেন।

উদ্যোগটি দেশটির তেল-কেন্দ্রিক অর্থনীতি থেকে সরে যাওয়ার এবং বৈদ্যুতিক গাড়ির কেন্দ্র হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার বৃহত্তর লক্ষ্যগুলির সাথে সম্পৃক্ত। লিথিয়ামকে সাদা সোনা বা আধুনিক তেল বা হোয়াইট গোল্ড বলা হয়। মোবাইল, ল্যাপটপ, ইলেকট্রনিক গাড়ির ব্যাটারী তৈরিতে লিথিয়াম ব্যবহার করা হয়।

গাযায় মৃত্যুর প্রকৃত সংখ্যা ৬৪ সহস্রাধিক : ল্যানসেট

ব্রিটেনের জনপ্রিয় চিকিৎসা বিষয়ক সাময়িকী ল্যানসেট জানিয়েছে, গাযায় যুদ্ধের প্রথম নয় মাসে নিহতের যে সংখ্যা ফিলিস্তীন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় প্রকাশ করেছে বাস্তবে এই সংখ্যা তার চেয়ে ৪০% বেশী। গাযার জনসংখ্যার প্রতি ৩৫ জনের একজন গত জুলাই মাসের শেষ পর্যন্ত নিহত হয়েছে যা সেখানকার জনসংখ্যার প্রায় ৩%।

গাযার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী গত বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত সময়ে নিহতের সংখ্যা ছিল ৩৭ হাযার ৮৭৭ জন। কিন্তু ল্যানসেটের গবেষণা বা তদন্ত অনুযায়ী গাযায় ইস্রাঈলী হামলায় নিহতের সর্বমোট সংখ্যা প্রায় ৬৪ হাযার ২৬০ জন। এছাড়া হাযার হাযার মানুষ এখনো ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে থাকায় তাদের নিখোঁজের মধ্যে ধরা হচ্ছে। এছাড়া ইউএন এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রামের হিসাব অনুসারে, গাযায় ১ লাখ ৩৭ হাযার ২৯৭টি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যা অঞ্চলটির মোট ভবনের অর্ধেকের বেশী। ক্ষতিগ্রস্ত ভবনের মধ্যে এক-চতুর্থাংশ পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। এছাড়া এক-দশমাংশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এক-তৃতীয়াংশ বেশ খানিকটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ব্যাংকিং খাতে সূদভিত্তিক লেনদেন পুরোপুরি বাদ দিয়েছে আফগানিস্তান

আফগানিস্তানের তালেবান নেতৃত্বাধীন ইমারতে ইসলামিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংক (ডা আফগানিস্তান ব্যাংক)-এর উপ-গভর্নর সেদিকুল্লাহ খালিদ একটি ব্যাংকিং প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ঘোষণা করেছেন যে, দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংকিং খাতে সূদভিত্তিক লেনদেন সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়েছে এবং এখন একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

গত ২৯ শে ডিসেম্বর আফগানিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং তুর্কী অংশীদারী ব্যাংক ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে তিন দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা শুরু হয়। কর্মশালাটির উদ্দেশ্য ছিল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা। কর্মশালায় ইসলামী ব্যাংকিংয়ের মূলনীতি, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, শরী'আহ মেনে আর্থিক পণ্য ব্যবস্থাপনা সহ অন্যান্য সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

সেদিকুল্লাহ খালিদ আরো বলেন, বর্তমানে ডা আফগানিস্তান ব্যাংকের সকল লেনদেন হানাফী ফিক্বহ অনুসারে সূদমুক্তভাবে সম্পাদিত হচ্ছে। তিনি বলেন, ব্যাংকিং খাতে পূর্ণ ইসলামী ব্যবস্থায় রূপান্তর একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া, যার জন্য ধারাবাহিক প্রচেষ্টা এবং আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। তুর্কী বিশেষজ্ঞদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এই পরিবর্তনটি বাস্তবায়ন করার উপর তিনি জোর দেন।

[কেবল হানাফী ফিক্বহ অনুসরণ করলে পূর্ণরূপে সূদমুক্ত হবে না। বরং ছহীহ হাদীছ মেনে চললেই সূদমুক্ত ব্যাংকিং সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ। এজন্য পাঠ করুন হাফাবা প্রকাশিত 'বায়'এ মুআজ্জাল' বইটি (স.স.)]

পাকিস্তানে বিশাল স্বর্ণের খনির সন্ধান লাভ, বদলে যেতে পারে অর্থনীতি

বিদেশী মুদ্রার রিজার্ভ কমে যাওয়াসহ নানা আর্থিক সংকটের মধ্যে থাকা পাকিস্তানে বিশালায়তন স্বর্ণের খনির সন্ধান পাওয়া গেছে। সিন্ধু নদের পাঞ্জাব অংশের অববাহিকা এলাকায় ৩২ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত এই খনিতে অন্তত ২৮ লাখ ভরি স্বর্ণ মওজূদ আছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। যার বর্তমান বাযার মূল্য ৮ হাযার কোটি রুপি। এ ব্যাপারে পাঞ্জাব প্রদেশের সাবেক খনিমন্ত্রী ইব্রাহীম হাসান বলেন, আগামী দিনে এই মহামূল্যবান হলুদ ধাতুর উত্তোলন শুরু হলে তা পাকিস্তানের অর্থনীতিতে নতুন মাইল ফলক তৈরি করবে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

এআই উদ্ভাবক হিন্টনের সতর্ক বার্তা : আগামী ৩০ বছরে মানুষের বিলুপ্তি ঘটাতে পারে 'এআই' প্রযুক্তি

এআই প্রযুক্তি আগামী ৩০ বছরে মানুষকে বিলুপ্তির দিকে নিয়ে যেতে পারে বলে সতর্ক করেছেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-এর 'গডফাদার' হিসাবে পরিচিত ব্রিটিশ-কানাডিয়ান কম্পিউটার বিজ্ঞানী কানাডার টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস প্রফেসর জিওফ্রে হিন্টন। শুধু তাই নয়, এআই অত্যধিক ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে ওঠায় এই প্রযুক্তির বিপরীতে মানুষকে তিন বছরের শিশু হিসাবেও তুলনা করেছেন তিনি।

চলতি বছরের শুরুর দিকে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন প্রফেসর হিন্টন। কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্কসহ মেশিন লার্নিংয়ের মৌলিক আবিষ্কারের জন্য জিওফ্রে হিন্টন এ বছর পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন।

নোবেলজয়ী এই বিজ্ঞানীর ধারণা, আগামী তিন দশকের মধ্যে মানুষের বিলুপ্তি ঘটানোর ১০ থেকে ২০ শতাংশ সম্ভাবনা রয়েছে এআইয়ের। তিনি বলেন, আমাদের আগে কখনও মানুষের চেয়ে অধিক বুদ্ধিমান বিষয়কে মোকাবিলা করতে হয়নি।

এআই দ্রুত অগ্রগতির বিষয়ে হিন্টন বলেন, 'আমি ভাবিনি, আমরা এখন যেখানে আছি, এরকম হবে। আমি ভেবেছিলাম ভবিষ্যতে কোনও এক সময়ে আমরা এখানে পৌঁছাব'।

তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, আগামী ২০ বছরে মানুষের চেয়ে অত্যধিক স্মার্ট হয়ে উঠতে পারে এআই সিস্টেমগুলো। এটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর চিন্তার বিষয়। প্রত্যাশার চেয়েও দ্রুত বিকাশ ঘটায় এআইকে নিয়ন্ত্রণে বিশ্বজুড়ে সরকারগুলোর ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন বলেও সতর্ক করে দিয়েছেন তিনি।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

১৪. যেলা সম্মেলন : জয়পুরহাট

১৯শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার কোমরগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় ময়দান, জয়পুরহাট : অদ্য বাদ যোহর যেলার সদর থানাধীন কোমরগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' জয়পুরহাট যেলার উদ্যোগে যেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. আমীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে ভাষণ দেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, সহ-সভাপতি আবুল কালাম, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুন নূর, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক রবীউল ইসলাম, 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসান, যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা মাহফূযুর রহমান, উপদেষ্টা মাওলানা ইসমাঈল হোসাইন, সহ-সভাপতি আব্দুল মুন'ইম, অর্থ সম্পাদক আবুবকর ছিদ্দীক, দফতর সম্পাদক আব্দুর রহমান, সদর উপযেলার সভাপতি আমীনুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক শাহ আলম, ক্ষেতলাল উপযেলার সভাপতি আব্দুল মুমিন, পাঁচবিবি উপযেলার সভাপতি ডা. রামাযান আলী, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুশতাক আহমাদ সারোয়ার, সদর উপযেলার সভাপতি মুস্তাফীযুর রহমান, যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ সালীম, যেলা 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামে'র সভাপতি আব্দুল ওয়াহ্হাব, যেলা আল-'আওনে'র সভাপতি ফীরোয হোসাইন, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, জয়পুরহাটের প্রধান শিক্ষক ফরীদুদ্দীন মিয়া, শিক্ষক হাফেয আশিকুয্যামান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক ও সদর উপযেলার সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ তাহসীন। সম্মেলনে পৃথক প্যাণ্ডেলে মহিলাদের বিপুল সমাগম ঘটে।

আল-'আওন : অত্র সম্মেলনে যেলা আল-'আওনের পক্ষ থেকে রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ৩ জনের ব্লাড গ্রুপিং করা হয়।

১৫. যেলা সম্মেলন : টাঙ্গাইল

আদর্শিক ঐক্যই মূল ঐক্য

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

২১শে ডিসেম্বর শনিবার ছাতিহাটি ঈদগাহ ময়দান, কালিহাতি, টাঙ্গাইল : অদ্য বেলা ২-টায় যেলার কালিহাতি উপযেলাধীন ছাতিহাটি ঈদগাহ ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' টাঙ্গাইল যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, মুসলমানদের অনেকেই মুখে ঐক্যের শ্লোগান দেয়, কিন্তু ঐক্যের মূল ভিত্তিতে ফিরে আসে না। অথচ আদর্শিক ঐক্যই মূল ঐক্য। আর সে ঐক্য হবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের আন্দোলন। সেকারণ যাবতীয় মত পার্থক্য ভুলে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে ঐক্য গড়ে তুলুন। উল্লেখ্য যে, মুহতারাম আমীরে জামা'আত শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকায় সম্মেলনে সরাসরি উপস্থিত না হয়ে অনলাইনে যুক্ত হয়ে ভাষণ প্রদান করেন। যা প্রজেক্টরের মাধ্যমে লাইভ সম্প্রচার করা হয়।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক শামসুল আলম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, আল-আওনে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি ইউসুফ ছিদ্দীকী, বগুড়া যেলা 'যুবসংঘে'র সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ আল-আমীন, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আব্দুল হামীদ, সাধারণ সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ প্রমুখ। সম্মেলনে সঞ্চালক যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন। সম্মেলনে পৃথক প্যাণ্ডেলে মহিলাদের বিপুল সমাগম ঘটে।

আল-'আওন : অত্র সম্মেলনে যেলা আল-'আওনের পক্ষ থেকে রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ৩ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ৩ জন 'ডোনর' তালিকাভুক্ত হন।

১৬. যেলা সম্মেলন : জামালপুর

সার্বিক জীবনে ন্যায়বিচার কায়েম করুন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

২২শে ডিসেম্বর রবিবার চারাইলদার দাখিল মাদ্রাসা ময়দান, মেলান্দহ, জামালপুর : অদ্য বাদ যোহর যেলার মেলান্দহ উপযেলাধীন চারাইলদার দাখিল মাদ্রাসা ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' জামালপুর যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি সূরা নিসার ১৩৫ আয়াত তেলাওয়াত করে বলেন, সমাজে শান্তি ও স্থিতি প্রতিষ্ঠার সর্বোত্তম মাধ্যম ন্যায়বিচার। ন্যায়বিচার ছাড়া পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে বিশৃংখলা দেখা দেবে। তাই ন্যায়বিচারের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক আল্লাহ্র জন্য সাক্ষ্যদাতা হিসাবে, যদিও সেটি তোমাদের নিজেদের কিংবা তোমাদের পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়ের বিরুদ্ধে যায়' *(নিসা ৪/১৩৫)*। আমেরিকার হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির 'ল' ফ্যাকাল্টির লাইব্রেরীর সামনে ন্যায়বিচারের সর্বোচ্চ বাণী হিসাবে সূরা নিসা ১৩৫ আয়াতের ইংরেজী অনুবাদ ইস্পাতের সাইনবোর্ডে খোদাই করে লিপিবদ্ধ আছে। উক্ত আয়াতের আলোকে সার্বিক জীবনে ন্যায় বিচার কায়েম করুন। তবেই সার্বিক জীবনে শান্তি ফিরে আসবে ইনশাআল্লাহ।

জামালপুর-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মাসউদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, সহ-সভাপতি আবুল কালাম, ঢাকার মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, মাওলানা

শামীম আখতার হাক্কানী (মুর্শিদাবাদ, ভারত), আল-আওনে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা রফীকুল ইসলাম বেলাল, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ, 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক মুনীরুল ইসলাম, জামালপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী, 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ মাসঊদ, যেলা আল-'আওনে'র সভাপতি আব্দুল আলীম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন জামালপুর-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘে'র সাবেক সভাপতি আব্দুছ ছবূর। সম্মেলনে পৃথক প্যাণ্ডেলে মহিলাদের বিপুল সমাগম ঘটে।

আল-'আওন : অত্র সম্মেলনে যেলা আল-'আওনের পক্ষ থেকে রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ৭২ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ২৮ জন 'ডোনর' তালিকাভুক্ত হন।

১৭. যেলা সম্মেলন ২০২৫ : কিশোরগঞ্জ

নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহর আলোকে জীবন পরিচালনা করুন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

২রা জানুয়ারী বৃহস্পতিবার, গালিমগাযী, কিশোরগঞ্জ : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের গালিমগাযী দারুস সালাম মাদ্রাসা ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' কিশোরগঞ্জ যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি সূরা কাহফের ১১০ আয়াত তেলাওয়াত করে বলেন, পরকালীন জীবনে জান্নাত লাভের জন্য দুনিয়াতে দু'টি কাজ করতে হবে। (১) শিরক বিমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদ বিশ্বাস ও (২) বিদ'আত মুক্ত নির্ভেজাল সুন্নাহর অনুসরণ। অর্থাৎ যাবতীয় শিরকী আক্বীদা পরিত্যাগ করে এক আল্লাহর জন্য নেক আমল সম্পাদন করা ও মানুষের মনগড়া তন্ত্রমন্ত্র ত্যাগ করে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) প্রদর্শিত পথে চলা। তাই নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহর আলোকে সার্বিক জীবন পরিচালনা করাই আমাদের কর্তব্য।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি কিশোরগঞ্জ সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ডে'র চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসান। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন আমীরে জামা'আতের গত ২-৫ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় শিক্ষা সফরের সাথী স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব জনাব মাসউদ শিকদার। তার বাসাতেই আমীরে জামা'আত ও তাঁর সফরসঙ্গীগণ দুপুরের আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, প্রফেসর নূরুল ইসলাম ছাত্র জীবনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুজ্জোহা হল শাখা 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কর্মী ছিলেন। যখন আমীরে জামা'আত নিজেই উক্ত হলের এসিসট্যান্ট হাউজ টিউটর ছিলেন। তাঁর জন্মস্থান নাটোরের মহারাজপুর গ্রামে। সম্মেলন অনুষ্ঠানে তার সাথী ছিলেন রাজশাহী মারকাযের সাবেক ছাত্র আল-আমীন। সম্মেলনে পৃথক প্যাণ্ডেলে মহিলাদের বিপুল সমাগম ঘটে।

আল-'আওন : অত্র সম্মেলনে যেলা কমিটি না থাকায় নারায়ণগঞ্জ যেলা আল-'আওনের পক্ষ থেকে রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ১ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ৩ জন 'ডোনর' তালিকাভুক্ত হন।

১৮. যেলা সম্মেলন : সিলেট

বাধা দিলে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলন আরো গতিশীল হয়

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

৪ঠা জানুয়ারী শনিবার, আত-তাক্বওয়া মসজিদ এণ্ড ইসলামিক সেন্টার, কুমারপাড়া, সিলেট : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের কুমারপাড়াস্থ আত-তাক্বওয়া মসজিদ এণ্ড ইসলামিক সেন্টারে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সিলেট-উত্তর ও দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি সূরা হাশরের ১৮ আয়াত তেলাওয়াত করে বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদের সার্বিক কর্মকাণ্ড দেখছেন। তার কাছ থেকে আমরা কোন কিছুই লুকাতে পারব না। তাই সর্বদা আল্লাহকে ভয় করে প্রত্যেক মানুষের কাজ করা উচিত। আজকে যারা পূর্ব নির্ধারিত সিলেট আলিয়া মাদ্রাসা ময়দানে আমাদের সম্মেলনে বাধা দিয়েছেন তাদের ভেবে দেখা উচিত যে, তারা এর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে কত নেক আমল প্রেরণ করলেন। মনে রাখা উচিত যে, বাধা দিলে আন্দোলন আরো গতিশীল হয়। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রচার-প্রসারে আমাদের ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম দুর্বার গতিতে চলতে থাকবে। কেউ তাকে বাধা দিয়ে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না ইনশাআল্লাহ।

সিলেট-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ফায়যুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসান, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা তাসলীম সরকার, সিলেট আত-তাক্বওয়া মসজিদ এণ্ড ইসলামিক সেন্টারের মুতাওয়াল্লী মুহাম্মাদ আব্দুছ ছবূর চৌধুরী, স্থানীয় উম্মুল ক্বোরা মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা আকমাল হোসাইন প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিলেট দক্ষিণ যেলার সভাপতি জাবের আহমাদ, মৌলভীবাজার যেলা সভাপতি সাবেকুন নূর ও সেক্রেটারী মুহাম্মাদ সোহেল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

উল্লেখ্য যে, ড. সাখাওয়াত হোসাইনসহ মুহতারাম আমীরে জামা'আত সিলেট এয়ারপোর্টে অবতরণ করেন। সেখানে তাঁকে রিসিভ করেন সিলেট-দক্ষিণ যেলার সভাপতি জাবের আহমাদ, 'যুবসংঘে'র সভাপতি তোফায়েল আহমাদ, সাধারণ সম্পাদক গোলাম আযম, আলাউদ্দীন, আব্দুল হাফীয এবং তাক্বওয়া মসজিদের মুতাওয়াল্লী আব্দুছ ছবূর চৌধুরী, সেক্রেটারী কালাম আহমাদ চৌধুরী ও রিপনসহ ৫টি প্রাইভেট কার ও ৬টি মোটরসাইকেল সহ তাঁকে এয়ারপোর্ট থেকে সরিসরি সিলেট শহরের প্রাণকেন্দ্র শাহী ঈদগাহ সংলগ্ন ধানসিঁড়িতে 'হাদীছ ফাউন্ডেশন পাঠাগার' পরিদর্শনে নিয়ে যান।

সিলেটে আমীরে জামা'আত দক্ষিণ যেলা সভাপতি জাবের আহমাদের বাড়িতে অবস্থান করেন। বিদায়ের সময় তিনি সহ উপরে বর্ণিত প্রায় সবাই এয়ারপোর্টে আসেন এবং আমীরে জামা'আতকে বিদায় জানান।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ

২৫শে ডিসেম্বর বুধবার কুষ্টিয়া-পূর্ব : অদ্য সকাল ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুষ্টিয়া-পূর্ব ও পশ্চিম, ঝিনাইদহ, রাজবাড়ী, মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা শহরের উপকণ্ঠে ঝিনাইদহ রোডস্থ রিযিয়া-সা'দ ইসলামিক সেন্টারে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. আলী মুর্তাযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম, যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, শূরা সদস্য মুহাম্মাদ তরীকুয্যামান।

২৬শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার রংপুর : অদ্য সকাল ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রংপুর-পূর্ব, পশ্চিম, নীলফামারী -পূর্ব ও পশ্চিম, লালমণিরহাট, কুড়িগ্রাম-উত্তর ও দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে রংপুর যেলা শহরের মুসলিমপাড়াস্থ শেখ জামালুদ্দীন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। রংপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুল করীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও রংপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ মুতীউর রহমান। একই দিন বাদ আছর তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুল করীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তা'লীমী বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান বক্তব্য পেশ করেন।

২৮শে ডিসেম্বর শনিবার যশোর : অদ্য সকাল ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা, খুলনা, যশোর, বাগেরহাট, মাগুরা ও নড়াইল সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যশোর যেলার সদর থানাধীন আল্লাহ্র দান আহলেহাদীছ জামে মসজিদে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যশোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল খায়েরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন।

২রা জানুয়ারী বৃহস্পতিবার ময়মনসিংহ-উত্তর : অদ্য সকাল ১১-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ময়মনসিংহ-উত্তর-দক্ষিণ, শেরপুর ও নেত্রকোণা যেলার উদ্যোগে ময়মনসিংহ-উত্তর সাংগঠনিক যেলার ধোবাউড়া উপযেলাধীন মেকিয়ারকান্দা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ময়মনসিংহ-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইব্রাহীম খলীলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ।

১১ই জানুয়ারী শনিবার রাজশাহী : অদ্য সকাল ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী-সদর, পূর্ব ও পশ্চিম, নাটোর, নওগাঁ, চাঁপাই-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ মসজিদে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক অধ্যাপক দুররুল হুদা।

১১ই জানুয়ারী শনিবার বগুড়া : অদ্য সকাল ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, জয়পুরহাট, গাইবান্ধা-পূর্ব ও পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে বগুড়া যেলার সদর থানাধীন ছোট বেলাইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাফেয মুখলেছুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার।

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

বগুড়ায় ব্যতিক্রমধর্মী দাওয়াতী সফর

২৭শে ডিসেম্বর শুক্রবার বগুড়া : অদ্য 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বগুড়া যেলার উদ্যোগে ১০টি মসজিদে জুম'আর খুৎবাসহ সর্বমোট ৪০টি স্থানে দাওয়াতী প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক দাঈ জুম'আর খুৎবার পর বাদ আছর, মাগরিব ও এশা তা'লীমী বৈঠকে বক্তব্য পেশ করেন। উক্ত দাওয়াতী সফরে যেলার শেরপুর উপযেলার হাপুনিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদানসহ ৪টি মসজিদে দাওয়াতী সফর করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সদর উপযেলার ছোট বেলাইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদানসহ দাওয়াতী সফর করেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, ধুনট উপযেলার বিলচাপড়ী মাদ্রাসা সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদানসহ দাওয়াতী সফর করেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আবুল কালাম, সারিয়াকান্দি উপযেলার সারিয়াকান্দি বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদানসহ দাওয়াতী সফর করেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ, শিবগঞ্জ উপযেলার আপসুন বায়তুল আমান আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদানসহ দাওয়াতী সফর করেন অর্থ সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব, দুপচাচিয়া উপযেলার তালোড়া দক্ষিণ শাবলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদানসহ দাওয়াতী সফর করেন কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুর রঊফ।

শাহ জাহানপুর উপযেলার বোহাইল উত্তরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদানসহ দাওয়াতী সফর করেন সমাজকল্যাণ সম্পাদক সাজিদুর রহমান, সোনাতলা উপযেলার হুয়াকুয়া কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদানসহ দাওয়াতী সফর করেন আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ড. মুখতারুল ইসলাম, গাবতলী-দক্ষিণ (বাগবাড়ী) সাংগঠনিক উপযেলার ঘোড়ার দিঘী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদানসহ দাওয়াতী সফর করেন জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক ও গাবতলী উপযেলার রামেশ্বরপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদানসহ দাওয়াতী সফর করেন রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান।

ইমাম প্রশিক্ষণ

১৭ই ডিসেম্বর'২৪ মঙ্গলবার, কালদিয়া, বাগেরহাট : অদ্য বেলা ২-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, কালদিয়া, বাগেরহাটে ইমাম প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাওলানা আব্বাসুদ্দীন ইলিয়াস-এর সভাপতিত্বে

অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাঃ কাবীরুল ইসলাম, শিক্ষা ও সাংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম মাদানী এবং 'সোনামণি'-এর প্রথম পরিচালক মুহাঃ আযীযুর রহমান প্রমুখ। অতঃপর বাদ মাগরিব মাদ্রাসার উদ্যোগে বার্ষিক ওয়ায মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মাহফিলে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন।

সোনামণি

১৭ই ডিসেম্বর'২৪ মঙ্গলবার, কালদিয়া, বাগেরহাট : অদ্য সকাল ১০-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, কালদিয়া, বাগেরহাটে আক্বীদা ও দো'আ বিষয়ে সোনামণি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সোনামণির যেলা পরিচালক মুহাম্মাদ মামুনুর রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি ছিলেন 'সোনামণি'-এর প্রথম পরিচালক মুহাঃ আযীযুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাওলানা আব্বাসুদ্দীন ইলিয়াস।

মারকায সংবাদ

দাওরায়ে হাদীছের শিক্ষা সমাপনী অনুষ্ঠান

৬ই জানুয়ারী সোমবার নওদাপাড়া, রাজশাহী : অদ্য বাদ মাগরিব আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর শিক্ষক মিলনায়তনে তাখাচ্ছুছ বিভাগের শিক্ষার্থীদের (১ম ব্যাচ) শিক্ষা সমাপনী গবেষণাকর্ম উপস্থাপন উপলক্ষে এক সেমিনার (মুনাকাশা) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে এক্সটার্নাল হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম এবং রাজশাহী কলেজের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আব্দুর রশীদ। এতে গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিভাগের সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলী। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সচিব শামসুল আলম, অত্র মাদ্রাসার সেক্রেটারী মাওলানা দুররুল হুদা ও কুল্লিয়ার সম্মানিত শিক্ষকগণ। এতে তাখাচ্ছুছের শিক্ষার্থীগণ তাদের গবেষণাকর্ম সমূহ উপস্থাপন করেন। এসময় এক্সটার্নালগণ এবং উপস্থিত অতিথিমণ্ডলী শিক্ষার্থীদের গবেষণাকর্মের ভূঁয়সী প্রশংসা করেন এবং তাখাচ্ছুছ বিভাগের এই অনন্য অর্জনকে মুবারকবাদ জানান। তারা বাংলাদেশের মাদ্রাসা অঙ্গনে শিক্ষার্থীদের এরূপ উচ্চতর একাডেমিক গবেষণা সেমিনারকে একটি মাইলফলক হিসাবে অভিহিত করেন। সেমিনারের সঞ্চালক ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী'র ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম।

আল-ফুরক্বান ইন্টারন্যাশনাল বালিকা মাদ্রাসা, দিনাজপুর
ভর্তি বিজ্ঞপ্তি
মক্তব, নাযেরা, হিফয ও কিতাব বিভাগে ৭ শ্রেণী পর্যন্ত
আবাসিক/অনাবাসিক
প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক : মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম
প্রধান শিক্ষক : মুহাম্মাদ মুমিনুল ইসলাম
আমাদের বৈশিষ্ট্য
◆ সকল বিষয়ে যোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী দ্বারা পাঠদান।
◆ শিক্ষার্থীদের ছহীহ আক্বীদা ও আমলের ভিত্তিতে পাঠদান।
◆ আবাসিক শিক্ষার্থীদের আবাসিক শিক্ষক মণ্ডলী দ্বারা পাঠদান ও সার্বিক তত্ত্বাবধান।
◆ নিয়মিত খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা।
◆ শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশের জন্য সাপ্তাহিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা।
◆ সার্বক্ষণিক সিসিটিভি ক্যামেরা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
দিনাজপুর রামসাগর মোড় থেকে ১ কি. মি. উত্তরে, শিকদার হাট, দিনাজপুর সদর। মোবা : ০১৭৩৯৮০০৭৫১, ০১৮৬৩৮৬৮০৮৮

সীরাত কোর্সে অংশগ্রহণ করে পবিত্র ওমরাহ পালনের সুযোগ নিন
৩ মাস ব্যাপী
সীরাত কোর্স
(অনলাইন)
হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড -এর
অনলাইন ভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম
হাদীছ ফাউণ্ডেশন অনলাইন একাডেমী
ঘরে বসে দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের অনন্য প্লাটফর্ম।
কোর্সের সময় : এপ্রিল থেকে জুলাই; প্রতি রবি ও মঙ্গলবার রাত ৮:৩০-১০:০০মি.
ক্লাস শুরু : ১৫ই এপ্রিল; মঙ্গলবার।
কোর্স ফী : ১০০০/-
২য় ব্যাচে ভর্তি চলছে
পুরস্কার
পবিত্র ওমরাহ সফর ৩ জন ও রাসূল (ছাঃ)-এর স্মৃতি বিজড়িত স্থান পরিদর্শন।
বিশেষ পুরস্কার 2,000/- 20 জন অথবা সমমূল্যের বই পুরস্কার।
হাদীছ ফাউণ্ডেশন অনলাইন একাডেমী | যোগাযোগ: ০১৬০৬-৩২৫২০২
www.academy.hfeb.net hfonlineacademy hfonlineacademy hfonline.ac@gmail.com

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১৬১) : গোসলের সময় বিসমিল্লাহ বলে গোসল করলে ছালাতের জন্য ওযূ করতে হবে কি?

-লতীফুল ইসলাম, আমচত্বর, রাজশাহী।

উত্তর : গোসলের পূর্বে ওযূ করলে এবং ওযূ ভঙ্গের কারণ না ঘটলে গোসলের পর আর ওযূ করতে হবে না। আর পূর্বে ওযূ না করলে গোসলের পরে ওযূ করতে হবে। কারণ ওযূ ব্যতীত ছালাত হবে না' *(আবূদাঊদ হা/৬১; শায়খ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১০/১৭৫-৭৬; ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১/৪২৩)*।

প্রশ্ন (২/১৬২) : মা সহ পরিবারের সদস্যগণ দ্বীনের বিধান পালনে দারুণভাবে উদাসীন। মাকে ছালাতের কথা বললেই বিরক্ত হন। এক্ষণে তাদের মাঝে দাওয়াতী কাজ করার পদ্ধতি কি?

-তানজিয়া, রামপুরা, ঢাকা।

উত্তর : প্রথমত হিকমত ও সুন্দর আচরণের মাধ্যমে মাসহ অন্যান্য সদস্যদের ইসলামী বিধানের দিকে দাওয়াত অব্যাহত রাখবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক কর সুন্দর পন্থায়। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক ভালভাবেই জানেন কে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি ভালভাবেই জানেন কে সুপথপ্রাপ্ত হয়েছে *(নাহল ১৬/১২৫)*। **দ্বিতীয়ত** মাকে সহনশীলতার সাথে নিয়মিত নছীহত করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা নারীদের জন্য মঙ্গলকামী হও। কারণ নারীকে পাঁজরের (বাঁকা) হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়ের সবচেয়ে বেশী বাঁকা হ'ল তার উপরের অংশ। যদি তুমি এটাকে সোজা করতে চাও, তাহ'লে ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি তাকে ছেড়ে দাও তাহ'লে তো বাঁকাই থাকবে। তাই তোমরা নারীদের জন্য মঙ্গলকামী হও *(বুখারী হা/৩৩৩১; মিশকাত হা/৩২৩৯)*। **তৃতীয়ত** তাদের জন্য দো'আ করবে এবং তাদের হেদায়াতের জন্য পরহেযগার ব্যক্তিদের নিকট দো'আর আবেদন করবে। আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর আবেদনের প্রেক্ষিতে তার মায়ের হেদায়াতের জন্য রাসূল (ছাঃ) দো'আ করলে তার মা হেদায়াত প্রাপ্ত হন *(মুসলিম হা/২৪৯১; মিশকাত হা/৫৮৯৫)*।

প্রশ্ন (৩/১৬৩) : একাধিক সন্তান প্রতিপালনরত মা মাঝে মধ্যে প্রয়োজনবশত ছালাত জমা' করতে পারবেন কি? বিশেষত আছরের ছালাত অধিকাংশ সময় মাগরিবের কিছু আগে পড়তে হয়। সেক্ষেত্রে উক্ত ছালাত যোহরের সাথে জমা' করা যাবে কি?

-তামান্না, নওগাঁ।

উত্তর : যথাসময়ে ছালাত আদায় করা আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নিশ্চয় ছালাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত' *(নিসা ৪/১০৩)*। তবে দুগ্ধদানকারীণী মায়েরা পবিত্রতা অর্জনে বিলম্বের কারণে বা একাধিক সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে অতি ব্যস্ততার কারণে যোহর-আছর ও মাগরিব-এশার ছালাত জমা' তাকদীম বা তা'খীর করে আদায় করতে পারে *(বাহুতী, কাশশাফুল কেনা' ২/৬; ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ফাতাওয়াল কুবরা ২/৩১, ২/৩৪৯; ওছায়মীন, লিকাউল বাবিল মাফতূহ ৪/২০১)*। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কাজে বাধ্য করেন না' *(বাক্বারাহ ২/২৮৬)*।

প্রশ্ন (৪/১৬৪) : ক্বিরাআত শেষে সিজদার আয়াত হ'লে আগে রুকূ করতে না-কি সিজদায়ে তেলাওয়াত আগে দিতে হবে?

-মুহাম্মাদ আযীযুল্লাহ, ঢাকা।

উত্তর : তিলাওয়াতের জন্য সিজদা দেওয়া সুন্নাত। সুতরাং ইমাম সিজদা দিতে চাইলে তেলাওয়াত শেষেই সিজদায় চলে যাবে। সিজদা থেকে উঠে রুকূতে যাবে এবং ছালাত সম্পন্ন করবে। তবে এরূপ ক্ষেত্রে মুছল্লীদের অগ্রিম জানিয়ে রাখা ভালো। তাছাড়া ইমাম সিজদা থেকে উঠে অন্য সূরা বা আয়াত পাঠ করে রুকূতে যাবে তাহ'লে মুছল্লীদের মাঝে সন্দেহের উদ্রেক হবে না *(নববী, আল-মাজমূ' ৪/৫৮; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ১/৪৪৬)*। ওমর (রাঃ) বলতেন, হে লোক সকল! আমরা যখন সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করি, তখন যে সিজদা করবে সে ঠিকই করবে, যে সিজদা করবে না তার কোন গুনাহ নেই *(বুখারী হা/১০৭৭)*।

প্রশ্ন (৫/১৬৫) : সূরা বাক্বারার ২৩০ আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চাই?

-ক্বামারুয্যামান, তানোর, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয়) তালাক দেয়, তাহ'লে সে যতক্ষণ তাকে ব্যতীত অন্য স্বামী গ্রহণ না করে, ততক্ষণ উক্ত স্ত্রী তার জন্য সিদ্ধ হবে না। অতঃপর যদি উক্ত স্বামী তাকে তালাক দেয়, তখন তাদের উভয়ের পুনরায় ফিরে আসায় কোন দোষ নেই, যদি তারা মনে করে যে, তারা আল্লাহ্র সীমারেখা বজায় রাখতে পারবে। এগুলি আল্লাহ্র সীমারেখা। যা তিনি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য বর্ণনা করে থাকেন' *(বাক্বারাহ ২/২৩০)*।

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'দ্বিতীয় স্বামী কর্তৃক স্বেচ্ছায় তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে তার প্রথম স্বামীর নিকট পুনরায় ফিরে আসার অনুমতি প্রদান আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে একটি বিশেষ অনুগ্রহ। কেননা তাওরাতের বিধান মতে তারা আর বিবাহ করতে পারে না। ইনজীলের বিধান মতে তাদের মধ্যে স্থায়ীভাবে বিবাহ নিষিদ্ধ। কিন্তু ইসলামী শরী'আত বান্দার কল্যাণার্থে তিন তালাকের পরও পুনরায় ঐ স্বামীর সাথে বিবাহের সুযোগ রেখেছে' *(ই'লামুল মু'আক্কিঈন ২/৫৬-৫৭)*। অর্থাৎ সে তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে বিদায় করার পর

যদি উক্ত নারী দ্বিতীয় স্বামীও গ্রহণ করে, তবে সেই স্বামী কর্তৃক স্বেচ্ছায় তালাকপ্রাপ্তা হ'লে কিংবা মারা গেলে নির্দিষ্ট ইদ্দত পালনের পর পুনরায় প্রথম স্বামী বিবাহের মাধ্যমে তাকে গ্রহণ করতে পারে' *(বাক্বারাহ ২/২৩০)*।

তবে এক্ষেত্রে কোন অপকৌশলের আশ্রয় নিলে দ্বিতীয় স্বামী 'ভাড়াটে ষাঁড়' হবে, যা হারাম। এটা হানাফী মাযহাবে এখনও চালু আছে *(ইবনু মাজাহ হা/১৯৩৬; হাকেম হা/২৮০৪; ছহীহুল জামে' হা/২৫৯৬)*। হালালাকারীর ঐ বিয়ে বাতিল হবে এবং পূর্ব স্বামীর জন্যও তা হালাল হবে না *(ছালেহ বিন ফাওযান, আল-মুলাখখাছুল ফিক্বহী ৩১৭-১৮ পৃ.; বিস্তারিত দ্র. 'তালাক ও তাহলীল' বই 'হিন্দু ধর্মে তালাক' অনুচ্ছেদ)*। উক্ত আয়াতে মূলত হিল্লা বিবাহ হারাম করা হয়েছে, যদিও হানাফী মাযহাবে তা এখনও প্রচলিত।

প্রশ্ন (৬/১৬৬) : আমার নিকট থেকে প্রায়ই বিভিন্ন জিনিস চুরি হয়ে যায়। এ থেকে পরিত্রাণের জন্য কোন আমল বা দো'আ আছে কি?

-রাসেল বাবু, পঞ্চগড়।*
**[আরবীতে সুন্দর ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : চুরি থেকে রক্ষা পেতে হ'লে যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিতে হবে এবং টাকা বা জিনিসপত্র রাখার সময় বা দরজা বা আলমারী বন্ধ করার সময় বিসমিল্লাহ বলতে হবে। কারণ বিসমিল্লাহ বলা হ'লে শয়তান সে দরজা বা প্রতিবন্ধক খুলতে পারে না *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১৯/৩৫; ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ১১/৮৭-৮৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'পাত্র আবৃত কর, মশক বেঁধে দাও, দরজা বন্ধ করে দাও, বাতি নিভিয়ে দাও। যেহেতু শয়তান (বিসমিল্লাহ বলে) বাঁধা মশক খোলে না, বন্ধ দরজা খোলে না এবং ঢাকা পাত্রও খোলে না' *(মুসলিম হা/২০১২; মিশকাত হা/৪২৯৬)*। এছাড়াও বাড়িতে আয়াতুল কুরসী ও সূরা বাক্বারাহ নিয়মিত পাঠ করবে তাহ'লে আল্লাহ দুনিয়াবী বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবেন ইনশাআল্লাহ *(মুসলিম হা/৮০৪; মিশকাত হা/২১২০)*। অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি রাত্রিতে সূরা বাক্বারাহ্র শেষ দুই আয়াত পাঠ করবে, তার জন্য সেটি যথেষ্ট হয়ে যাবে' *(বুখারী মুসলিম, মিশকাত হা/২১২৫)*।

প্রশ্ন (৭/১৬৭) : আমার অন্তরে আল্লাহ তা'আলাকে নিয়ে নানা ধরনের শিরকী খটকা তৈরী হয়। সাথে সাথে আমি তওবা করি। এথেকে পরিত্রাণের উপায় কি? তওবা করলে ক্ষমা হবে কি?

-মা'রূফ, ময়মনসিংহ।

উত্তর : তওবা করলে ক্ষমার আশা করা যায়। যখনই মনের মধ্যে আল্লাহ সম্পর্কে কোন খটকা তৈরি হবে তখনই কয়েকটি করণীয় রয়েছে। যেমন–(১) আমানতু বিল্লাহ (আমি আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনলাম) বলবে (২) আঊযুবিল্লাহ পাঠ ও বাম দিকে তিন বার থুক মারবে। করবে (৩) সূরা ইখলাছ পাঠ করবে তাহ'লে মন থেকে এই সব খটকা দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মানুষের মনে নানা প্রশ্নের সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে এমন প্রশ্নেরও সৃষ্টি হয় যে, এ সৃষ্টিজগত তো আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তাহ'লে আল্লাহকে সৃষ্টি করল কে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, 'যার অন্তরে এমন প্রশ্নের উদয় হয় সে যেন বলে, আমানতু বিল্লাহ' বা আমরা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি *(মুসলিম হা/১৩৪)*। তিনি আরো বলেন, তোমাদের কারো কাছে শয়তান এসে বলে, এটা কে সৃষ্টি করেছে, ওটা কে সৃষ্টি করেছে? পরিশেষে সে তাকে বলে, তোমার প্রতিপালককে কে সৃষ্টি করেছে? সুতরাং এ পর্যন্ত পৌঁছলে সে যেন আ'ঊযুবিল্লাহ পাঠ করে (আল্লাহ্র কাছে (শয়তান থেকে) আশ্রয় প্রার্থনা করে) এবং (এমন কুচিন্তা থেকে) বিরত হয়' *(মুসলিম হা/১৩৪)*।

তিনি আরো বলেন, 'মানুষেরা তো (প্রথম সৃষ্টি জগত ইত্যাদি সম্পর্কে) পরস্পরের প্রতি প্রশ্ন করতে থাকবে, এমনকি সর্বশেষে এ প্রশ্নও করবে, সমস্ত মাখলূক্বাতকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তবে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে? যখন তারা এ প্রশ্ন উত্থাপন করে তখন তোমরা বলবে, আল্লাহ এক, তিনি অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি আর কেউ তাকে জন্ম দেননি। তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই। অতঃপর আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রজীম বলে বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং (শয়তানের উদ্দেশে) নিজের বাম দিকে তিন বার থুক মারবে *(আবুদাঊদ হা/৪৭২২; মিশকাত হা/৭৫, সনদ, হাসান)*।

প্রশ্ন (৮/১৬৮) : রামাযান মাসে দিনের বেলা পুকুরে ডুব দিয়ে গোসল করা বা সাঁতার কাটা যাবে কি?

- জাহিদুল ইসলাম, বাগেরহাট।

উত্তর : এরূপ করায় শরী'আতে কোন বাধা নেই। পিপাসা এবং গরমের কারণে নবী করীম (ছাঃ)-এর উপর একবার পানি ঢালা হয়েছিল *(আবুদাঊদ হা/২৩৬৫)*। তবে কোন অবস্থায় যেন পানি পেটের মধ্যে না যায়, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে *(মাজমূ' ফাতাওয়া উছায়মীন ১৯/২১১)*।

প্রশ্ন (৯/১৬৯) : চেরুমন পেরুমল সম্পর্কে জানতে চাই। তিনি শাসক ও ছাহাবী ছিলেন মর্মে যে ইতিহাস রয়েছে তা সত্য কি?

-জাহিদ, নাটোর।

উত্তর : ছাহাবী হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত– (১) রাসূলুল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ হওয়া। (২) রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করা (মুসলমান হওয়া) এবং (৩) ঈমানের উপরে মৃত্যুবরণ করা। এক্ষণে রাসূল (ছা.)-এর সাথে ভারতের মালাবারের রাজা চেরুমন পেরুমলের সাক্ষাৎ হওয়ার বিষয়টি নির্ভরযোগ্য কোন সূত্র দ্বারা প্রমাণিত নয়। সেজন্য তাকে ছাহাবী বলা যাবে না। উল্লেখ্য যে, কোন কোন ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, উক্ত রাজা চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনা দেখে অবাক হন এবং পরবর্তীতে জানতে পারেন যে, এটা শেষ নবীর আগমন এবং তার মু'জেযার বহিঃপ্রকাশ। তিনি ভারত থেকে মদীনা গিয়ে রাসূলের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ১৭ দিন অবস্থানের পর ফিরতি সফরে রাস্তায় মারা যান। তিনি মৃত্যুর পূর্বে একটি মসজিদ নির্মাণের অছিয়ত করেন। পরবর্তীতে মসজিদ

নির্মাণ করে তার নাম দেওয়া হয় চেরুমন জামে' মসজিদ *(আব্দুল মজীদ যিন্দানী, বাইয়েনাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃ. ২২৫; ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ ২/১৮১)*। তবে এই ঘটনার কোন নির্ভরযোগ্য সূত্র জানা যায় না।

প্রশ্ন (১০/১৭০) : পৃথিবী ব্যতীত সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব থাকা নিয়ে ইসলাম কি বলে?

-গোলাম রাব্বী, বরিশাল।

উত্তর : পৃথিবী ব্যতীত অন্যান্য জগতের বিষয়টি গায়েবী বিষয়। কুরআন ও সুন্নাহে আকাশ এবং যমীনে বসবাসরত প্রাণীর কথা বলা হয়েছে। তবে প্রাণী দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে জিন, মানুষ ও ফেরেশতা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তাঁর নিদর্শন সমূহের অন্যতম হ'ল নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি এবং এতদুভয়ের মধ্যে যে সকল জীব-জন্তু তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর তিনি যখনই ইচ্ছা এগুলিকে (ক্বিয়ামতের দিন) একত্রিত করতে সক্ষম *(শূরা ৪২/২৯)*। উক্ত আয়াতের তাফসীরে মুফাসসিরগণ মতপার্থক্য করেছেন। কেউ বলেছেন, আকাশের অধিবাসী বলতে ফেরেশতাদের বুঝানো হয়েছে। আবার কেউ বলছেন, অন্যান্য আরো প্রাণীর অস্তিত্বকে বুঝানো হয়েছে। তবে অন্যান্য প্রাণী থাকলে তাদের আকৃতি বা প্রকৃতি কেমন হবে মর্মে কোন বর্ণনা তারা করেননি। অতএব ইসলাম স্পষ্টভাবে কোন জীবনের অস্তিত্বের কথা বলেনি। তবে যেটা বলা হয়েছে, সেটা ফেরেশতা হ'তে পারে। আবার অন্য প্রাণীও হ'তে পারে। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

প্রশ্ন (১১/১৭১) : কেউ যদি ৬ তলায় বাসা হওয়ার কারণে উঠানামা কষ্টকর হওয়ায় ফজর ও এশার ছালাত এবং যোহর, আছর ও মাগরিবের ছালাত মাঝে-মধ্যে জামা'আতে এবং মাঝে-মধ্যে একাকী আদায় করে তাহ'লেও কি সে মুনাফিক হিসাবে চিহ্নিত হবে?

-হাসান মাহমূদ, খিলক্ষেত, ঢাকা

উত্তর : জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করা সাবালক পুরুষের জন্য ওয়াজিব। প্রত্যেক মুসলিমের উচিৎ প্রতি ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতের সাথে মসজিদে আদায় করা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আযান শুনল, অথচ জামা'আতে এলো না, তার ছালাত হ'ল না। তবে বিশেষ ওযর ব্যতীত' *(ইবনু মাজাহ হা/৭৯৩; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/২০৬৪; মিশকাত হা/১০৭৭)*। এক্ষণে গ্রহণযোগ্য ওযর থাকলে আল্লাহ ক্ষমা করবেন। অন্যথায় বিনা ওযরে কেউ বাড়িতে, দোকানে বা অন্য কোথাও ফরয ছালাত আদায় করলে তার ছালাতের ফরযিয়াত আদায় হ'লেও ওয়াজিব ত্যাগ করার কারণে সে গোনাহগার হবে *(ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৫/৭০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মুওয়াযযিনের আযান শুনেছে এবং কোন ওযর বা অসুবিধা তাকে তার অনুসরণ করতে বাধা দেয়নি, তার (একাকী) আদায়কৃত ছালাত আল্লাহ কবুল করবেন না *(আবুদাউদ হা/৫৫১; মিশকাত হা/১০৭৭; ছহীহুত তারগীব হা/৪২৬)*। এক্ষণে কারো উঠানামা অতি কষ্টকর হ'লে বিকল্প পথ অবলম্বন করবে। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেন না' *(বাক্বারাহ ২/২৮৬)*।

প্রশ্ন (১২/১৭২) : বিতর ছালাতের শেষ রাক'আতে দো'আ কুনূতের সাথে আর কি কি দো'আ পড়া যাবে?

*-*আতীকুর রহমান সোহাগ, পত্নীতলা, নওগাঁ।*

**[শুধু আতীকুর রহমান নাম রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : হাদীছে বর্ণিত কুনূতের দো'আটি পাঠ করার পর কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত যেকোন দো'আ পাঠ করা জায়েয। কারণ স্থানটি দো'আ করার। এসময় ব্যক্তির যেকোন প্রার্থনাকে দো'আর সাথে যোগ করতে পারে। তাছাড়া মুসলমানদের সাফল্য চেয়ে ও কাফেরদের হেদায়াত প্রার্থনা কিংবা ধ্বংস কামনা করে দো'আ করা যায় *(মারদাভী, আল-ইনছাফ ২/১৭১; আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়া ৩৪/৬৩; ওছায়মীন, আ-শারহুল মুমতে' ৪/৫২)*।

প্রশ্ন (১৩/১৭৩) : দুনিয়ার জীবনে যারা স্বামী-স্ত্রী, জান্নাতেও তারা জান্নাতী হ'লে কি অনুরূপ সম্পর্ক থাকবে?

-আরীফুল ইসলাম, পাথরঘাঁটা, বরগুনা।

উত্তর : দুনিয়ার জীবনের ন্যায় জান্নাতেও সম্পর্ক থাকবে। কোন জান্নাতী ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী জান্নাতী হ'লে সবাই উক্ত স্বামীর স্ত্রী হিসাবে জান্নাতে থাকবে এবং স্বামী হূরের অধিকারী হ'লেও দুনিয়ার স্ত্রীই তাদের নেত্রী হবে। পক্ষান্তরে একাধিক স্বামীর অধিকারী জান্নাতী মহিলা তার সর্বশেষ জান্নাতী স্বামীর সাথে থাকবে। আবুদ্দারদা (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা স্ত্রী উম্মে দারদাকে মু'আবিয়া (রাঃ)-এর সাথে বিবাহের প্রস্তাব করা হ'লে তিনি বলেন, আমি অন্য কোথাও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে রাযী নই। কারণ আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, মহিলাগণ তাদের শেষ স্বামীর সাথে থাকবে। অতএব আমি আমার স্বামী আবুদ্দারদার পরিবর্তে কাউকে চাই না। একই ধরনের বক্তব্য এসেছে আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) হ'তে। অনুরূপভাবে হুযায়ফা (রাঃ) স্বীয় স্ত্রীকে বলেন, যদি তুমি আমার সাথে জান্নাতে থাকতে চাও, তাহ'লে আমার পরে অন্যত্র বিবাহ কর না *(ত্বাবারাণী, বায়হাক্বী, ছহীহাহ হা/১২৮১; ছহীহুল জামে' হা/৬৬৯১)*।

প্রশ্ন (১৪/১৭৪) : কোন বেকার ছেলে স্ত্রীর ব্যয় নির্বাহে অক্ষম হ'লে তার জন্য বিবাহ করা জায়েয হবে কি?

-আছিয়া আলম, নওগাঁ।

উত্তর : দৈহিক ও আর্থিক সামর্থ্য থাকলে বিয়ে করা যরূরী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যার বিয়ে করার সামর্থ্য আছে, সে যেন বিয়ে করে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮০ 'বিবাহ' অধ্যায়)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বৈরাগ্য জীবন যাপন করতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮১)*। তিনি আরো বলেন, আমি ছিয়াম পালন করি আবার ছিয়াম পরিত্যাগ করি, রাত জেগে ছালাত আদায় করি আবার নিদ্রাও যাই এবং বিয়েও করি। এটাই আমার সুন্নাত। অতএব, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত পরিত্যাগ করবে, সে আমার দলভুক্ত নয় *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১৪৫, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)*। এক্ষণে কারো আর্থিক সামর্থ্য যথার্থই না

থাকলে সে অধিকহারে ছিয়াম পালন করবে এবং জীবিকার পথ অনুসন্ধান করবে।

প্রশ্ন (১৫/১৭৫) : জনৈক ব্যক্তি একটি গার্মেন্টসে কাজ করে, যেখানে তার দায়িত্ব হ'ল কর্মীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করা এবং তাদের দিয়ে টার্গেট পূরণ করানো। অনেক সময় কর্মীরা ঠিকমতো কাজ করে না। তখন সে তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে বাধ্য হয় এবং অশিক্ষিত হওয়ায় মন্দ ভাষাও ব্যবহার করতে হয়। অন্যথা তারা কাজ করে না। টার্গেট পূরণ করতে না পারলে মালিকও মন্দ ভাষা ব্যবহার করেন। সে জানে ইসলামে গালাগালি নিষিদ্ধ। এক্ষণে একাজ করা তার জন্য জায়েয হবে কি?

-আতীকুল ইসলাম, পাথরঘাঁটা, বরগুনা।

উত্তর : সর্বাবস্থায় ভাষা শালীন হওয়া আবশ্যক। ভাষা সুন্দর করেও কাজ করিয়ে নেওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ কদর্য ও অশ্লীলতা পসন্দ করেন না *(আহমাদ হা/৫১৭৬; ছহীহাহ হা/২৭২১)*। তিনি আরো বলেন, 'মুমিন খোঁটাদানকারী, অভিশাপকারী, অশালীন এবং অসভ্য হয় না' *(তিরমিযী হা/১৯৭৭; ছহীহাহ হা/৩২০)*। তিনি আরো বলেন, 'পাঁচ প্রকার লোক জাহান্নামী। যার মধ্যে রয়েছে, দুশ্চরিত্র ও অশ্লীল বাক্যালাপকারীর কথা *(মুসলিম হা/২৮৬৫; মিশকাত হা/৪৯৬০)*। অতএব গালিগালাজ নয়, বরং সাধ্যমত সুন্দর আচরণ ও মার্জিত কথা বা নছীহতের দ্বারা অধীনস্থদের কাজ করিয়ে নিতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মুসলিমদের গালি-গালাজ করা গুনাহের কাজ এবং তাদের সাথে মারামারি করা কুফরী' *(বুখারী হা/৪৮)*। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি দশ বছর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খেদমত করেছি। তিনি কখনোও আমাকে 'উহ' শব্দ বলেননি। কোন কাজ করে বসলে তিনি এ কথা জিজ্ঞেস করেননি যে, তুমি এ কাজ কেন করলে? আর কোন কাজ না করলে তিনি বলেননি যে, তা কেন করলে না? *(বুখারী হা/৬০৩৮)*।

প্রশ্ন (১৬/১৭৬) : স্ত্রী পরপুরুষে আসক্ত হয়ে স্বামীকে ডিভোর্স লেটার পাঠিয়ে দিয়ে ঐ পুরুষকে বিবাহ করেছে। কিন্তু ১ম স্বামী তা গ্রহণ করেনি। তালাকও দেয়নি। এক্ষণে দ্বিতীয় বিবাহ বৈধ হয়েছে কি?

-মুহাম্মাদ, উখিয়া, কক্সবাজার।

উত্তর : শারঈ ওযর ব্যতীত স্ত্রী স্বামীর নিকট তালাক চাইতে পারে না। কোন কারণ ছাড়াই যদি কেউ স্বামীর কাছে তালাক চায়, তাহ'লে সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না *(আবূদাঊদ হা/২২২৬; মিশকাত হা/৩২৭৯; ছহীহুত তারগীব হা/২০১৮)*। অন্য বর্ণনায় বিনা কারণে তালাকপ্রার্থী নারীকে মুনাফিক বলা হয়েছে *(তিরমিযী হা/১১৮৬; মিশকাত হা/৩২৯০; ছহীহাহ হা/৬৩২)*। তবে স্ত্রী যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ডিভোর্স লেটার পাঠালে তা খোলা হিসাবে গণ্য হবে। উক্ত নারী এক হায়েয ইদ্দত পালন শেষে শারঈ পদ্ধতিতে বিয়ে করে থাকলে বিবাহ শুদ্ধ হয়েছে। আর এক হায়েয ইদ্দত পালনের পূর্বে বিবাহ করে থাকলে বিবাহ হয়নি। উল্লেখ্য যে, শারঈ কারণে স্ত্রী যেকোন সময়ে দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। যাকে শরী'আতে 'খোলা' বলে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ৩২/৩০৩)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ছাবেত ইবনু ক্বায়েসের স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আসল এবং বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি ছাবেত ইবনে কায়েসের দ্বীনদারী এবং চাল-চলনের নিন্দা করি না, তবে আমি মুসলিম নারী হয়ে (তার অসুন্দর হবার কারণে) তার নফরমানী করব, এটা চাই না। তখন নবী (ছাঃ) বললেন, তুমি কি তার মোহর বাবদ বাগান ফেরত দিবে? মহিলা বলল, হ্যাঁ দিব। নবী করীম (ছাঃ) ছাবেতকে বললেন, বাগান গ্রহণ কর এবং তাকে 'খোলা' হিসাবে এক তালাক প্রদান কর *(বুখারী, মিশকাত হা/৩২৭৪)*।

প্রশ্ন (১৭/১৭৭) : সূরা আলে ইমরানের শেষ ১০ আয়াত রাসূল (ছাঃ) তাহাজ্জুদের সময় পড়েছেন কি? এটা ঘুম থেকে উঠে পাঠ করা যাবে কি?

-সুমাইয়া, রাজশাহী।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘুম থেকে উঠে সূরা আলে ইমরানের শেষ দশ আয়াত তেলাওয়াত করেছেন, অতঃপর ওযূ করে তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় করেছেন। যেমন ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি একদা নবী করীম (ছাঃ)-এর সহধর্মিণী ও আমার খালা মায়মূনা (রাঃ)-এর নিকট রাত্রি যাপন করলাম। এরপরে আমি বিছানায় আড়াআড়ি শুয়ে পড়লাম এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর পরিবার লম্বা দিকে শয়ন করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিদ্রামগ্ন হ'লেন। অর্ধরাত্রি কিংবা এর সামান্য আগে কিংবা অল্প সময় পরে তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠলেন এবং মুখ থেকে ঘুমের ভাব মুছতে মুছতে বসলেন। তারপর সূরা আলে ইমরানের শেষ দশ আয়াত পাঠ করলেন। তারপর ঝুলন্ত একটি পুরাতন মশকের নিকট গিয়ে তাথেকে উত্তমরূপে ওযূ করলেন। এরপর ছালাতে দণ্ডায়মান হ'লেন *(বুখারী হা/১৮৩; মুসলিম হা/৭৬৩)*। অতএব কেউ চাইলে ঘুম থেকে উঠে উক্ত দশ আয়াত তেলাওয়াত করতে পারে *(নববী, শরহু মুসলিম ৬/৪৬)*।

প্রশ্ন (১৮/১৭৮) : স্বামীর উপার্জন সামান্য হওয়ায় বাধ্য হয়েই চাকুরীর চেষ্টা করতে হচ্ছে। কিন্তু ভাইভার সময় সঠিক প্রার্থী যাচাইয়ের জন্য নেকাব খুলতে বাধ্য করে। এমতবস্থায় করণীয় কী?

-জান্নাতুল মাওয়া, সিলেট।

উত্তর : নারী সর্বদা মুখমণ্ডল ঢেকে বাইরে বের হবে। কারণ গায়ের মাহরাম পুরুষের সামনে মুখমণ্ডল খোলা ফিৎনা সৃষ্টিকারী। আর পরিচয় যাচাইয়ের জন্য এনআইডি বা অন্যান্য বিজ্ঞানসম্মত ডিভাইস বা পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, পূর্বের মুহাজির মহিলাদের প্রতি আল্লাহ রহম করেন। উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হ'লে তারা তাদের পরিধেয় কাপড়সমূহের মধ্যে সবচেয়ে মোটা কাপড়টিকে ফেড়ে মাথার ওড়না বানিয়ে মাথা (ঘাড়-গলা-বুক) ঢেকেছিল *(বুখারী হা/৪৭৫৮)*। হাফেয ইবনু হাজার বলেন, অর্থাৎ মহিলারা তাদের মুখমণ্ডল আবৃত করছিলেন *(ফাৎহুল বারী ৮/৪৯০)*। এক্ষণে বাধ্যগত ও শারঈ প্রয়োজনে মুখমণ্ডল প্রকাশ করা যাবে *(ইবনু কুদামাহ,*

মুগনী ১/৪৩১; মুহাম্মাদ উলাইশ, মানহজ জলীল ১/২২২)।

প্রশ্ন (১৯/১৭৯) : আমি প্রাইভেট টিউশনী করি। আমার কাছে এমন অনেক ছাত্র পড়ে যারা পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করে, আবার এমন ছাত্রও আছে যারা খারাপ রেজাল্ট করে বা ফেল করে। এক্ষণে রেজাল্ট খারাপ করায় তাদের নিকট থেকে মাসিক বেতন নেয়া জায়েয হবে কি?

-শামীম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : শ্রম বা কর্মের বিনিময়ে মজুরী গ্রহণ করা জায়েয। শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় পাস করুক বা না করুক। তবে শিক্ষক পাঠদানে অবহেলা করে থাকলে তাকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, আর (পরকালে) নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে তোমাদের প্রত্যেককেই জবাবদিহি করতে হবে' *(বুখারী হা/৭১৩৮; মিশকাত হা/৩৬৮৫)।*

প্রশ্ন (২০/১৮০) : আমার উম্মতের গড় আয়ু ষাট হ'তে সত্তর বছরের মধ্যে হবে। খুব অল্প সংখ্যকই তা অতিক্রম করবে মর্মে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ কি? হাদীছটির ব্যাখ্যা কি?

-ইমরান হোসাইন, পূর্বাচল, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত হাদীছ ছহীহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমার উম্মতের বয়স ষাট হ'তে সত্তর বছরের মাঝামাঝি এবং এমন লোকের সংখ্যা কম হবে যারা তা অতিক্রম করবে' *(তিরমিযী হা/২৩৩১, ৩৫৫০; মিশকাত হা/৫২৮০; ছহীহাহ হা/৭৫৭)*। উম্মতে মুহাম্মাদীর ষাট থেকে সত্তর বছরের হায়াতের বিষয়টি অধিকাংশের ভিত্তিতে বলা হয়েছে, অন্যথায় অনেকেই নব্বই এমনকি একশত বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকেন। এগুলো ব্যতিক্রমী ঘটনা। এ হাদীছ থেকে উদ্দেশ্য এটাও হ'তে পারে যে, উম্মতের ষাট থেকে সত্তর বছরের হায়াত হ'ল ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। এটা মধ্যবর্তী সময়, যাতে উম্মাতের অধিকাংশ মানুষ পৌঁছতে পারে। আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের প্রথম ও দ্বিতীয় খলীফা যথাক্রমে আবুবকর ছিদ্দীক এবং ওমর ফারূক (রাঃ) সহ অনেক মনীষী যেমন ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী প্রমুখ এই বয়সেই মৃত্যুবরণ করেন। *(মোল্লা আলী ক্বারী, মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৮/৩৩০৩)*।

ষাট থেকে সত্তর বছর বয়স হ'ল এ উম্মতের জীবনের উৎকর্ষতার নির্দিষ্ট স্তর (STANDARD TIME)। খুব অল্প সংখ্যক মানুষ এটা অতিক্রম করে একশত বা তার ঊর্ধ্বে পৌঁছতে পারে। ছাহাবীদের মধ্যে আনাস ইবনু মালিক, আসমা বিনতে আবুবকর প্রমুখ একশত বছর বা তার চেয়ে অধিক বছর বেঁচে ছিলেন। এছাড়াও ব্যতিক্রম দুই একজন ছাহাবী শতবর্ষের ঊর্ধ্বে বেঁচে ছিলেন, যেমন কবি হাসসান ইবনু ছাবিত, সালমান ফারেসী প্রমুখ ছাহাবী *(মিরক্বাত ৮/৩৩০৩; লুম'আত ৮/৪৯১)*।

উল্লেখ্য যে, বয়স বৃদ্ধির পাশাপাশি আমল বৃদ্ধি পেলে তা জীবনের জন্য খুবই কল্যাণকর। আবূ বাকরাহ (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! সবচেয়ে উত্তম কে? তিনি বললেন, যার আয়ু দীর্ঘ হয় এবং কর্ম উত্তম হয়। লোকটি বলল, আর সবচেয়ে মন্দ কে? তিনি বললেন, যার আয়ু দীর্ঘ হয় এবং কর্ম খারাপ হয়' *(তিরমিযী হা/২৩২৯, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (২১/১৮১) : অমুসলিমদের কবরস্থানে কোন মুসলমানকে কবরস্থ করায় শারঈ কোন বাধা আছে কি?

-সা'দ, ঢাকা।

উত্তর : কাফেরদের কবরস্থানে মুসলমানদের দাফন করা যাবে না। অনুরূপ মুসলমানদের কবরস্থানে কাফেরদের দাফন করা যাবে না *(নববী, আল-মাজমূ' ৫/২৮৫; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ২১/১৯; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৮/৪৫৩)*। বাশীর ইবনু খাছাছিয়াহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে চলছিলাম। তিনি মুসলিমদের একটি কবরস্থানে গিয়ে বললেন যে, এরা বহু মন্দ কাজ পরিত্যাগে অগ্রগামী হয়েছে, অতঃপর তিনি মুশরিকদের একটি কবরস্থানে গিয়ে বললেন যে, এরা বহু কল্যাণকর কাজ পরিত্যাগে অগ্রগামী হয়েছে *(আবুদাঊদ হা/৩২৩০; নাসাঈ হা/২০৪৮, সনদ হাসান)*। এই হাদীছ থেকে বুঝা যায়, মুসলমান ও কাফেরদের কবরস্থান আলাদা হ'তে হবে। রাসূলুল্লাহ্র যুগ থেকে আজ অবধি এই ধারাই অব্যাহত রয়েছে *(ইবনু হাযম, আল-মুহাল্লা ৫/১৪৩)*।

প্রশ্ন (২২/১৮২) : জনৈক ব্যক্তি চারিত্রিক দিক দিয়ে খুব ভালো নয়। ফলে অধিকাংশ মানুষের সাথে তার সম্পর্ক খারাপ। সে নিজেও অধিকাংশ মানুষকে মন্দ চরিত্রের মনে করে। এক্ষণে আচরণ ভালো করার জন্য কোন আমল বা দো'আ আছে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, রাজশাহী।

উত্তর : এমতাবস্থায় সদাচরণে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। আর হাদীছে বর্ণিত দো'আসমূহ পাঠ করা যেতে পারে– (১) اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ وَأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَقِنِي سَيِّئَ الْأَعْمَالِ وَسَيِّئَ الْأَخْلَاقِ لَا يَقِي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ *(আল্ল-হুম্মাহদিনী লিআহসানিল আ'মা-লি ওয়া আহসানিল আখলা-কি লা- ইয়াহদী লিআহসানিহা- ইল্লা আনতা ওয়াকিনী সাইয়িআল আ'মা-লি ওয়া সাইয়িআল আখলা-কি, লা-ইয়াক্বী সাইয়িআহা ইল্লা আনতা)* অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমাকে সুন্দরতম কাজ ও সুন্দরতম চরিত্রের প্রতি পথ দেখাও, যেহেতু তুমি ছাড়া সুন্দরতম কাজ ও সুন্দরতম চরিত্রের প্রতি অন্য কেউ পথ দেখাতে পারে না। আর আমাকে মন্দ কাজ ও মন্দ চরিত্র থেকে রক্ষা কর, কেননা তুমি ছাড়া অন্য কেউ মন্দ কাজ ও মন্দ চরিত্র থেকে রক্ষা করতে পারে না' *(নাসাঈ হা/৮৯৬; মিশকাত হা/৮২০, সনদ ছহীহ)*।

(২) اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ، وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ، *(আল্ল-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন মুনকারা-তিল আখলা-কি ওয়ালআ'মা-লি ওয়ালআহওয়া-ই)* অর্থ : 'হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট দুশ্চরিত্র, অসৎকর্ম এবং

কুপ্রবৃত্তি থেকে আশ্রয় চাচ্ছি' *(তিরমিযী হা/৩৫৯১; মিশকাত হা/২৪৭১, সনদ ছহীহ)*। (৩) اللهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ لَعَنْتُهُ، أَوْ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا، *(আল্ল-হুম্মা ইন্নামা আনা বাশারুন, ফা আইউল মুসলিমীনা লা'আনতুহু আও সাবাবতুহু ফাজ'আলহু লাহু যাকাতান ওয়া আজরা)*-অর্থ : 'হে আল্লাহ, আমি তো একজন মানুষ মাত্র। তাই যদি কোন মুসলিমকে আমি কখনো অভিশাপ দেই বা গালি দিই, তাহ'লে আপনি তা সেই ব্যক্তির জন্য পবিত্রতা ও ছওয়াব বানিয়ে দেবেন' *(মুসলিম হা/২৬০০)*। (৪) اللَّهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي *(আল্ল-হুম্মা আহসান্তা খাল্কী ফাহাস্সিন খুলুক্বী)* অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি আমার সৃষ্টিকে সুন্দর করেছ। অতএব আমার চরিত্রকেও সুন্দর কর' *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/২৯০ তাহকীক আলবানী)*।

প্রশ্ন (২৩/১৮৩) : কা'বায় চব্বিশ ঘন্টা ছালাত ও তাওয়াফ চলছে। সুতরাং ছালাতের নিষিদ্ধ সময় কি সেখানকার জন্য প্রযোজ্য নয়?

-মাইনুদ্দীন, ত্রিমোহনী, ঢাকা।

উত্তর : নিষিদ্ধ সময় কা'বা ঘর বা যে কোন মসজিদের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। এসময়ে কোন নফল ছালাত আদায় করা যাবে না। তবে তাহিইয়াতুল মসজিদ বা ক্বাযা ছালাত আদায় করতে পারে। কারণ এই ছালাতগুলোর কোন নির্দিষ্ট সময় নেই *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ২/৯০)*। অন্যদিকে তাওয়াফের কোন নিষিদ্ধ সময় নেই। বরং দিন ও রাতের যেকোন অংশে তাওয়াফ করতে পারে *(বুখারী হা/১১৯২)*। অবশ্য কা'বায় কোন প্রকার ছালাত ও তাওয়াফের জন্য নিষিদ্ধ সময় নেই বলে বর্ণনা করেছেন শাফেঈ বিদ্বানগণ। এই অভিমতই অগ্রগণ্য। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা কাউকে রাত বা দিনের যে কোন সময়ে এই ঘরের তাওয়াফ করতে ও ছালাত আদায় করতে বাধা দিবে না' *(বুখারী হা/১১৯২; আবুদাউদ হা/১৮৯২)*। তিনি আরো বলেন, 'হে বনী আবদে মানাফ, হে বনী আব্দিল মুত্ত্বালিব! তোমরা যেই পরিস্থিতির মধ্যে থাক না কেন আমি অবশ্যই যেন দিন বা রাতের যে কোন মুহূর্তে এই ঘরে ছালাত আদায়ে বাধা দেওয়ার কথা শুনতে না পাই' *(ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১২৮০; আহমাদ হা/১৬৮২২, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (২৪/১৮৪) : সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের সময় স্ত্রীর সাথে সহবাস করা যাবে না মর্মে কোন দলীল আছে কি?

-রূহুল আমীন, দিনাজপুর।

উত্তর : ইসলামী শরী'আতে এ বিষয়ে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে শী'আ ও হিন্দুদের বিভিন্ন বইপত্রে এ সংক্রান্ত কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। হিন্দু শাস্ত্রে সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণকালে বিভিন্ন আচরণবিধি এবং নিষেধাজ্ঞার উল্লেখ আছে। যেমন বলা হয়েছে, 'সূর্য গ্রহণের সময় যদি নারী ও পুরুষের মিলন ঘটে, তাহ'লে সেই সন্তানের মধ্যে দোষ বা দুর্বলতা থাকতে পারে। গ্রহণকালে এই কাজ পাপের সমান' *(পরাশর স্মৃতি, অধ্যায় ৭, শ্লোক ১১)*। 'সূর্য গ্রহণের সময়ে শারীরিক মিলন করলে সেই সন্তান দুর্বল বা বিকলাঙ্গ হ'তে পারে। তাই এই সময় এই কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত' *(গর্গ সংহিতা, কাশ্যপ-সংলাপ, চন্দ্রগ্রহণ অধ্যায়-৭)*। 'যখন আকাশে অশুভ চিহ্ন দেখা যায় (যেমন সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ), তখন নিজেকে সংযত রাখা উচিত। শারীরিক আনন্দ থেকে বিরত থাকা এবং প্রার্থনায় মনোযোগী হওয়া উচিত' *(যজুর্বেদ, অধ্যায় ১১৩)*। 'সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণের সময় শারীরিক মিলন পবিত্রতা নষ্ট করে এবং এই সময় জন্ম নেওয়া সন্তান অমঙ্গলের ফল বহন করতে পারে' *(স্কন্দ পুরাণ, কৈলাস খণ্ড, অধ্যায় ১২)*। ইসলামে এসবের কোন ভিত্তি নেই।

প্রশ্ন (২৫/১৮৫) : আমার গোসলখানা, টয়লেট এবং ওযূর বেসিন সব এক জায়গায়। ফলে টয়লেটের প্যানের উপর দাঁড়িয়ে ওযূ করতে হয়। এভাবে ওযূ করা ঠিক হবে কি?

-আব্দুল আযীম, সঊদী আরব।

উত্তর : প্যান পরিষ্কার থাকলে তার উপর দাঁড়িয়ে ওযূ করতে পারে। কারণ সাধারণত বর্তমান সময়ে নির্মিত টয়লেটগুলোকে পরিষ্কার ও পবিত্র রেখে তাতে ওযূ করায় কোন সমস্যা হয় না *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৫/৮৫; ৫/২৩৮; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/৩৬৯)*।

প্রশ্ন (২৬/১৮৬) : নানাবিধ জৈবিক পাপের ফলে বিবাহ করে স্ত্রীর হক আদায় করতে নিজেকে অক্ষম বলে মনে করি। এমতাবস্থায় বিবাহ থেকে বিরত আবশ্যক কি? বিবাহ করলে গুনাহগার হব কি?

-হোসাইন মিছবাহ, মাগুরা।

উত্তর : শারীরিক অক্ষমতার বিষয়টি চিকিৎসার মাধ্যমে প্রমাণিত হ'লে বিবাহ করা জায়েয হবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কেবল শারীরিক ও আর্থিকভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের বিবাহের নির্দেশনা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'হে যুবকেরা! তোমাদের মধ্যে যার বিবাহ করার ক্ষমতা আছে, সে যেন বিবাহ করে। কেননা এটা তার দৃষ্টিকে অবনমিত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। আর যে ব্যক্তি বিবাহ করতে অক্ষম, সে যেন ছিয়াম পালন করে। কেননা ছিয়ামই তার কুপ্রবৃত্তির প্রতি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮০)*। তবে কেবল মনের ভয় থেকেই বিবাহ বর্জন করা যাবে না। কারণ অনেক ক্ষেত্রে মানসিক ভয় শারীরিক অক্ষমতার কারণ নয়। সেজন্য একান্ত অক্ষমতা না থাকলে বিবাহ করার চেষ্টা করবে *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৭/০৬)*।

প্রশ্ন (২৭/১৮৭) : প্রাপ্তবয়স্ক মাহরাম যেমন ভাই-বোন, ছেলে-মা এক বিছানায় বা একই ঘরে একত্রে থাকা জায়েয হবে কি?

-আব্দুল্লাহ, পাবনা।

উত্তর : প্রাপ্ত বয়স্ক ভাই-বোন ও মা-ছেলে এক বিছানায় শুতে পারবে না। এমনকি একই ঘরে একাকী বোন বা মায়ের সাথে আলাদা বিছানায় ঘুমানো যাবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বছর হবে তখন তোমরা তাদেরকে ছালাতের আদেশ দাও। আর যখন দশ বছর হবে তখন তাদেরকে (প্রয়োজনে) বেত্রাঘাত কর এবং বিছানাপত্র আলাদা করে দাও' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৭২; ইরওয়া হা/২১০৯, সনদ ছহীহ)*। তবে জায়গার সংকট বা

অন্য কোন বাধ্যগত কারণে একই ঘরে আলাদা বিছানায় মা-বাবা ও একাধিক ছেলে-মেয়ে ঘুমাতে পারে *(ইবনু মুফলেহ, আল-আদাবুশ শারঈয়া ৩/৫৩৮; যাকারিয়া, আসনাইল মাতালিব ৩/১১৩)*। অতএব বয়স দশ বছর হ'লে সন্তানদের বিছানা আলাদা করতে হবে *(দারাকুৎনী হা/৮৮৬; ছহীহুল জামে' হা/৪১৮)*।

প্রশ্ন (২৮/১৮৮) : পাখির পায়খানা জামায় লেগে গেলে ওযূ নষ্ট হয়ে যাবে কি? এই জামা পরে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-সুমন মিয়া, সিঙ্গাপুর।*

**[আরবীতে সুন্দর ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : এক্ষেত্রে মূলনীতি হ'ল যে প্রাণীর গোশত হালাল সে প্রাণীর বিষ্ঠা কাপড়ে লাগলে কাপড় অপবিত্র হবে না। কাপড়ে বিষ্ঠা লাগা অবস্থায় ছালাত আদায় করলেও ছালাত হয়ে যাবে। তবে ছালাতের পূর্বে দৃষ্টিগোচর হ'লে ধুয়ে ফেলবে বা মুছে ফেলবে। আর যে সকল প্রাণীর গোশত খাওয়া হারাম সে সকল প্রাণীর বিষ্ঠা অপবিত্র। আর কাপড়ে লেগে থাকা অবস্থায় ছালাত আদায় করলে ছালাত হবে না। কারণ ছালাতের অন্যতম শর্ত হচ্ছে পোষাক পবিত্র থাকা *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ২/৪৯০-৯২৬; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৬/৪১৪)*।

প্রশ্ন (৩০/১৯০) : ব্যাংকে ডিপিএসকৃত টাকা থেকে সূদ দান করে দিয়ে মূল অর্থ দিয়ে হজ্জ বা ওমরাহ করা যাবে কি?

-একরাম, ঢাকা।

উত্তর : মূল অর্থ দিয়ে হজ্জ-ওমরাসহ যেকোন আর্থিক ইবাদত পালন করতে পারবে *(আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ উমরানী, আল মানফা'আতু ফিল কারযি পৃ. ২৪৫-২৫৪)*। তবে লভ্যাংশ অবশ্যই গ্রহণ করা যাবে না; বরং তা ছওয়াবের আশা ব্যতীত জনকল্যাণমূলক খাতে ব্যয় করবে।

প্রশ্ন (৩১/১৯১) : কেউ যদি বিবাহের পূর্বে বলে, আমি যদি ময়মনসিংহ যেলার মেয়েকে বিবাহ করি তবে সে তালাক। আর বাস্তবেই যদি তা হয় তাহ'লে কি তালাক হয়ে যাবে? সেক্ষেত্রে কয় তালাক হবে?

-মুহাম্মাদ ফাহাদ, গাযীপুর।

উত্তর : বিবাহের পূর্বে যতই শর্ত করে থাক না কেন, কোন তালাক হবে না। কারণ তালাকের পূর্ব শর্ত হচ্ছে স্ত্রী স্বামীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকা *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৭/৩৪৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, বিয়ের পূর্বে তালাক নেই *(ইবনু মাজাহ হা/২০৪৮; মিশকাত হা/৩২৮১, সনদ ছহীহ)*। তিনি আরো বলেন, নারীকে স্পর্শ করা যার জন্য বৈধ, তালাকের অধিকার তার *(ইবনু মাজাহ হা/২০৮১; ছহীহুল জামে' হা/৭৮৮৭)*। অতএব বিবাহের পূর্বে তালাক সম্পর্কিত যে শর্তারোপই করা হোক কেন, তা কার্যকর হবে না।

প্রশ্ন (৩২/১৯২) : শরী'আতের কোন বিধান রহিত হয় কি? সশব্দে আমীন বলা, ক্বিয়াম অবস্থায় পায়ের সাথে পা মিলানো ইত্যাদি বিধানগুলো রহিত হয়ে গেছে কি?

-জসীমুদ্দীন, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : শরী'আতের কিছু বিধান রহিত হওয়া বা পরিবর্তন হওয়া কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমরা কোন আয়াত রহিত করলে কিংবা তা ভুলিয়ে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তদনুরূপ আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জানো না যে, আল্লাহ সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাশালী? *(বাক্বারাহ ২/১০৬)*। তিনি আরো বলেন, আমরা যখন এক আয়াত পরিবর্তন করে তার স্থলে অন্য আয়াত আনি, আর আল্লাহ যা নাযিল করেন তিনিই তা ভাল জানেন, তখন তারা বলে, তুমি তো মনগড়া কথা বল। বরং তাদের অধিকাংশই (প্রকৃত বিষয়) জানে না *(নাহল ১৬/১০১)*।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, কুরআনে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল যে, 'দশবার দুধপানে হারাম সাব্যস্ত হয়'। অতঃপর তা রহিত হয়ে যায় 'পাঁচবার দুধপানে হারাম সাব্যস্ত হয়' এর দ্বারা 'পাঁচবার পান দ্বারা হারাম সাব্যস্ত হয়'। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃত্যুবরণ করেন অথচ ঐ আয়াতটি কুরআনের আয়াত হিসাবে তেলাওয়াত করা হ'ত *(মুসলিম হা/১৪৫২; মিশকাত হা/৩১৬৭)*। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক কোন আমল চলছিল। পরবর্তীতে তারা যদি অন্য আমল করে তাহ'লে বুঝতে হবে পূর্বের আমল রহিত হয়ে গেছে। যেমন রাসূল (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করার পর ১৬/১৭ মাস বায়তুল মুক্বাদ্দাসকে কিবলা করে ছালাত আদায় করেন। পরবর্তীতে বায়তুল্লাহকে কিবলা করে ছালাত আদায় করেন। এক্ষণে বায়তুল মুক্বাদ্দাস এর দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করার বিধানটি মানসূখ হয়ে গেছে।

তবে জোরে আমীন বলা ও পায়ের সাথে পা মিলানোর বিষয়টি মানসূখ বা রহিত হয়নি। কারণ উক্ত বিষয়ে ওমর ও ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছারগুলো ছহীহ নয়। *(ইবনু হাযম, মুহাল্লা ২/২৯৪)*। তাছাড়া বর্ণনাটির পূর্ণ সনদ না থাকায় তা গ্রহণযোগ্য নয়। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ বলেছেন, ইমাম তিনটি বিষয় নিঃশব্দে পড়বে। আঊযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ এবং আমীন *(ইবনু হাযম, মুহাল্লা ২/২৯৪)*। উক্ত বর্ণনার পূর্ণ সনদ নেই। তাছাড়া ইব্রাহীম নাখঈ তাদলীস করেছেন যা গ্রহণযোগ্য নয় *(ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন, জীবনী ক্রমিক ৩৫)*। ইমাম ইবনু হাযম উক্ত বর্ণনা উল্লেখ করার পর বলেছেন ইমাম আবু হানীফা ও সুফিয়ান ছাওরী ওমর ও ইবনু মাসঊদের তাকলীদ করেছেন। অথচ তাদের কারো কথা রাসূলের আমল ও কথার উপর দলীল নয় *(মুহাল্লা ২/২৯৫)*। অতএব জোরে আমীন বলা ও পায়ের সাথে পা মিলানোর বিধান মানসূখ নয়, বরং বলবৎ আছে।

প্রশ্ন (৩৩/১৯৩) : ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছিলেন, 'প্রত্যেক উম্মতের একজন ফেরাঊন থাকে, আর আমার উম্মতের ফেরাঊন হ'ল আবু জাহল'। মর্মে বর্ণিত হাদীছটির বিশুদ্ধতা জানতে চাই।

-আব্দুল মালেক, নওদাপাড়া, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটির সনদে বিচ্ছিন্নতা থাকায় তা যঈফ *(আল-মুসনাদু লিশ শাশী হা/৯২২)*। মুসনাদে আহমাদেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে, তাও যঈফ *(আহমাদ হা/৩৮২৪)*। অবশ্য কতিপয় বিদ্বান একাধিক সনদে হাদীছটি বর্ণিত হওয়ায় এর সনদকে হাসান পর্যায়ের বলেছেন।

প্রশ্ন (৩৪/১৯৪) : আমার প্রবাসী স্বামী রাতে নাইট ডিউটির কারণে জামা'আতে ছালাত আদায় করতে পারেন না। সেকারণ রাত্রি ১১-টার দিকে মসজিদে কয়েকজনকে সাথে নিয়ে জামা'আত করে ছালাত আদায় করেন। এভাবে নিয়মিত মূল জামা'আতে না পড়ে পৃথক জামা'আত করা জায়েয হবে কি?

-ইশরাত জাহান, ঢাকা।

উত্তর : মূল জামা'আতে ছালাত আদায় করার চেষ্টা করবে। কারণ আল্লাহ বলেন, নিশ্চয় ছালাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত *(নিসা ৩/১০৩)*। তবে নিয়মিত রাতে দায়িত্ব থাকলে বা কর্তৃপক্ষ সুযোগ না দিলে উক্ত সময় জামা'আত করে বা একাকী ছালাত আদায় করতে পারে। ছাফওয়ানের স্ত্রী তার বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগ করেছিল। যার মধ্যে একটি ছিল যে, আমার স্বামী সূর্যোদয়ের পূর্বে কখনো ফজরের ছালাত পড়েন না। রাসূল (ছাঃ) এ ব্যাপারে ছাফওয়ানের বক্তব্য শুনতে চাইলে তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার পরিবারের লোকেরা সর্বদা (পানি সরবরাহে) ব্যস্ত থাকে। এজন্য আমরা সূর্যোদয়ের পূর্বে ঘুম থেকে জাগতে পারি না। তিনি বলেন, তুমি যখনই জাগ্রত হবে, তখনই ছালাত পড়ে নিবে *(আবুদাউদ হা/২৪৫৯; আহমাদ হা/১১৭৫৯; ছহীহাহ হা/২১৭২; ইরওয়া হা/২০০৪)*। কোন ব্যক্তি বিশেষ ওযরের কারণে এমন বাধ্যগত পরিস্থিতিতে পড়লে তা জায়েয হবে।

প্রশ্ন (৩৫/১৯৫) : আমার স্ত্রীর জরায়ু সংক্রান্ত সমস্যা অনেক বেশী। ৩য় সিজার হওয়ার পর আবারও সিজার করতে হ'লে জীবনের ঝুঁকি আছে বলে চিকিৎসক ৩য় সিজারের সময় জরায়ু কেটে ফেলতে চান। ফলে সে আর কখনো মা হ'তে পারবে না। এটা জায়েয হবে কি?

-আব্দুল আহাদ, বগুড়া।

উত্তর : আল্লাহভীরু মুসলিম বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত জরায়ু কেটে ফেলা যাবে না। তবে জীবনের জন্য বড় ঝুঁকি থাকলে এবং জীবন রক্ষার্থে একাধিক মুসলিম চিকিৎসক জরায়ু কেটে ফেলার পরামর্শ দিলে কেটে ফেলতে পারে *(বিন বায, ফাতাওয়াল মারাতিল ইসলামিয়া ৫/৯৭৮; ইবনু জিবরীন, ফাতাওয়াল মারাতিল ইসলামিয়া ২/৯৭৭)*।

প্রশ্ন (৩৬/১৯৬) : এক তালাক দেয়ার পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য সহবাস শর্ত কি? কয়েকদিনের মধ্যে মিটমাট হয়ে গেলেও স্বামী বিদেশে থাকায় তিন মাসের মধ্যে মিলন সম্ভব হয়নি। এরূপ অবস্থায় মিলন না হ'লে ৩ মাস পর নতুনভাবে বিবাহ করতে হবে কি?

-হাফীয, কম্বোডিয়া।

উত্তর : স্ত্রীকে রাজঈ তালাক দেওয়ার পর ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে নিতে চাইলে সহবাস শর্ত নয়। বরং এজন্য স্বামী ইচ্ছা এবং স্ত্রীকে অবহিত করাই যথেষ্ট। আল্লাহ বলেন, 'যখন তারা তাদের ইদ্দতের শেষ সীমায় পৌঁছে যায়, তখন তোমরা তাদেরকে সুন্দরভাবে রেখে দাও, অথবা সুন্দরভাবে পৃথক করে দাও। আর তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখ *(তালাক ৬৫/০২)*। তিনি আরো বলেন, 'তালাক হ'ল দু'বার। অতঃপর হয় তাকে ন্যায়ানুগভাবে রেখে দিবে, নয়তো সদাচরণের সাথে পরিত্যাগ করবে' *(বাক্বারাহ ২/২২৯)*। অতএব প্রশ্নোল্লেখিত ক্ষেত্রে কয়েক দিনের মধ্যে সমঝোতা হয়ে যাওয়ায় নতুনভাবে আর বিবাহের প্রয়োজন নেই *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৭/৫২৩)*।

প্রশ্ন (৩৭/১৯৭) : কোন প্রতিষ্ঠান থেকে অগ্রিম রড ক্রয়ের জন্য টাকা দেয়া হ'ল এ মর্মে যে রডের দাম কমে গেলে দাম কম ধরতে হবে কিন্তু বেশী হয়ে গেলে বেশী ধরা যাবে না। এরূপ চুক্তি জায়েয হবে কি?

-এনামুল হক, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

উত্তর : এরূপ চুক্তি শরী'আতসম্মত নয়। কারণ ব্যবসায় লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক চুক্তি হয়। কেবল লভ্যাংশের ভিত্তিতে নয়। তবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত মূল্যে অগ্রিম রড ক্রয় করে থাকলে তা জায়েয হবে। যাকে শরী'আতে বাই'য়ে সালাম বলা হয় *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৪/২০৭; ইবনুল কাইয়িম, ই'লামুল মু'আক্কিঈন ১/৩০১)*।

প্রশ্ন (৩৮/১৯৮) : রামাযান মাসে মৃত্যুবরণ করলে কবরে আযাব হয় না এবং সেখানে জিজ্ঞাসাবাদ হয় না মর্মে যে বক্তব্য সমাজে প্রচলিত রয়েছে, তার কোন ভিত্তি আছে কি?

- রাকীবুল হাসান, নওগাঁ।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য ভিত্তিহীন। তবে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কোন (মুসলিম) ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে একদিন (নফল) ছিয়াম পালন করলে এবং এটিই তার জীবনের শেষ আমল হ'লে (অর্থাৎ এ আমলের পর মৃত্যুবরণ করলে) সে জান্নাতে প্রবেশ করবে *(আহমাদ হা/২৩৩৭২; ছহীহ তারগীব হা/৯৮৫)*।

প্রশ্ন (৩৯/১৯৯) : অমুসলিমদের প্রদত্ত ইফতার খাওয়া জায়েয হবে কি?

-রূহুল আমীন, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : অমুসলিমদের প্রদত্ত ইফতার খাওয়া জায়েয। রাসূল (ছাঃ) অমুসলিমদের দাওয়াত খেয়েছেন এবং তাদের উপহার গ্রহণ করেছেন *(বুখারী হা/২৬১৫-১৮, 'মুশরিকদের নিকট থেকে হাদিয়া গ্রহণ' অনুচ্ছেদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৯৩১)*। তবে তাদের যবহ কৃত পশুর গোশত খাওয়া যাবে না *(বাক্বারাহ ২/১৭৩)*।

প্রশ্ন (৪০/২০০) : রামাযান মাসে মাসিকের জন্য বাদ পড়া ছিয়ামগুলি পরবর্তীতে রাখতে হবে কি? রাখা গেলে তা শাওয়াল মাসের ছিয়ামের সাথে রাখা যাবে কি?

-মুনীর, সাভার, ঢাকা।

উত্তর : অসুস্থতা বা সফরের কারণে ছুটে যাওয়া ছিয়ামসমূহ পরবর্তীতে আদায় করতে হবে *(বাক্বারাহ ২/১৮৪; বুখারী হা/৩২১; মুসলিম হা/৩৩৫; মিশকাত হা/২০৩২)*। উক্ত ছিয়ামগুলি শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম আদায় করার পরেও করতে পারে *(বুখারী হা/১৯৫০; মুসলিম হা/১১৪৬; মিশকাত হা/২০৩০)*।

MADRASAH DARUS SALAM
মাদরাসা দারুস সালাম
কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে আদর্শ মুসলিম নর-নারী গড়ার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত
আবাসিক
অনাবাসিক
ডে-কেয়ার
মসজিদ দারুস সালাম
বালক শাখা
বালিকা শাখা
মক্তব/রওযা শাখা
সাফল্যের ৩য় বর্ষে
ভর্তি চলছে
বালক
বালিকা
বিভাগসমূহ
হিফযুল কুরআন বিভাগ
ইসলামী শিক্ষা/কিতাব বিভাগ (শিশু - ৮ম শ্রেণী)
আমাদের আয়োজন
পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি বাস্তব জীবনের বিশুদ্ধ আমলের প্রশিক্ষণ।
তাহফীযুল কুরআনিল কারীমসহ সমন্বিত ইসলামী ও জেনারেল শিক্ষার সু-ব্যবস্থা।
আরবী ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষায় বিশেষ গুরুত্বারোপ ।
সার্বক্ষণিক আবাসিক শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা।
সেমিস্টার ভিত্তিক পাঠদানের ব্যবস্থা ।
মাসিক পরীক্ষার ব্যবস্থা ।
নিজস্ব ক্যাম্পাসে সবুজ-শ্যামল, খোলামেলা, পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর মনোরম পরিবেশ।
অনাবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা।
সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ।
আধুনিক ফিঙ্গার প্রিন্ট ডিভাইসে'র মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করণ।
ঠিকানা: কোঁয়ার, লাকসাম, কুমিল্লা।
০১৩৩০ ০০ ৯০ ৯১ - ৯২
প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান: আবুল হাসেম বিন আবদুর রহমান

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 28, Issue 5, February 2025

৩৫তম বার্ষিক

তাবলীগী ইজতেমা ২০২৫

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি।

১৩ ও ১৪ ই ফেব্রুয়ারী
বৃহস্পতি ও শুক্রবার

স্থান : এয়ারপোর্ট থানার নিকটবর্তী ময়দান, বায়া, রাজশাহী।

উদ্বোধন : ১ম দিন বাদ আছর

ভাষণ দিবেন

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরাম

LIVE :Monthly At Tahreek

YouTube: Ahlehadeeth Andolon Bangladesh

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৯৭-৯০০১২৩; ০১৭১১-৫৭৮০৫৭

মারকাযী জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

আস্সালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! নওদাপাড়া রাজশাহীতে অবস্থিত মারকাযী জামে মসজিদটি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সাড়ে ছয় হাযার বর্গফুটের ছয়তলা বিশিষ্ট মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ চলছে। ফালিল্লাহিল হাম্দ। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। এই খরচ নির্বাহের জন্য দানশীল ভাই-বোনদের প্রতি আমরা বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন, মসজিদটি পাখির বাসার ন্যায় ছোট্ট হলেও' *(বুখারী হা/৪৫০; ছহীহুল জামে' হা/৬১২৮)*। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর গৃহ নির্মাণে সাধ্যমত সহযোগিতা করার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ ফাণ্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৫৮২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক রাজশাহী শাখা। বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৭৯৭-৫০৫১৮২, বিকাশ ও নগদ (পেমেন্ট) : ০১৩১৯৬৭৬৫৬৭

সার্বিক যোগাযোগ : ০১৩১৯-৬৭৬৫৬৭, ০১৭৫১-৫১৯৫৬২। নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।